রেহানার প্রলোভন

পরিচিতিঃ

কবির ও থমাস আর্মি গলফ ক্লাবের বারান্দায় বসে আছে আর বসে বসে বৃষ্টি কিভাবে ক্লাবের বারান্দার কিছুটা অংশ ধুয়ে সামনের মাঠে ছড়ানো ঘাসের উপর দিয়ে ধিম তালে বয়ে চলছে তা প্রত্যক্ষ করছে। বৃষ্টির বিন্দুগুলি শক্ত মেঝের উপর পরে যে শব্দ সৃষ্টি করছে তাতে বুদ হয়ে দুজনে বিয়ার খেতে খেতে বৃষ্টিকে অভিসম্পাত দিচ্ছে।

দু বন্ধু মাত্র ৫ টি গর্তে বল ফেলেছে, এমন সময়েই বৃষ্টির আবির্ভাব। এখন দুজনেই অপেক্ষা করছে কখন বৃষ্টি থামবে আর ওরা ওদের খেলাটাকে আরও কিছুদূর এগিয়ে নিবে। শনিবারই ওদের গলফ খেলার দিন, সাথে সাথে একমাত্র ছুটি কাটানো আর আরাম আয়েশের দিন।

গলফ খেলার নেশা দু বন্ধুরই, অনেক বছর ধরে খেলতে খেলতে ওটা এখন ওদের আসক্তিতে ও পরিনত হয়েছে। থমাস প্রায় ৬ ফুট লম্বা, পেটানো শরীর, বল মারলে চলে যায় ১ মাইলে ছাড়িয়ে। আর কবির যদি ও অতদুর নিতে পারে না, কিন্তু সে আবার সবুজের মাঝে খুব পারফেক্ট শট খেলায় পক্ক। ধারাবাহিকভাবে যদি ওদের খেলা পর্যালোচনা করা যায় তাহলে ওদের স্কোর প্রায় সমান। যার কারনে ওদের মাঝে এই খেলা নিয়ে বেশ প্রতিযোগিতা ও চলে, তবে অবশ্যই বন্ধু সুলভ প্রতিযোগিতা।

দুজনের মধ্যে বন্ধুত্তের শুরু সেই কলেজ জীবন থেকে, যখন কবির লন্ডনে গিয়েছিলো নিজের স্নাতক ও স্নাতকোত্তর লেখাপড়া শেষ করার জন্যে। সেখানেই ওদের পরিচয় ও বন্ধুত্ত, যা লেখাপড়া জীবনের ৮ টি বছর এক সঙ্গে কাটাতে ওদের সাহায্য করেছে। যদি ও ওদের মধ্যের আচার আচরন, ভাষা একেবারেই ভিন্ন ছিলো। কবির ইঞ্জিনিয়ারিং এ ডক্টরেট ডিগ্রী নিল, আর থমাস মেয়েমানুস আর খেলাধুলায় ডিগ্রী নিল। থমাস তখন ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের ফুটবল টিমের স্টার, অনেক রেকর্ড, আর অনেক পুরস্কার ওকে খ্যাতির চূড়ায় পৌছে দিয়েছিল। ওর শারীরিক কাঠামো আর শক্তি ওকে লেখাপড়া চালানোর জন্যে একটা পথ খুলে দিয়েছিলো, যেটা অন্য কোন উপায়ে সম্ভব ছিল না, কারন ওর আর্থিক অবস্থা। সে ছিল লম্বা, পেশীবহুল শরীর, অদম্য শক্তি আর সাহস আর সাথে ছিল প্রখর বুদ্ধিমত্তা। যার কারনে খুব অসচ্ছল পরিবার থেকে আজ ও এক বড় কম্পানির বড় কর্তা।

কলেজ জীবনের পর দুই বন্ধু বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিলো, কবির দেশে ফিরে একটা বড় কম্পানিতে বড় পোস্টে চাকরি নিলো। আর থমাস ওখানেই একটা ছোট চাকরি করছিলো। দীর্ঘ ৬ বছর পরে আবার দুজনের দেখা হলো, যখন থমাস বাংলাদেশেই একটা চাকরি নিয়ে কবিরের শহরে এলো।

থমাস একটা বড় মাল্টিন্যাশনাল কম্পানির বড় কর্তা হিসাবে এখানে এলো, যারা বড় বড় খেলোয়াড়দের নিয়ে বিভিন্ন প্রকার বিজ্ঞাপন নির্মাণ আর প্রচারের কাজে সারা বিশ্বে করে। কিছু দিনের মধ্যেই সে নিজের যোগ্যতা আর মেধার পরিচয় দিয়ে ওই কম্পানির কর্তা থেকে শেয়ার হোল্ডার হয়ে গেল। যদি ও থমাস যে ব্ল্যাক(নিগ্রো) এবং একটা গরিব পরিবার থেকে ওর যাত্রা, সেটা কখনওই ওর কাজের পথে বাঁধা হয়ে দাঁড়াতে পারেনি। কবির ও থমাসের বন্ধুত্ত ও ওদের গাঁয়ের সাদাকালো রঙ্গয়ের মাঝে কখনও আসেনি। থমাস সব সময় এটাই চিন্তা করতো যে, সে যদি সততার সাথে ওর কাজ করে, তাহলে ওর কাজের জন্যে ওকে পুরস্কার দিতে হবেই। পৃথিবীটা ওর কাছে এই নীতির কারনে খুব সহজ হয়ে গিয়েছিলো। তাছাড়া বড় ব্যবসায়ী হওয়ার পর থেকে সে নিজে বিভিন্ন দাতব্য সংস্থার সাথে জড়িয়ে গিয়েছিলো, যারা গরিব অসহায় মানুষদের খাদ্য আর কাপড়ের জন্যে সব সময় কাজ করত। গলফ খেলা আর দাতব্য কাজ করা দুটোই এখন ওর আসক্তিতে পরিণত হয়েছে।

কবির ও ওর ইঞ্জিনিয়ারিং কাজে দক্ষতার পরিচয় দিয়ে যাচ্ছিলো, যদি ও সে থমাসের মত লম্বা ছিল না, ওর উচ্চতা ছিল ৫ ফিট ৯ ইঞ্চি। খুব শুঠাম শরীর না হলে ও সব সময় জিমে শরীর চর্চা আর মার্শাল আর্ট শিখার কারনে ওর পেশি ও অনেক ফিট ছিল।

দুজনের বন্ধুত্ত সব সময়ই ছিলো দুজনের মধ্যে পারস্পরিক মর্যাদাবোধের মাধ্যমে। দুজন দুজনকে সব সময় সম্মান দিত। কেও কাওকে ছোট করে দেখার চেষ্টা কখনও করেনি। কবির থমাসের প্রশংসা করতো, কারন সে জানত, যে থমাস অনেক কষ্ট করে জীবনে এই পর্যায়ে এসেছে। আর থমাস ও কবিরের সহজাত চলন আর ধনি পরিবারের ছেলে হয়েও সব সময় সব কিছুর সাথে মানিয়ে নিয়ে চলার ক্ষমতাকে সম্মান করতো।

দু বন্ধু জীবনে অনেক কিছুই এক সাথে করেছে। দীর্ঘ ১৫ বছরের বন্ধুত্ত ওদের। যখন থমাস বিয়ে করলো আর ৩ মাসের মধ্যে আবার বিবাহ বিচ্ছেদ ও হলো, কবির বন্ধুকে সেই সময় সামলানোর জন্যে যা যা করা দরকার সব করেছে। কবিরের স্ত্রী রেহানার যখন বাচ্চা নষ্ট হয়ে গেল, থমাস ওর বন্ধুর সাথে সারা রাত হসপিটালের করিডোরে কাটিয়েছে। হসপিটাল থেকে রেহানা বাসায় আসার পরে কবিরের সাথে সাথে থমাস ও অফিস থেকে ছুটি নিয়ে বেশ কিছুদিন বন্ধুর বাড়িতেই সব সময় ওদের পাশে থেকেছিল। যদি ও ওদের দুজনের শরীরের রঙ আর ভাষা ও সাংস্কৃতিক ব্যবধান ছিল অনেক, কিন্তু দুজনেই বন্ধুত্বকে আপন ভাইয়ের জায়গায় নিয়ে গিয়েছিলো, যদি কিছুদিনের মধ্যেই ওদের এই সম্পর্ক যে অন্য এক ভিন্ন দিকে মোড় নিবে সেটা ওরা নিজেরাও ও কখনও ভাবতে পারেনি।

প্রথম পরিচ্ছেদঃ

তৃতীয় বীয়ার খেতে খেতে কবির বললো, ‘‘উফঃ এই বৃষ্টি তো থামার কোন লক্ষন দেখছি না!’’

থমাস মজা করলো, ‘‘উমঃ আর আমি তো তোমার পাছায় থাপ্পড় মারছিলাম।’’

কবির, ‘‘আচ্ছাঃ ৫ গর্তে ফেলার পর আমার কাছ থেকে ১ পয়েন্ট এগিয়ে থাকাকে যদি তুমি আমার পাছায় থাপ্পড় মারা বলো, তাহলে গত সপ্তাহে তো আমি তোমার পাছার চামড়া তুলে ফেলেছিলাম বলতে হবে’’।

থমাস, ‘‘আমরা আজকের খেলা নিয়ে কথা বলছিলাম।’’ দুজনেই এক চোট হেসে নিল, কারন কেও কখনও অন্যকে আঘাত দিয়ে কথা বলতে শিখেনি, এটাই ওদের বন্ধুত্ত।

‘‘তো আমার সেক্সি মেয়েটা কেমন আছে?’’- থমাস রেহানার কথা জানতে চাইলো। থমাস রেহানাকে পছন্দ করে, আসলে সত্যি বলতে পছন্দের চেয়ে ও সেটা একটু বেশিই ছিলো। প্রথম যেদিন কবির ওকে রেহানার সাথে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলো, সেদিন থেকেই রেহানার প্রতি ওর একটা আলাদা অনুভুতি ছিলো। সে ছিল খুব আকর্ষণীয়, সুন্দর, ফর্সা, খুব মায়াবি নীল চোখের, লম্বা দীঘল চুলের এক নারী, যাকে যে কোন পুরুষ প্রথম দেখাতেই মন দিয়ে ফেলবে।

‘‘সে ঠিক আছে’’- একটু উদ্বিগ্ন গলায় বললো কবির।

থমাস কবিরের মুখের দিকে তাকিয়ে বুঝতে চেষ্টা করলো ভিতরের কথা, বললো, ‘‘সমস্যা কি? খুলে বলো।’’

কবির জবাব দিলো, ‘‘না, তেমন কিছু না।’’

থমাস কবিরের দিকে তাকিয়েই টের পেল যে কিছু একটা কবিরকে মনে মনে খুব বিব্রত করছে, তাই সে এবার বেশ সিরিয়াস ভাবে বললো, ‘‘দোস্ত, সংকোচ করছো কেন, খুলে বলো।’’

কবির কিছুক্ষন ওর বিয়ারের বোতলের দিকে চুপ করে তাকিয়ে থেকে তারপর চোখে একটা কষ্টের ভাব ফুটিয়ে বললো, ‘‘আহঃ আমি বুঝতে পারছি না। বাচ্চাটা নষ্ট হওয়ার পর থেকে রেহানা আর আমার মাঝে সম্পর্ক আর আগের মত নেই। আমি কারণটা জানি, কিন্তু রেহানা দিন দিন এতো বেশি পরিমান হতাসাগ্রস্ত হয়ে পড়ছে, যে ওকে এই জায়গা থেকে কিভাবে বের করবো, আমি বুঝতে পারছি না। সে বাইরে ভাব দেখায় যেন সব কিছু ঠিক আছে, আর আমি যখনই ওর কাছে যাওয়ার চেষ্টা করি, তুমি বুঝতে পারছো তো কাছে যাওয়া বলতে কি বুঝাচ্ছি, তখনই সে একেবারে শীতল হয়ে যায়। তখন ওকে আমার একটা মরা মানুষের মত মনে হয়।’’

‘‘ওকে আর ও কিছুটা সময় দিতে হবে। বাচ্চা হারানো খুব বড় ধরনের মানসিক আঘাত ওর জন্যে’’- থমাস বোঝাতে চেষ্টা করলো বন্ধুকে।

‘‘আমি জানি, আর ওটা আমার ও সন্তান ছিলো’’-কবির বেশ রুক্ষ গলায় বললো, স্যরি দোস্ত, আমি তোমার উপর রাগ ঝাড়ছি না, কিন্তু এই ঘটনার পর ১ টি বছর পার হয়ে গেছে আর আমি কোন উন্নতি দেখছি না ওর ভিতর।’’

‘‘আমি বুঝতে পারছি, আমি ভেবেছিলাম, তুমি ওকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে গিয়েছিলে।’’

‘‘নিয়েছিলাম অনেকবারই, তিনি ও এখন আর কোন প্রকার সাহায্য করতে পারছেন না।’’

‘‘হয়ত ওর এখন দরকার আমার মত কারও নরম হাতের ভালোবাসার স্পর্শ ও যত্ন’’- থমাস মজা করতে চেষ্টা করলো, যাতে কবিরের মুড বদলে যায়। সে জানে যে সে কবিরের সাথে এই রকমের মজা করতেই পারে, কারন দুজনে অনেক সময় এই রকম খেলা, নারী, সেক্স নিয়ে অনেক কথাবার্তা বলেছে, যেমন এখন খুব ব্যক্তিগত কথা বলছে দুজন।

‘‘ওর ভিতরের বরফ শীতলতা তুমি ও ভাঙতে পারবে না’’- কবির বেশ ক্রূর হাসিতে জবাব দিল। কবির জানে থমাস রেহানাকে পছন্দ করে। ওরা দুজন এটা নিয়ে অনেক কথাবার্তা বলেছে। যতটুকু কবির জানে, তা তে রেহানা থমাসের এই ভাললাগার কথা জানে না, বা কখনও এমন কোন ইঙ্গিত দেয়নি যে রেহানা থমাসের কথা জানে বলে। সৌভাগ্যবশতঃ কবির খুব একটা ঈর্ষাকাতর মানুষ না, বিশেষ করে যখন থমাসের কথা আসে। ওর দুজনেই, অনেক দিনের বন্ধু, এমনকি কলেজ জীবনে দুজনে একই মেয়ের সাথে ডেটিং করেছে এমনকি বিছানায়ও গেছে। কবির দেখেছে থমাস ও রেহানা দুজনেই একে অন্যকে মাঝে মাঝে কথা বা পোশাক দিয়ে টিজ করে, উত্তেজিত করার চেষ্টা করে। মাঝে মাঝে কবিরকে ঈর্ষাকাতর করার জন্য ওকে দেখিয়ে দেখিয়ে থমাসের কোলে বসে ওকে জড়িয়ে ধরে পর্যন্ত। কিন্তু এতে কখনওই কোন কাজ হয় নি। অন্য কেও হলে হয়ত রেগে যেত। কিন্তু কবির মাঝে মাঝে ওদের এই টিজ করা, থমাসের কোলে বসা মনে মনে উপভোগই করে, কখনও ওর নিজের শরীরে একটা উত্তেজনা ও অনুভব করে।

‘‘আমাকে একটা সুযোগ দাও, দেখো আমি কিভাবে বরফ রানীকে গলিয়ে দেই।’’ থমাস সহাস্যে জবাব দিল।

কবির যেন থমাসের জবাব শুনেই নি এমন ভাবে বলতে লাগলো, ‘‘তুমি যান না, ও এই ৩ বছরে মাত্র ৪ বার আমার বাড়া মুখে নিয়েছে!’’

থমাস বেশ আন্তরিকতার সাথে বললো, ‘‘এটা তো খুবই খারাপ। তোমার সাথে ওর প্রথম দিনগুলিতে মনে হতো ও খুব ডেস্পারেট টাইপের মেয়ে, তোমার জন্যে যে কোন কিছু করতে পারে।’’

“আমি ও তাই ভাবতাম”- কবির এদিক ওদিক ওয়েটারকে খুঁজতে লাগলো, আরেক দফা বিয়ার আনার জন্যে। কবির যখন থমাসের দিকে ফিরল, তখন হঠাৎ করে ৩ বছর আগে এক দিনের একটা ঘটনা ওর মনে পরে গেল, যখন কবির, রেহানা, থমাস আর ওর স্ত্রী এক সাথে এক গাড়ি করে ফিরছিল। তখন কবির বিয়ে করেছে কয়েক মাস হয়েছে। আর থমাস এক অল্প বয়সী লাল চুলের মেয়ের সাথে নিজের গাঁটছাড়া বেধেছে, সেই মেয়েটি ছিল খুব আবেগ প্রবণ, যার কারনে ওকে সামলাতে থমাস হিমসিম খাচ্ছিলো।

ওরা চারজন মুভি দেখে বের হয়ে কিছুদুর এগুনোর পরেই কবির ওর গাড়ীর পিছন দিক থেকে ধস্তাধস্তি আর চাপা গোঙ্গানির আওয়াজ পেল। কবির বুঝতে পারলো কিছু একটা হচ্ছে থমাস আর ওর স্ত্রীর মধ্যে, কিন্তু ওর সাহসে কুলাচ্ছিলো না পিছন ফিরে দেখার। রেহানা ওর পাশে চুপ করে বসে ছিল এমনভাবে যেন সে কিছুই শূনতে পাচ্ছে না। যদি ও কবির ওর কৌতুহল এড়াতে না পেরে ওর পিছনে দেখার আয়না নাড়িয়ে দিল যেন পিছনে কি হচ্ছে সেটা দেখা যায়। এক বারের জন্য কবিরের শ্বাস বন্ধ হয়ে গেল যখন ও দেখলো থমাসের স্ত্রীর হাত ওর প্যান্টের ভিতর ঢুকিয়ে থমাসের বাড়াকে নেড়ে চেড়ে দিচ্ছে, কবির ওর হাত দেখতে পাচ্ছে না, তবে ওর হাতের নড়াচড়া দেখে মনে হচ্ছে থমাসের বাড়া প্যান্ট থেকে বের করে খেঁচে দিচ্ছে।

রেহানা ও কবিরের মতই কৌতুহলি কিন্তু লুকিয়ে দেখতে ওর খুব বিব্রত বোধ করছিল। যদি ও সে কবিরের শ্বাস বন্ধ হয়ে যাওয়া দেখেছে, তাই ঘাড় ঘুরিয়ে আয়নার দিকে তাকলো। ওর নিজেরই শ্বাস বন্ধ হয়ে গেল যখন সে যখন সে দেখলো থমাসের স্ত্রীর চিকন সাদা হাতে থমাসের শক্ত কালো বাড়া। রেহানা তাড়াতাড়ি মাথা আবার ঘুরিয়ে আগের জায়গায় নিয়ে এলো এবং এমনভাব করলো যেন সে কিছুই দেখতে পায়নি, যদি ও খুব ঘন ঘন দ্রুত তালে শ্বাস নিতে লাগলো। ওর মাথার মধ্যে একটা ছবিই ভাসতে লাগলো সেটা হলো, ওর স্ত্রীর হাতে থমাসের কালো মোটা শক্ত বাড়া।

কবির নিজের চোখ রাস্তার উপর রাখতে চেষ্টা করছিলো, কিন্তু বারে বারে চুপিচুপি আয়নার দিকে তাকানো ও বন্ধ করতে পারছে না। থমাসের স্ত্রী এবার নিজের মাথা নামিয়ে আনলো থমাসের বাড়ার উপর আর ওর কালো বাড়া ওর মুখে ঢুকে যেতে লাগলো, কবির ফাঁকে ফাঁকে দেখতে লাগলো। যখন কবির আবার একটা হতাশাজনক গোঙ্গানির শব্দ পেল, সে বুঝতে পারলো যে এটা ওর স্ত্রী মুখে থেকে বের হয়েছে, এই কারনে যে সে ওর পুরো বাড়া ওর ছোট্ট মুখে ঢুকাতে পারছিলো না। কবির বিভিন্ন সময়ে লকার রুমে কাপড় পালটানোর সময়ে থমাসের বাড়া সাইজ দেখে বুঝেছিলো, যে ওর বিশাল শরীরের সাথে ওর বাঁড়ার সাইজ মিলে যায়।

হঠাৎ কবিরের বাড়া খাড়া হয়ে ওর প্যান্ট ছিঁড়ে বের হতে চাইছিলো। যখন সে রেহানার দিকে তাকালো, তখন দেখলো যে রেহানা ও কবিরের উরুসন্ধির দিকে তাকিয়ে আছে। কবির আর রেহানার স্বল্প দিনের সংসারে যে কয়েকবার কবির রেহানার সাথে সঙ্গম করেছিলো, তাতে ওর ধারনা হয়েছে যে রেহানার সঙ্গমের ব্যপারে একটু সেকেলে টাইপের। কিছুদিন পরে ওর সেই ধারনা যদি ও ভেঙ্গে গিয়েছিলো। আরেকটা বেশ জোরে গোঙ্গানির শব্দ পেয়ে কবির আবার আয়নার দিকে না তাকিয়ে পারলো না। কবিরের শ্বাস ও দ্রুত হয়ে গিয়েছিলো, যখন সে দেখলো থমাসের বৌ ওর বাড়া দ্রুত বেগে উপর-নিচ করে চুষে যাচ্ছিলো। কবিরের তাকানো দেখে রেহানা ও পিছনে না তাকিয়ে পারলো না। রেহানা যখন দেখলো থমাসের স্ত্রী থমাসের লম্বা বাড়া মুখে ঢুকিয়ে মাথা উপর-নিচ করছে, তখন রেহানা ওর স্বভাবের বিরুদ্ধে গিয়ে হাত বাড়িয়ে কাপড়ে উপর দিয়ে কবিরের বাড়া চেপে ধরলো।

কবির দেখলো রেহানা এখন লুকিয়ে না তাকিয়ে বেশ স্পষ্টভাবে সরাসরি তাকিয়ে দেখতে লাগলো ওদের কাণ্ড আর নিজের হাত দিয়ে কাপড়ের উপর দিয়েই কবিরের বাড়া মুঠো করে ধরে ধীরে ধীরে চাপ দিতে লাগলো। কবির একবার ভাবলো নিজের বাড়া বের করে রেহানার হাতে দিতে, যদি ও রেহানার কাজকর্ম এতো অপ্রত্যাশিত ছিল যে সে ওই মুহূর্তটা নষ্ট করতে চাইছিলো না। তাই সে বাঁধা না দিয়ে গুঙ্গিয়ে উঠলো আর রেহানাকে ওর কাজ করতে দিল।

পিছন সিটের গোঙ্গানির শব্দ এখন আরও জোরে জোরে ঘন ঘন হতে লাগলো। যখন থমাসের বাঁড়ার মাল ফেলার সময় হোল, তখন হঠাৎ ওর চোখ খুলে রেহানাকে ওর বাঁড়ার দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখলো। থমাসের মুখে থেকে হালকা একটা হাসির রেখা বের হলো, আর যেহেতু সে মাল ফেলার খুব কাছাকাছি তাই সে নিজের বৌর মাথা নিজের হাতে ধরে আরও জোরে উপর-নিচ করাতে লাগলো, যদি ও তাকিয়ে ছিল রেহানার দিকেই সারাক্ষন। থমাসের মুখ দিয়ে সুখের শব্দের বের হওয়া যেন আরও বেঁড়ে গেল। রেহানার নজর পরিবর্তন হলো থমাসের মুখে থেকে ওর স্ত্রীর ঠোঁটের দিকে যখন ওর মাথার নড়াচড়া বন্ধ হয়ে গেল আর চুপ করে থমাসের স্ত্রী ওর পুরো বাড়া মুখে রেখে দিয়েছে, রেহানা বুঝলো থমাসের মাল ওর স্ত্রীর গলা দিয়ে নিচের দিকে নামছে, আর ওর স্ত্রী ঢক ঢক করে মাল গুলি গিলে নিতে চেষ্টা করছে। রেহানার হাত কবিরের বাড়াকে খুব জোরে চেপে ধরলো যেন সে ও কবিরের বাঁড়ার মাল চিপে চিপেই বের করে ফেলবে। কবির রেহানার হাতকে থামাতে পারছিলো না আর অল্প বয়সী গরম উত্তেজিত যুবকের মত প্যান্টের ভিতরেই বীর্যপাত করে ফেলেছিলো।

সে রাতে রেহানা ও কবির ওদের স্বল্প সময়ের সংসারের সবচেয়ে বেশি সুখের সঙ্গম করেছিলো। এমনকি আজ পর্যন্ত ও কবিরের মনে হয় যে ওটা ওদের সবচেয়ে বেশি সুখের সঙ্গম ছিলো।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদঃ

রেহানা ওর ব্যায়ামাগারে ব্যায়ামের সাইকেল চালাতে চালাতে ঝড়তে থাকা বৃষ্টির দিকে তাকিয়ে ছিল। বৃষ্টি সে খুব পছন্দ করে। বিশেষ করে যখন তাকে ওই সময়ে বাইরে যেতে হবে না। বৃষ্টির দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে সে ভাবতে লাগলো কবির ও থমাসের কথা, যে ওরা কি রকম বিরক্তবোধ করছে এই বৃষ্টি দেখে, রেহানা জানে ওরা দুজনেই শনিবারের সকালে এই গলফ খেলার প্রতি কি রকম আসক্ত, কি রকম আগ্রহ ভরে ওরা দুজনেই এই দিনের সকালের জন্যে অপেক্ষা করে। অদ্ভুদভাবে রেহানার শরীরে একটা শিহরণ অনুভব করলো যখন ওর মনে থমাসের কথা এলো, এবং সে অনুভব করলো যে সাইকেলের বসার সিটের উপর ওর গুদের চাপ, সে চট করে থমাসের ভাবনা মাথা থেকে ঝেড়ে ফেললো।

রেহানা বড় হয়েছে ধনি বাবা-মার ছোট্ট আদরের দুলালি হিসাবে। দুনিয়ার সব টাকা ওর বাবার পকেটে ছিলো, যদি ও সে নিজেকে একটু বখে যাওয়া মেয়ে হিসাবেই ভাবে না, বড়জোর একটু বেশি চাহিদা ছিল ওর। সৌভাগ্যবশতঃ কবির ওকে এমনই এক জীবন যাত্রা দিয়েছে যে সেটা রেহানার জন্যে গ্রহণযোগ্যের চেয়ে ও কিছুটা বেশি। এই এলাকার সবচেয়ে বড় বাড়িটা ওদের, ৩ টি গাড়ি, স্বতন্ত্র নামিদামী ক্লাবের মেম্বারশিপ, ঘরের পিছনে বিশাল সুইমিং পুল। ওদের আর কিছুই চাওয়া ছিল না, শুধুমাত্র... না না, ওটা নিয়ে রেহানা আর ভাবতে চায় না। রেহানা হতাশার জীবন অনেকদিন ধরেই বয়ে বেড়াচ্ছে।

রেহানা বৃষ্টি দেখতে দেখতে ভাবছিলো, কবির একজন ভাল স্বামী, যদি ও সে কিছুটা বোকা যখন মেয়েমানুষের কথা আসে, বা মেয়েদেরকে কিভাবে সুখ দিতে হয় সে ক্ষেত্রে, যদি ও সে রাতের কাজ ভালই পারে। বাচ্চা নষ্ট হওয়ার কারনে ওর উপরের ও যে খুব কষ্টের দিন বয়ে গেছে সেটা রেহানা জানে। আজ ও সে বেদনা ভুলতে পারেনি, যদি ও ডাক্তার বলেছে যে সময়ের সাথেই ওটা মুছে যাবে।

রেহানা জোরে পা চালালো। জোরে সাইকেলের প্যাডেলে পা চালিয়ে যেন সে ওর মনের ভিতর থেকে সব খারাপ চিন্তাকে দূর করে দিতে চায়। ইদানিং সে ব্যয়ামের পিছনে অনেক সময় ব্যয় করে, এটা ওর জন্যে এখন ঔষধের কাজ করে। বেশিরভাগ সময়েই সে ঘরের ভিতরে যে ব্যায়ামাগার আছে ওদের, সেটাতেই সময় কাটায়, তবে প্রতি শনিবার ওর বন্ধু মলির সাথে দেখা করে গল্প করার জন্যেই সে এই ব্যায়ামাগারে আসে। বাচ্চা নষ্ট হওয়ার পর থেকে এটাই ওদের নিয়ম হয়ে গিয়েছে। মলি ওকে ঘর থেকে বের হওয়ার জন্যে বলে আর তাছাড়া এই ব্যায়ামাগারে বেশ কিছু দেখার মত জিনিষ রয়েছে। মলি ঠিক বলেছে। এটা ওর জন্যে ঔষুধের মত কাজ করছে, যদিও রেহানা পুরোপুরি স্বাভাবিক এখন ও হতে পারেনি।

''তোর হয়ে গেছে? আমার শেষ''- একজন সুন্দরী মহিলা রেহানার দিকে এগিয়ে আসতে আসতে বললো।

প্রথমে রেহানা শূনতে পায় নি মলি কি বলেছে, কারন ওর মন জুড়ে ছিল ওর সমস্যা। জোরে জোরে শ্বাস নিতে নিতে জবাব দিল, ''ওহঃ, এই তো, আমি একটু অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিলাম''।

''ভাল, তুই জোরে জোরে বাইক চালাতে চালাতে প্রায় ঘণ্টা ধরে জানালার দিকে তাকিয়ে ছিলে, যেন তুই কোন এক পরীক্ষা দিয়ে যাচ্ছিস''

''দুঃখিত।'' রেহানা বাইক থেকে নেমে মলির হাত থেকে বাড়িয়ে দেওয়া টাওয়ালটা নিল। দুই বন্ধু ঝর্নার দিকে হাটা দিল।

কিছু সময় পরে, রেহানা থেমে গেল, টাওয়ালটা হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে কোন দিকে যেন তাকিয়ে থাকলো। ''এখন আবার কোন দিকে নজর গেল তোর?'' মলি ন্যাংটো হয়েই ঝর্না থেকে বের হয়ে বললো।

''কই, আমি কোন দিকে তাকালাম?'' রেহানা টাওয়ালটা নিজের গাঁয়ের সাথে জড়িয়ে ধরে বললো। সে মলিকে দেখতে লাগলো, কেমন নির্দ্বিধায় লজ্জা সরম ছাড়াই ন্যাংটো হয়ে ওর লকারের দিকে গেল। রেহানা মলির স্বাধীনতার প্রশংসা করলো মনে মনে। দেখে মনে হচ্ছে না ওর শরীরে কোন হাড় আছে। রেহানা দেখছিলো, একটা সেক্সি মেয়ে ওর লকার খুলে, কোমর ঝুকিয়ে ওর প্যানটি বের করতে লাগলো লকার থেকে। রেহানা ওর বন্ধুর লজ্জাস্থানের দিকে তাকিয়ে দেখতে লাগলো, যেটা মলির উপর হওয়ার কারনে ওর গুদ পিছনের দিকে ঠেলে বেরিয়ে আসছিল রেহানার চোখের সামনে। রেহানার শরীরের যেন একটা কারেন্টের শক এর মত বোধ হলো যখন সে মলির দুই উরুর ফাঁক দিয়ে কামানো গুদের বাইরে বেরিয়ে আসা লক্ষ্য করলো। মনে হচ্ছে মলি ওইদিনই সেভ করেছিলো, ওর মসৃণ গুদের ঠোঁট আর ফাঁক দিয়ে মোটা গোলাপি আভার ভিতরের ঠোঁটের বেরিয়ে আসা সেটাই প্রমান করে। সে জানে যে মলি অল্প বয়সে খুব চঞ্চল বন্য স্বভাবের মেয়ে ছিল। এবং এখনও যেভাবে মলি কথা বলে তাতে এটা নিশ্চিত যে মলি আর ওর স্বামী দুজনেই সঙ্গমের খুবই সক্রিয়।

''কি হচ্ছে টা কি?'' প্যানটি হাতে নিয়ে মলি রেহানার দিকে ঘুরে বললো। সে এখন ও রেহানার জন্যে চিন্তিত। মনে হচ্ছে মলি যা বলেছে বা করেছে রেহানার জন্যে সবই বৃথা। সে রেহানাকে অনেক পরামর্শ দিয়েছে, কিভাবে এসবের ভিতর থেকে বেরিয়ে আসা যায় সে ব্যপারে। মলি টুলে বসে ওর এক পা তুললো প্যানটি পড়ার জন্যে। ওর শরীরে ও একটা শিহরন বয়ে গেল যখন সে বুঝতে পারলো যে রেহানা ওর গুদের দিকেই তাকিয়ে আছে।

রেহানা ও লজ্জায় লাল হয়ে গেল, যখন মলি ওকে ধরে ফেললো ওর গুদের দিকে তাকানো অবস্থাতে। মনে হলো যেন মলি একটু সময় নিয়ে ওর পা কে উপরের দিকেই উঠিয়ে ধরে রাখলো যেন রেহানা আর ও কিছুটা সময় পায় মলির গুদ দেখার।

রেহানা শেষ পর্যন্ত অন্য দিকে তাকালো আর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললো, **"**আমি জানি না, মলি, ঘরে কিছু একটার অভাব বোধ করছি... ঘরে... নিজের স্থানে।**"**

"যা ঘটেছে এর পরে এটা স্বাভাবিক।"

"আমি জানি না, মনে হয় এটা বাচ্চাটা হারানোর থেকে ও কিছু বেশি।"

মলি প্রশ্নবোধক দৃষ্টি হেনে বললো, "তুই আর কবির সেক্স করে আনন্দ পাচ্ছিস না! তাই তো?"

"না। কিন্তু সেটা নতুন নয়।"

"কবির তোকে সুখ দিতে পারছে না?"

"সত্যি কি জানিস, কবির ভাল, আমার সাথে ও কখনও খারাপ কোন আচরণ করে না, কিন্তু আর ও কি যেন থাকা দরকার।"

মলি মজা করলো, "মনে হয় তোর একটা পরকীয়া প্রেম করা উচিত!"- বলেই দেখলো রেহানা লজ্জায় লাল হয়ে গেল। হঠাৎ মলির চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো আর সে বললো, "ওয়াও, তুই ও মনে মনে এটাই চিন্তা করছিলি?"

রেহানার মুখ আরও বেশি লাল হয়ে গেল, "না, আমি চিন্তা করছিলাম না, আর আমি কখনও কবিরকে ধোঁকা দিব না।"

মলি বেশ উত্তেজিত স্বরে বলতে লাগলো, "কিন্তু তুই মনে মনে এটা চিন্তা করেছিস! আরে আমাকে বল, তুই মনে মনে কাকে নিয়ে এটা চিন্তা করেছিস বল আমাকে?"

"না, কাওকেই নিয়ে না। আমার শুধু মনে মনে উদ্ভট কল্পনা, এই বিভিন্ন ছেলেদেরকে নিয়ে, তুই তো জানিস।" রেহানা কখনওই মলি কে বলবে না যে ওটা অন্য ছেলেদেরকে নিয়ে নয়, শুধু মাত্র একজন বিশেষ মানুষকে নিয়ে।

"আরে বোকা, এটা আমাদের সবারই আছে মনে মনে। যখন করতে যাবি তখনই সমস্যার শুরু। আসলে আমি ও..." মলি কিছু একটা বলতে গিয়েই থেমে গেল।

রেহানা ওর বন্ধুর দিকে তাকিয়ে দেখলো মলির মুখ ও লাল হয়ে গেছে। সে বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করলো, "এর মানে...তুই এটা করে ফেলেছিস!"

"না, আমি করি নি!"- মলি স্বীকার করতে চাইলো না।

"হ্যাঁ, তুই করেছিস, এবং তুই আমাকে বলিস নি? আমি ভেবেছিলাম আমি তো সবচেয়ে ভাল বন্ধু!" রেহানা বেশ রাগত স্বরে বললো।

মলির দীর্ঘশ্বাস ফেললো। সে অনেকদিন ধরেই এই কথা বলার জন্যে কাওকে খুজছিলো, "ঠিক আছে, আমি করেছি। কিন্তু তোকে প্রমিজ করতে হবে যে এই কথা তুই কাওকে কখনওই বলবি না"

রেহানা ওর বন্ধুর পাশে ঘনিষ্ঠ হয়ে বসে বললো, "না, অবশ্যই বলব না"। সে ওর টাওয়ালের কথা ভুলে গেলো, আর মলির পাশেই ন্যাংটো হয়ে পা এর সাথে পা মিলিয়ে উত্তেজিত গলায় বললো, "বলে ফেল, আমার কাছে বল।"

মলি দাঁত দিয়ে ওর ঠোঁট কামড়ে ধরে একটা বড় করে নিঃশ্বাস নিয়ে নিল, তারপর সে খুব নিচু স্বরে বলতে শুরু করলো, "প্রায় মাসখানেক আগে যখন আমি এই জিমে ব্যায়াম করা শুরু করলাম, তখন এখানে একজন নতুন পার্সোনাল ট্রেইনার ও যোগ দেয়। আমি জানি না তুই ওকে দেখেছিস কি না! আমার মনে হয় তখন তুই আর কবির দেশের বাইরে গিয়েছিলে"- মলি বলা শুরু করার পরই ওর শরীরের একটা রোমাঞ্চের অনুভুতি ছড়িয়ে যেতে লাগলো। মলি একটু থামলো আর ওই দিনটির কথা ওর চোখের সামনে ভেসে উঠলো।

রেহানা তাড়া দিল, **"উহঃ থামলি কেন? বল বল।"**

মলি নিজের শরীর ও গরম হয়ে উঠতে লাগলো সেদিনের কথা মনে করে, **"ও আমার কাছে এসে বললো যে আমি নাকি পেটের ব্যায়ামটা ভুল ভাবে করছি। ওহঃ আল্লাহ, ও যে কি সুদর্শন ছিল। ওর নাম ছিল রেজ্জি।"**

"এক মিনিট!" রেহানা বেশ জোরের সাথে বলে উঠলো, **"আমি বাইরে যাওয়ার আগে ও সে ছিলো। ও আল্লাহ, সে তো কালো, আফ্রিকান।"**

মলির চোখ মুখ লাল হয়ে উঠলো লজ্জায়, কিন্তু সাথে সাথে ওর শরীর দিয়ে যেন গরম দমকা বাতাস ও বের হতে লাগলো। রেহানার মুখ বিস্ময়ে হ্যাঁ হয়ে রইলো। সে মলির শরীরে যে উত্তেজনা বয়ে যাচ্ছিলো, সেটা বুঝতে পারলো, উত্তেজনার কারনে মলির উন্নত বক্ষজুগল (মাই জোড়া) যেন আরও ফুলে উঠলো, ওর দুধের বোটা দুটি ফুলে শক্ত হয়ে গেল। আর জোরে জোরে শ্বাস নেয়ার কারনে ওর বুকের স্তনদুটি বারে বারে দ্রুত উঠানামা করছিলো, সেটা ও লক্ষ্য করলো।

মলি নিচু স্বরে বললো, **"আমি জানি সে কালো আফ্রিকান।"** একটু থেমে বললো, **"আমার মনে হয় এই কারনে আমি আরও বেশি ওর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছি, আর আমি ওটার জন্যে সুযোগ খুজছিলাম না, ওটা জাস্ট হয়ে গেল আর কি"।**

রেহানা বিস্ময়ের সাথে বললো, **"যেদিন আমি বাইরের থেকে ফিরলাম আর তোর সাথে দেখা হলো, সেদিন তোর ঘাড়ের কাছে যে বড় দাগটা দেখেছিলাম, সেটা ওই দিয়েছিলো, তাই না?"**

মলি রেহানার চোখের দিকে তাকিয়ে মাথা নেড়ে হ্যাঁ বললো।

রেহানা জানতে চাইলো, **"আর তুই এটা রাকিবের কাছ থেকে কিভাবে লুকালি?"**

মলি, **"আমি লুকাইনি, আর সমস্যার শুরু ওখান থেকেই।"**

ঠিক তখনই বেশ কিছু মহিলা লকার রুমে ঢুকলো। রেহানা নিচু স্বরে বললো, **"আমি পুরো ঘটনা জানতে চাই, আমার মাথা কাজ করছে না। চল কাপড় পরে জুস বারে যাই। আমি সব শূনতে চাই।"**

২০ মিনিট পরে দুজনে জুস বারের একটা নির্জন কর্নারে দুজনের টেবিল দখল করে বসলো।

ওয়েটার জুস দিয়ে যাবার পরেই রেহানা তাড়া লাগালো, ‘‘শুরু কর তাড়াতাড়ি, আমি আর অপেক্ষা করতে পারছি না।’’

মলি ও যেন একটা আরামের শ্বাস ফেলে বললো, ‘‘আমি ও মরে যাচ্ছিলাম কাওকে এই ঘটনাটা বলার জন্যে। ওইদিন আমরা ব্যায়ামের নিয়ম কানুন নিয়ে কিছুক্ষন কথা বলি, সে আমাকে কিছু টিপস দেয় ব্যায়ামের ব্যপারে। আমি দেখছিলাম ওর চোখ বারে বারে আমার ছোট শর্টস পড়া গুদের উপর পরছিলো। মানে ও বার বার আমার গুদ আর দুধের দিকে তাকাচ্ছিলো। আমি জানি না কেন ওর তাকানোতে আমার গুদে যেন কারেন্ট বয়ে যেতে লাগলো, আমি খুব উত্তেজিত হয়ে গিয়েছিলাম। আমি ও ওর শর্টসের দিকে তাকালাম, অহ; মাগো, ওর বাড়া তখন ও খাড়া হয় নি তখন ও, তারপর ও কি বিশালভাবে ওটা ফুলে আছে!’’

মলি একটু থামলো, আর সেদিনটাকে যেন গতকালের মত মনে হলো। রেহানা অধৈর্য হয়ে বললো, ‘‘তারপর কি হলো, সেটা বল?’’

‘‘আমি সেটাই বলছি, আসলে এক কথায় আরেক কথা টেনে আনে, আর কথায় কথায় আমি ওকে ড্রিংকের দাওয়াত দিয়ে ফেলি এবং সে গ্রহন করে। সত্যি করে বললে, আমি ওকে নিয়ে ঠিক এই টেবিলেই সেদিন বসেছিলাম। রেহানা আমার ওদিন কি হয়েছিলো, আমার মনে পড়ছে না, কিন্তু আমি যেন নিজেকে সামলাতে পারছিলাম না, এখানে বসে জুস খেতে খেতে আমি আমার পা দিয়ে ওর পা কে ঘষে ঘষে দিতে লাগলাম। ও একটু হাসলো আর তাতে আমার সাহস যেন আরও বেড়ে গেল । আমি আমার পা আরও এগিয়ে দিয়ে উপরের দিকে উঠিয়ে ওর উরুসন্ধির কাছে নিয়ে গেলাম। তারপর সে আমাকে অবাক করে দিয়ে ওর শরীর আমার দিকে আরও কিছুটা এগিয়ে দিল। ও আল্লাহ, রেহানা, আমি আমার পায়ের পাতায় ওর ঠাঠানো বাড়া অনুভব করলাম। সে তখন ওর হাত নিচে নিয়ে শর্টস এর ফাঁক দিয়ে ওর বাড়া বের করে ওর নগ্ন বাড়া আমার নগ্ন পায়ের পাতার সাথে লাগিয়ে দিল, ওহঃ মাগো, আমার গুদ দিয়ে তখনই জল বেরিয়ে গিয়েছিলো।’’

রেহানা নিজের শর্টসে ওর গুদের ভিজে ভাব অনুভব করলো আর জানতে চাইলো, ‘‘ও এই বারের মধ্যে ওর বাড়া বের করে ফেললো?’’ রেহানা যেন একটা চাপা আর্তনাদই করে ফেললো বন্ধুর মুখের কথা শুনে।।

‘‘হ্যাঁ, আর ওর বাড়া ছিল লম্বা, মোটা আর খুব শক্ত। এর পরের যে কথাটা আমার মনে আছে, সেটা হলো ও আর আমি আমার গাড়ি করে রওনা দিলাম, আর সারা পথে ও আমাকে আদর করে করে, চুমু দিতে দিতে পাগল করে ফেলেছিল। লোকটা কি যে চুমু খেতে পারে!’’

একটা ছোট চাপা গোঙ্গানি বের হয়ে গেল রেহানার মুখ থেকে আর সে নিজের দু পা কে দু পায়ের সাথে ঘষে নিলো। ওর মনের ছবিতে সে দেখতে পেল মলি ওর কালো প্রেমিকের সাথে চুমু খাচ্ছে আর ওর শরীর উত্তেজনায় গরম হয়ে ওর গুদ দিয়ে রস গড়িয়ে পড়ছে। রেহানা ও চুমু খাওয়া খুব পছন্দ করে, যদি ও কবির কখনই খুব বেশি চুমু খায় না। সে ভাবল, কবির যদি সেটা জানত যে ওকে গরম করার সেটাই সবচেয়ে দ্রুত উপায়! তখনই ওর মনে পরলো, যে গত বছর নতুন বছর শুরুর পার্টিতে থমাস ওকে হঠাৎ এক কোনায় পেয়ে গিয়েছিলো। ওরা দুজনেই অনেক ড্রিংক করা ছিলো, তখন থমাস ওকে অনেকগুলি চুমু খেয়েছিলো, যার ফলে ওর হাঁটু দুর্বল হয়ে গিয়েছিলো, যখন থমাসের জিভ ওর মুখের ভিতর ঢুকলো, ওহঃ কি যে অনুভুতি...তখন রেহানা প্রায় এক সপ্তাহ ওই চুমুর স্বাদ ভুলতে পারেনি।

রেহানা আবার তাড়া দিল, ‘‘আরে থামলি কেন, বলে যা।’’

‘‘আমরা তখন বাসার গাড়ীর পারকিং এ এসে পৌঁছলাম, কাজেই বেশি কিছু করার সুযোগ ছিল না। যখন সে হঠাৎ আমার মাথার পিছনে হাত রেখে আমার মাথাকে ওর কোলের দিকে ঠেলে দিলো, আমি বেশ আশ্চর্য হলাম। আমি এক মুহূর্ত বাঁধা দিয়েছিলাম যতক্ষণ আমার চোখ ওর উঁচু হয়ে উঠা প্যান্টের উপর না উঠলো। তুই তো জানিস আমি বাড়া চুষতে কত ভালবাসি।’’

রেহানা মলির স্বীকারুক্তি শুনে হেসে মজা করলো, ‘‘হ্যাঁ, তা তো জানি, তুই কত বড় বাড়া চোষানী মাগী!’’

“আমি দেখলাম ওর বাঁড়ার মাথা যেখানে শর্টসের সাথে লেগে উঁচু হয়ে আছে, সেখানে মদন রস বেরিয়ে কিছুটা ভিজে আছে। রেহানা, আমি নিজেকে হারিয়ে ফেললাম। কোন কিছু চিন্তা না করেই আমার মাথা ওর কোলে ঝুঁকে পরলো এবং আমি জিভ দিয়ে ওর ভিজে যাওয়া কাপড়ে জিভ দিয়ে চেটে দিলাম। ওহঃ ওটা কি মিষ্টি ছিলো। আমি বিশ্বাস করতে পারছিলাম না, আমার হাত আপনা আপনি গিয়েই ওর সুঠাম থাইয়ের উপর পরলো। আমার হাত কাঁপছিল, যখন আমি শর্টস থেকে ওর বাড়া টেনে বের করে নিলাম।”

মলি একটু থেমে একটা বড় করে নিঃশ্বাস নিলো, তারপর বললো, “রেহানা, আমি গরম হয়ে যাচ্ছি।”

রেহানা স্বীকার করলো আর ওর পায়ের শর্টস টেনে গুদের কাছে একটু লুজ করে নিয়ে বললো, “তুই একা না।”

“রেহানা, তুই বিশ্বাস করবি না যদি আমি বলি ওর বাড়াটা কত বড়। বাঁড়ার মাথাটা তুলনামূলক বেশি বড়, আর ওর বাঁড়ার মাথা কাটা ছিল না। আমি এই রকম বাড়া কখনও দেখি নাই। অবশ্য যদি ও আমি কালো মানুষদের বাড়া আর কখনও দেখি নাই, একমাত্র মুভি ছাড়া।”-মলি একটু দুস্তমির হাসি দিয়ে বলতে লাগলো, “তুই তো জানিস, আমি যখন কোন কিছু পেতে ইচ্ছা করি, আমি এগিয়ে যাই আর নিজের করে নেই। আমি হাতের আঙ্গুল দিয়ে টেনে ওর বাঁড়ার মাথার চামড়াটা টেনে নিচের দিকে নামালাম, আমার মুখ খুললাম, আর ওর গোলাপি মাথাটা চুষতে শুরু করলাম। ওহঃ কি যে মিষ্টি লাগছিলো ওর বাঁড়ার মাথাটা চুষতে! আমি ওর দিকে না তাকিয়ে ও ওর গোঙ্গানি শূনতে পেলাম যখন আমি ওর বাড়ায় আমার জিভ আর ঠোঁটের জাদু শুরু করে দিলাম। আমি বাড়া চুষায় এতো ব্যস্ত ছিলাম যে কি হচ্ছে সেদিকে আমার কোন খেয়াল ছিল না যতক্ষণ না আমি ওর হাতের চাপ আমার মাথায় অনুভব করলাম। ওর হাত আমার মাথার চুলে ভিতর ঢুকে ওর আঙ্গুল দিয়ে আমার মাথাকে আর ও নিচের দিকে চাপ দিতে লাগলো। তারপর ওর বীর্যের ঢল বের হতে শুরু করলো আমার মুখের ভিতরে।”

“ওহঃ আল্লাহ!” রেহানা অস্ফুটে বলে উঠলো, মনে হচ্ছিলো যেন সে ওই মুহূর্তে ওই জায়গাতেই ওর গুদের রস ছেড়ে দিবে।

“আমি ভাবিনি যে ও এতো তাড়াতাড়ি মাল ফেলে দিবে। ওর মালগুলি এতো বেশি পরিমানে ছিল আর এতো ঘন ছিল যে আমার জন্য তখন দুটো উপায় ছিল, হয় গিলে ফেলা নয়ত বমি করে বের করে দেওয়া। আমি গিলতে শুরু করলাম, আর গিলতেছি তো গিলতেছি, ওহঃ আল্লাহ, ওই লোকটার বিচিতে কত মাল যে ছিল। আমার মনে হচ্ছিলো যে ওর মাল ফেলা বোধহয় থামবে না। কিন্তু তুই শুনলে আশ্চর্য হবি, ওর মাল গিলতে আমি খুব আনন্দ পাচ্ছিলাম, খুব সুখ পাচ্ছিলাম। আমি ওর বাড়া চিপে চিপে আর ও কিছুটা মাল বের করে নিয়ে চুষে খেয়ে নিলাম। ওগুলি খুব ঘন ক্রিমের মত ছিল”-বলতে বলতে মলির চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো।

রেহানা বিস্ময়ের সাথে জবাব দিল, “মলি, আমি তোকে বিশ্বাস করছি না একটু ও। আচ্ছা, বল আর কি হয়েছিলো?”

“ঠিক সেই সময়ে আমার কানে কয়েকটি গাড়ীর হর্ন শূনতে পেলাম আমার গাড়ীর পিছন দিক থেকে। আমি আমার মাথা উঠালাম, দেখলাম রেজ্ঞি আমার দিকে তাকিয়ে হাসছে। হঠাৎ আমি বুঝতে পারলাম, আমি কি করেছি। আমি ওকে চলে যেতে বললাম এবং অনেকটা ঠেলে ওকে গাড়ি থেকে বের করে দিলাম। আমি জানি ও বেশ সকড হয়েছিলো, কিন্তু আমি যা করে ফেলেছি, সেটার জন্যে এতো বেশি লজ্জা পাচ্ছিলাম, যে মনে মনে আমি মৃত্যু কামনা করছিলাম। যে কেও আমাকে দেখে ফেলতে পারত। আমি গাড়ি থেকে বের হয়ে ঘরে ঢুকে গেলাম। গাড়ি থেকে বের হওয়ার আগে আমি আমার গালে ও ওর এক ফোটা বীর্য দেখতে পেয়েছিলাম, আমি আঙ্গুল দিয়ে টেনে ওর ওই বীর্যটুকু ও টেনে এনে গিলে ফেলেছিলাম। আর আমার গুদ দিয়ে তখন আগুন বের হচ্ছিলো।”

রেহানা উত্তেজনার চোটে বলে ফেললো, ‘‘ওহঃ আল্লাহ, এটা তো বিস্ময়কর ঘটনা’’।

যুবক ওয়েটার বললো, ‘‘আর ও ড্রিংক দেবো কি, লেডিস?’’

রেহানা নিশ্চিত হতে চাইলো যে মলি ওর কাহিনী পুরো শেষ করেছে, তাই সে একটু আমতা আমতা করে বললো, ‘‘আর ও দুটি জুস দাও আমাদের।’’ ওর কাছে মনে হচ্ছিল যে কাহিনী আরও আছে।

যখন ওয়েটার জুস দিয়ে গেল, তখন মলি আবার চারপাশে নজর বুলিয়ে বলতে লাগলো, ‘‘আমার খুব অপরাধবোধ হচ্ছিলো। আমি আমার স্বামীর সাথে কখনও প্রতারনা করিনি, যদি ও বিল ক্লিনটনের ভাষায় বলতে গেলে, আমি কোন প্রতারনাই করিনি।’’- সে হেসে বললো।

‘‘তাহলে, এটাই কি শেষ ঘটনা ছিল? তুই আর কিছু করিস নি? তোর ঘাড়ের কাছের ওই দাগটা নিশ্চয় ওর বাড়া চুষতে গিয়ে হয় নি?’’-রেহানা যেন আসামীকে জেরা করছে এই ভঙ্গীতে বললো।

‘‘আমি ভেবেছিলাম, এটা শুধু এক বারেরই ঘটনা। যদিও কয়েকদিন পরে, ওর সাথে আমার আবার দেখা হল জিমে। আমি খুব বিব্রত ছিলাম, তবে সে খুব সহজ হয়ে ছিলো। ওকে খুব আকর্ষণীয় লাগছিলো। ওর সাথে কথা বলতে বলতে আবার আমরা জুস খেতে আসলাম। আর এবার আমাদের পর্ব শেষ হল ওর বাসায় ওর বিছানায়।’’-মলে যেন কোন এক রুপকথা সুনাচ্ছে এমন স্বাভাবিক ভঙ্গীতে কথাটা বলে ফেললো।

রেহানা প্রচণ্ড উত্তেজনার সাথে প্রায় চেঁচিয়ে উঠলো,‘‘ওহঃ খোদা!... তুই করে ফেলেছিস?’’

মলি বেশ নির্বিকার ভাবে বলতে লাগলো, ‘‘হ্যাঁ, হয়ে গেল। রেহানা, ও চুদতে চুদতে আমার মাথা খারাপ করে দিয়েছিলো। আমার মনে হচ্ছিলো না যে ওর বাড়া কখনও ঠাণ্ডা বা নরম হবে। আমি জানি ও ৩ বার মাল ফেলেছিলো, আর আমি ১০ বার জল খসানোর পরে গুনতে ও ভুলে গিয়েছিলাম। ওইদিন বিকালে যখন আমি বাড়ি ফিরলাম, আমার নড়াচড়া করার মত অবস্থা ছিলো না, ওর মাল আমার গুদ বেয়ে গড়িয়ে আমার রান বেয়ে বেয়ে চুইয়ে চুইয়ে পরছিলো। আমি ঘরে পৌঁছেই গোসল করতে ঢুকে গেলাম, কারন আমার স্বামীর ফিরার সময় হয়ে গিয়েছিলো। আমি ভেবেছিলাম সব ঠিক হয়ে গেছে, কিন্তু ঘাড়ের কাছের ওই দাগের কথা আমি ভুলে গিয়েছিলাম।’’

রেহানার চোখে মুখে ভয়ের ছবি ভেসে উঠলো, ‘‘তুই ধরা পরে গেলি?’’

‘‘ঠিক ওই সময়ে না। রাকিব দেখে ফেলেছিল, আর আমাদের খুব ঝগড়া হল। আমি ওকে বলেছিলাম যে আমি টেনিস বলের বাড়ি খেয়েছিলাম।’’-লি হেসে বললো।

রেহানা ও যোগ দিল সে হাসিতে, ‘‘আল্লাহ, ওটা হচ্ছে বইয়ের সবচেয়ে পুরনো মিথ্যে। আমার যখন ১৫ বছর বয়স, তখন আমি আমার মাকে ওটা বলেছিলাম।’’

‘‘আমি জানি, কিন্তু ওই মুহূর্তে আমার মাথায় আর কিছু আসছিলো না।’’

''তো, রাকিব ওটা বিশ্বাস করলো।''

''না করে নি, কিন্তু ওই মুহূর্তে আমার মনে হয়েছিলো যে সে ওটা বিশ্বাস করেছে। এক সপ্তাহ পরে একেবারে বোকার মত আমি রেজ্ঞিকে আমার বাসায় ডাকলাম''-মলি বলতে লাগলো।

রেহানা বলে উঠলো, ''মলি, তুই কি পাগল হয়ে গিয়েছিলি?''

মলি-''মনে হয় পাগলই হয়ে গিয়েছিলাম। নিজের স্বামীর বিছানায় পর পুরুষকে দিয়ে চোদা খাওয়ার মধ্যে যে নোংরামি আছে, সেটাই মনে হয় আমাকে বাধ্য করেছিলো ওকে ডাকার জন্যে। রাকিব আমাকে বলেছিলো যে ওর অফিসে একটা বড় কন্ট্রাক্ট নিয়ে অনেক কাজ আছে, ফিরতে রাত হবে। আমি ভেবেছিলাম যে আমি বুঝি নিরাপদ। রেজ্ঞি যখন দ্বিতীয়বার আমার গুদে মাল ফেলে ওর বাড়া বের করে নিচ্ছিলো, তখনই আমার বেডরুমের দরজা সঠাম করে খুলে গেলো, আর ঝড়ের গতিতে রাকিব রুমে ঢুকলো''

রেহানা ওর মুখ হাত দিয়ে চেপে ধরে বললো, ''ওহঃ আমার খোদা!''

''তুই জানিস, রাকিব বেশ বড় আকারের মানুষ কিন্তু রেজ্ঞি ও ছিল খুব শুঠাম দেহের শক্ত পোক্ত মানুষ। আমি ভেবেছিলাম, ওরা মারামারি শুরু করে দিবে। আমি হিস্টিরিয়া গ্রস্থের মত ককাচ্ছিলাম। ঠিক যখন আমি ভাবলাম ওরা মারামারি শুরু করবে, আমি প্রচণ্ড বিস্ময়ের সাথে দেখলাম, রাকিব ওকে কাপড় পরে বের হয়ে যেতে বললো আর রেজ্ঞি দ্রুত বের হয়ে গেল।''

রেহানা অবিশ্বাস্য ভাবে বললো, **"**রাকিব ওকে বের হয়ে যেতে দিল। কবির হলে অবশ্যই ওকে মেরে ফেলতো।**"**

"হ্যাঁ, রাকিব ওকে বের হয়ে যেতে দিলো। তারপর ও খাটের কিনারে এসে দাঁড়ালো, ওর হাত মুষ্টিবদ্ধ ছিলো, আর রাগে ওর চোখ মুখ লাল হয়ে ছিলো। আমি মাপ চাইতে শুরু করলাম, আর ভাবছিলাম, আমার সংসার জীবন বুঝি আজই শেষ। রাকিব কখন ও আমার গায়ে হাত তুলে নাই, কিন্তু আজ আমি ওর হাতে মার খাওয়ার জন্যে অপেক্ষা করছিলাম। এর পরিবর্তে ও আমার কাছে দাঁড়িয়ে জোরে জোরে শ্বাস নিতে নিতে ফুলতে লাগলো। আমি তখন ও ন্যাংটো অবস্থায় আধা শোয়া ছিলাম, আর রেজ্ঞির মাল আমার গুদ বেয়ে নদির মত গড়িয়ে বের হচ্ছিলো। হঠাৎ আমার চোখ গেল যে রাকিব সরাসরি আমার গুদের দিকে তাকিয়ে আছে। আর ও অবিশ্বাস্য যে প্যান্টের ভিতর ওর বাড়া ফুলে মোটা হয়ে প্যান্ট ফুঁড়ে বেরিয়ে আসতে চাইছে।**"**

রেহানা খাবি খেয়ে বললো, **"**আমি বিশ্বাস করি না।**"** এই রকম অদ্ভুত কাহিনী সে তার জীবনে শুনে নাই। ওর খুব বিরক্ত লাগছিলো যে মলি ওকে আজ পর্যন্ত এই ঘটনা কখনও বলে নাই।

''এটা সত্যি। যদিও আমি জানি তুই বিশ্বাস করবি না। যখন ওর উত্তেজনা আমার নজরে পরলো, আমার ভয় যেন কাটতে শুরু করলো। আমি বিছানর কিনারের দিকে এগিয়ে গেলাম। আমার হাত কাঁপছিল যখন আমি ওর প্যান্ট খুলে ওর বাড়া বের করতে লাগলাম। আমার আর কি করার ছিলো, কিছুই মনে আসছিল না। আমি তোকে বলি রেহানা, ওর বাড়াকে ফুলে এতো বড় আর এতো মোটা হতে আমি কখনও দেখি নাই। আমি ওর বাড়া চুষতে শুরু করলাম। কিন্তু ও আমাকে জোরে ধাক্কা দিয়ে বিছানায় চিত করে ফেলে দিলো। আমি ভাবলাম, এবার ও আমাকে মারতে শুরু করবে। কিন্তু না, ও হামাগুড়ি দিয়ে আমার গুদের কাছে আসলো, আমার পা ফাঁক করে ওর বাড়া এক ধাক্কায় আমার মাল ভর্তি গুদে পুরোটা ঢুকিয়ে দিলো। যদিও প্রথমবার ওর মাল বের হতে বেশি সময় লাগলো না।''

''প্রথমবার? তার মানে ও তোকে দুই বার চুদেছে?''-রেহানা যেন ওর উত্তেজনা প্রকাশ না করে আর থাকতে পারলো না।

''হুম, দ্বিতীয়বার, ও মনে হয় আমাকে পুরো ১ ঘণ্টা ধরে চুদেছে। যখন আমার ওই মাল ভর্তি গুদে ওর বাড়া ঢুকে যে রকম পচাত পচাত শব্দ হচ্ছিলো, তুই বিশ্বাস করবি না, ওই শব্দে ওর কাম ক্ষুধা আর ও বেঁড়ে যাচ্ছিলো যেন।''-মলি হাসতে হাসতে বললো, ''আমার পাছার পিছনে বিছানা পুরো ভিজে গিয়েছিলো মালের স্রোতে। শেষ পর্যন্ত রাকিব আহত সিংহের ন্যায় গুঙ্গিয়ে উঠে আমার গুদের ভিতরে আরেকবার বীর্যপাত করলো। ওই রাতে আমি রেজ্জির দুবারের মাল আর রাকিবের দু বারে মাল গুদে নিয়েই ঘুমালাম। যদি ও রেজ্জির মাল আমার গুদের ভিতরে আর খুব বেশি অবশিষ্ট ছিল না''-মলির চোখে মুখে যেন এক সুখ সপ্নের ছায়া দেখতে পেল রেহানা।

''আমি এই রকম অবিশ্বাস্য কাহিনী আমার জীবনে ও শুনি নাই। তারপর কি হল, সে নিশ্চয় তোকে ঘর থেকে বের করে দেয় নাই, আর তোরা দুজন এখনও এক সাথেই আছিস!''

''অবিশ্বাস্য ভাবে পরদিন সকালে আমার ঘুম ভাঙল, যখন রাকিব আমার গুদে আঙ্গুল ঢুকিয়ে খেঁচে দিচ্ছিলো, আর ঠিক আগের রাতের মতই আমার দুজন আবার ও চোদাচুদি করলাম। আর ও অদ্ভুদ বিষয় হলো যে, যা ঘটেছিল সেটা নিয়ে আমরা দুজনেই কোন কথা আজ পর্যন্ত বলি নাই। একটা শব্দ ও না।''

''সত্যি?''

''হ্যাঁ। আমরা নিরবে সকালে নাস্তার টেবিলে বসে এক সাথে নাস্তা করলাম। রাকিবের চোখে মুখে এক ধরনের নিরবতা ছিলো। আমি তোকে ঠিক বোঝাতে পারবো না, কি হচ্ছিলো আমাদের ভিতরে। যদি ও সে অফিসে বের হবার সময় আমাকে কাছে টেনে খুব আদর করে চুমু খেয়েছিলো, যা সে কখনওই করে না''

''তাহলে তোরা দুজন এখন ও আলোচনা করিস নাই ওটা নিয়ে?''

''না! যেন ওটা কখন ও ঘটেই নি, একটি মাত্র ব্যতিক্রম ছাড়া''-মলি একটু দ্বিধা নিয়ে চারিদিকে ওকে কেও লক্ষ্য করছে কি না দেখে বললো, ''আমি এখনও প্রতি সপ্তাহে একবার রেজ্জির সাথে দেখা করি''

''ওহঃ আমার খোদা, মলি, তুই তো সত্যি পাগল হয়ে গেছিস!''

''হয়ত।''

''কিন্ত রাকিব কি জানে যে তুই দেখা করিস।'' রেহানা মাথা ঝাকাতে ঝাঁকাতে বললো।

''হ্যাঁ, সে জানে। সত্যি বলতে, ওটা আমি নিশ্চিত করি যে রাকিব যেন জানে যে আজ আমি রেজ্জির সাথে দেখা করবো। কারন পরবর্তীতে যখন আমি ঘরে ফিরি, ও আমাকে এমন কঠিন চোদন দেয় যে আমি ক্লান্ত হয়ে যাই ওর চোদা খেতে খেতে। রেজ্জির সাথে চোদার পরে আমি পরিষ্কার হই না একটু ও। আমি গুদ ভর্তি ওর মাল নিয়ে, আমার গুদের মুখে দিয়ে ওর মাল আমার পা বেয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে পড়ছে, এমন অবস্থায় বাসায় চলে আসি, তারপর রাকিব আমাকে চোদে।'' মলি চোখ বন্ধ করে যেন খুব সুখের এক দুনিয়ায় আছে, সেভাবে বলতেছিলো।

''মলি, তুই যদি আমার বন্ধু না হতি, তাহলে আমি চোখ বন্ধ করে বলে দিতাম, তুই মিথ্যে বলছিস!''

''যা কিছু তোকে বলেছি, সব খাটি সত্যি। আমি দুঃখিত তোকে আগে না বলার কারনে, কারন আমি বুঝতে পারছিলাম না, যে তুই কিভাবে তোর প্রতিক্রিয়া দেখাবি। আমি জানি তুই একটু নীতিবান টাইপের মেয়ে। তোর মনে হচ্ছে না, আমি খুব খারাপ?''

''আমার উচিত তোর পাছায় থাপ্পড় মারা, কারন তুই তোর সবচেয়ে কাছে বন্ধুকে বলিস নাই। কিন্তু না, আমি তোকে খারাপ মনে করি না। যদি মনে করতাম, আমি নিজেকে নিয়ে ও ওই রকম খারাপ ভাবতাম, বিশেষ করে একজন বিশেষ বন্ধুকে নিয়ে। তাছাড়া তোর গল্প আমার প্যানটি নষ্ট করে দিয়েছে।'' রেহানার গাল লাল হয়ে উঠলো লজ্জায় আর সে যেন একটু নড়ে চড়ে বসলো, ওর গুদকে একটু চাপ ছাড়ানোর জন্যে।

''ধন্যবাদ রেহানা, তুই সত্যি খুব ভাল বন্ধু। এখন বল, তুই কাকে নিয়ে ওইরকম কল্পনা করেছিস? লজ্জা পাস না, বলে ফেল।''

রেহানা একটু দ্বিধান্নিত হলো, ভাবছিল, ওর গোপন কথা বলে দেয়া ঠিক হবে কি না। যদিও ও মলি যা করেছে, তাতে সে নিজের কাছে আর এটা লুকিয়ে রেখা উচিত হবে না। সে বড় করে একটা শ্বাস নিয়ে বললো, ''থমাস''।

মলির নিজের ও নিঃশ্বাস যেন বন্ধ হয়ে গেল, কারন সে জানে, থমাস হল কবিরের সবচেয়ে কাছের বন্ধু আর ওর নিজের প্রেমিকের মত সে ও কালো আফ্রিকান।

তৃতীয় পরিচ্ছেদঃ

অবশেষে বৃষ্টি যখন থামলো তখন কবির এবং থমাসের জন্যে আর মাত্র এক রাউন্ড খেলা বাকি রইলো, দুজনের মাঝে খুব প্রতিযোগিতার কারনে খেলা শেষ হল সমান সমানে। কাবির স্বইচ্ছায় গিয়ে বিয়ার কিনে আনল দুজনের জন্যে। দু বন্ধু খেলা শেষ হওয়ার পর ও বেশ কিছুক্ষন এদিক সেদিক নিয়ে কথা বলছিলো, আর ঘরে ফিরার সময় ও হয়ে এলো, তাই থমাস গিয়ে আরেক বোতল বিয়ার নিয়ে আসলো, পথে যেতে যেতে খাওয়ার জন্যে। যদিও এতক্ষন বসে বসে দু বন্ধু কথার ফাঁকে ফাঁকে অনেক বিয়ারই খেয়ে ফেলেছে, তারপর ও শেষ বিয়ারটা খেয়ে কবির পরবর্তী আলাপ-চারিতার জন্যে সাহস সঞ্চয় করে নিলো, যা ওর জন্যে খুবই দরকার ছিলো।

কবির বেশ স্বাভাবিক ভাবেই জিজ্ঞেস করলো, **''**সে সময় যেটা তুমি বলেছিলে সে ব্যপারে কি সিরিয়াস?''

থমাস জানতে চাইলো, ''সিরিয়াস কি নিয়ে?''

''বৃষ্টি থামার জন্যে অপেক্ষা করতে করতে তুমি যেটা বলেছিলে''। কবির যখন বুঝতে পারলো থমাস ওর কথা বুঝতে পারছে না তখন সে যোগ করলো, ''ওই যে রেহানার একটু স্খলনের ব্যপারে''। এখন কবির বেশ নার্ভাস বোধ করছিলো, কিন্তু থমাস যেন টের না পায়, তাই সে যথাসম্ভব নিজকে স্বাভাবিক রাখতে চেষ্টা করছিলো। কবির নিজের বুকের ধুকপুকানি টের পাচ্ছিলো।

একটা ভীষণ অবাক হওয়ার মত হল থমাসের চেহারা। হঠাৎ, তার মনে হল কবির বোধহয় ওর কমেন্ট খারাপ ভাবে নিয়েছে, তাই সে তাড়াতাড়ি বললো, **''**দোস্ত শুন, আমি তোমার সাথে মজা করছিলাম। তুমি তো জানো আমি এসব ব্যপারে সব সময় মজা করি।**''**

''তাহলে তুমি মজা করছিলে?**''**

থমাস একটু দ্বিধা নিয়ে তারপর ও বললো, **“**হ্যাঁ, দোস্ত।**”**

“খুব খারাপ কারন আমি মনে করি রেহানার একটু আধটু স্খলন নিয়ে সময় কাটানো দরকার ছিলো**”** হঠাৎ কবিরের হাতের তালু ঘামতে শুরু করে দিল।

থমাস বেশ কিছুক্ষন চুপ করে থেকে বললো, **“**তুমি কি বলতে চাইছো বন্ধু, আমি তোমার স্ত্রীর সাথে প্রেম করি?**”** সে এমনভাবে কবিরের দিকে তাকালো যেন কবিরের ৩ টি মাথা।

‘‘আমি নিশ্চিত নই, আমি এটাকে প্রেম বলব কি না? হয়ত "কিছুটা মনোযোগ আকর্ষণ" শব্দটা এর জন্যে ঠিক হবে। শুন থমাস, আমি জানি রেহানা তোমাকে পছন্দ করে। আমি জানি সে তোমাকে কি নজরে দেখে। আর আমি বোকা নই, আমি জানি তুমি ও ওকে খুব পছন্দ কর।’’ কবির কথাগুলিকে কিছুক্ষন বাতাসে ভেসে থাকতে দিল।

‘‘ঠিক আছে, আমি ওকে বন্ধুর মত পছন্দ করি।’’ থমাস বেশ জোরের সাথে বলে উঠলো, ‘‘আরে ভাই, তুমি আর রেহানাই তো আমার সবচেয়ে ভাল বন্ধু।’’

‘‘সেটা সত্যি, কিন্তু আমি জানি তুমি ওকে এর চেয়ে ও কিছুটা বেশি পছন্দ কর। মনে আছে, যখন সে প্রথমবার বিকিনি কিনে এনেছিলো, আর সেটা পরে আমাদের দেখানোর জন্যে আমাদের সুইমিং পুলের সামনে মডেল হয়েছিলো? আমি তখন তোমার চোখ দেখেছিলাম। তোমার চোখ এতো বড় হয়ে গিয়েছিল যে মনে হচ্ছিলো ওগুলি তোমার মাথার ভিতর থেকে বেরিয়ে আসবে।’’

‘‘সেটা সত্যি, রেহানা একটু অসাধারন সুন্দরী মহিলা। আমি যদি মারা যেতাম তাহলে হয়ত প্রতিক্রিয়া না দেখানো সম্ভব ছিলো। কোন লোক এ রকম করবে না, বলো?’’

‘‘ভাল, আমি তোমাকে সুযোগ দিচ্ছি শুধু দেখার চেয়ে আর ও বেশি কিছু করার জন্যে’’ কবির বলে থামলো, ওর কথা যেন বাতাসে গুঞ্জরিত হতে লাগলো। কবির সিদ্ধান্ত নিয়ে নিল, এবার যদি সে না করে, তাহলে আমি এমন ভাব করবো যেন আমি মজা করছিলাম ওর সাথে। কবির ওত ঠোঁট কামড়ে ধরে ওর বন্ধুর প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করতে লাগলো।

‘‘আচ্ছা, তুমি বলতে চাইছ, আমি তোমার বৌয়ের সাথে প্রেম করি আর তাতে তুমি কিছু মনে করবে না। আমি কি ঠিক বুঝেছি?’’

কবির একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো, কারন বিড়াল এখন থলির বাইরে, ‘‘ঠিক বুঝেছো, আমি সেটাই বলতে চাইছি।’’

‘‘তুমি কি পাগল দোস্ত?’’

‘‘না, হয়ত কিছুটা। শুন থমাস, তুমি জান রেহানা গত এক বছর ধরে খুব খারাপ একটা সময় পার করছে এবং আমি সব সময় ওকে নিয়ে চিন্তায় থাকি। ওর আর ও কিছু একটা দরকার। আমি সত্যিই বিশ্বাস করি না ও আমার সাথে কখনও প্রতারনা করবে বলে, কিন্তু যদি সে করে, তুমি হলে আমার প্রথম পছন্দ।’’ কবিরে মুখে হালকা একটা হাসির রেখা বেরিয়ে আসলো।

‘‘এটা একেবারে পাগলামি।’’

''পুরোপুরি না। মনে আছে গত বছর নতুন বছরের অনুষ্ঠানে তোমরা দুজন চুমু খেয়েছিলে।''

থমাস একটা অপরাধ বোধের হাসি দিয়ে বললো, ''হ্যাঁ মনে আছে। আর আমিই তোমাকে সে কথা বলেছিলাম।''

''হ্যাঁ, আমি তোমাকে কখন ও বলি নাই ওই রাতে রেহানা কি রকম পাগল হয়ে গিয়েছিলো। আমি জানতাম কিছু একটা ওর ভিতরের যৌনতাকে জাগিয়ে দিয়েছিলো, সেটা শুধু মাত্র ওই রাতে নাচ-গান বা মদ খাওয়ার জন্যে না। আমি একটু ভয় পেয়েছিলাম আমাদের প্রতিবেশী একটা সুন্দর বালক আছে, ওর সাথে কিছু একটা ঘটলো কি না। যদি ও যতক্ষণ তুমি আমাকে না জানিয়েছো যে তুমি ওকে চুমু খেয়েছো, আমি বেশ চিন্তায় ছিলাম। সত্যি বলতে, সেটা তুমি ছিলে জানতে পেরে আমি খুব হালকা বোধ করেছিলাম। ও এতো উত্তেজিত ছিল সেই রাতে। সেদিন রাতে সে আমাকে বহুবার বঞ্চিত করা একটা অসাধারণ বাড়া চোষানী দিয়েছিলো।''

থমাস একটা ক্রূর হাসি দিয়ে বললো, ''আমি খুবই খুশি তোমাদের কাজে লাগতে পেরে।''

''আমি জানি এটা শূনতে পাগলামির মত মনে হবে, কিন্তু আমি খুবই মরিয়া হয়ে গেছি। আমি ডাক্তারের সাথে অনেকবার কথা বলেছি, তিনি নিজেও রেহানার মনের অবস্থা সম্পর্কে ভাল বোধ করছেন না। উনি রেহানাকে কিছু হতাশা প্রতিরোধক ঔষুধ দিতে চান, কিন্তু রেহানা ওগুলি খাবে না। আমি ওকে চাই একদম পাগল করা সেক্সি মেয়ে হিসাবে, কিন্তু বার বারই সে তার পুরনো গর্তের ভিতরেই ঢুকে যায়। আমার মনে হয়, তুমি একটা মাত্র চুমু খেয়েই ওকে এতো গরম করে দিয়েছিলে, তাহলে তোমরা দুজন আরও কিছুটা কাছাকাছি এলে, আমি জানি না কি হবে, বা তোমরা কতটুকু এগিয়ে যাবা।''

হঠাৎ থমাস বুঝতে পারলো কবির এখন বেশ সিরিয়াস এবং আন্তরিক তাই সে জানতে চাইলো, ''তুমি সত্যিই আন্তরিক তো?''

''এতটা আন্তরিক বা সিরিয়াস আর কখনও হই নি''- কবিরে মুখ থেকে জবাব এলো।

থমাস কিছুটা চুপ করে থেকে কি জবাব দিবে ভাবতে লাগলো, **''ঠিক আছে, যদি আমি রাজি হই, আবার ও বলছি, যদি, তাহলে আমরা কতদুর যেতে পারবো?''** থমাস ভবিষ্যতের একটা বাতিঘর যেন এখনই দেখতে পাচ্ছে।

''আমি জানি না। মনে হয়, সে তোমাকে যতদুর যেতে অনুমতি দেয়।''

''তুমি সত্যি নিশ্চিত তো এই ব্যপারে, কারন কোন একটা ঘটনা আমাদের বন্ধুত্ত শেষ করে দিতে পারে।''

''আমরা সেটা হতে দিবো না। আমার শুধু একটাই চাওয়া যে তুমি আমাকে সব কিছু খুলে বলবা।''

''আমি জানি না বন্ধু, আমার কাছে মনে হবে আমি রেহানাকে ধোঁকা দিচ্ছি'' সে খুব চিন্তিত মুখে বললো, ''আমি তো রেহানাকে ও খুব পছন্দ করি, তাই না?''

''আমি বুঝতে পারছি আর আমি তোমার অনুভুতির প্রশংসা ও করি। তুমি এটাকে রেহানার জন্যে একটা ঔষুধের মত মনে করো। মনে করো তুমি ওকে সাহায্য করছো ওকে আবার আগের অবস্থায় ফিরে যেতে''- কবির বেশ নিচু স্বরে জবাব দিলো।

''আর এসব থেকে তুমি কি পাবে?''

''আশা করছি, আমি যে মেয়েটিকে বিয়ে করেছি, তাকে পুনরায় ফেরত পাবো, আর যদি আমার ভাগ্য ভাল হয়, সে যৌনতার দিক দিয়ে আরও বেশি নিজেকে খুলে ধরবে, আর এমন কিছু করবে, যা আমি সব সময় তার কাছে থেকে আশা করতাম।''

কবির একটু থেমে ওর ভাবনাগুলিকে একটু মিলিয়ে নিলো, ‘‘দেখ থমাস, তুমি জানো, আমি রেহানাকে পৃথিবীর সবকিছুর চেয়ে ও বেশি ভালবাসি, আর আমি কখনওই ও আঘাত পায় এমন কিছু করবো না। যদি এসবে ওর কোন সমস্যা হবে বলে আমার মনে হতো, তাহলে আমি কখনওই এসব করতাম না।’’ কবির আবার ও একটু থেমে আবার বলতে লাগলো, ‘‘যেভাবে আমি দেখছি ব্যাপারটাকে, তাতে মনে হয়, আমাদের সবার খুব মজার সময় কাটবে, আর খারাপ কিছু হলে, হবে রেহানা তোমাকে আকস্মিক বাঁধা দিবে, আর তুমি তোমার লেজ তোমার পায়ের মাঝে গুজে তোমার ঘরে ফিরে যাবে।’’ কবির একটা দুষ্টমির হাসি দিল। সে জানে থমাস কখনও কোন চ্যালেঞ্জের দিকে পিঠ প্রদর্শন করে না।

‘‘সেটা হওয়ার কোনই সম্ভাবনা নেই।’’ থমাস বেশ আত্ন বিশ্বাসের সাথে বলে চুপ করলো। সে স্বীকার করলো যে কবিরের ইচ্ছা ওর ভিতরে ও একটা আবেদন তৈরি করেছে। এর মানে এই না যে, সে ওর সবচেয়ে ভাল বন্ধুর পিছনে ওর স্ত্রীর সাথে পরকীয়া শুরু করবে। যদি কবির রাজি থাকে তাহলে ওকে কে প্রশ্ন করবে। শেষে সে জবাব দিল, ‘‘তুমি আমাকে পূর্ণ স্বাধীনতা দিতে হবে এটা করতে হলে, সেটা বুঝতে পারছো’’

হঠাৎ কবির উত্তেজনায় ওর চেয়ার থেকে লাফিয়ে উঠবে এই রকম অবস্থা হল, যদিও সে নিজেকে নিয়ন্ত্রন করে শান্ত ধীর গলায় বললো, ‘‘আমি রাজি।’’

‘‘আমি আমার কর্মশক্তিকে আমার মস্তিষ্ক চালনা করতে দিবো, কিন্তু আমি একটা বোকা হবো যদি আমি এমন প্রস্তাবে না বলি।’’

‘‘তাহলে তুমি করছো?’’

‘‘আমার সমস্ত বিচার বিবেচনা বাদ দিলে, হ্যাঁ, আমি করবো।’’

কবির বেশ জোরে বলে উঠলো, ‘‘ঠিক আছে, ওকে।’’

দু দিন পরে সকালে কবির অফিসে যাওয়ার সময় রেহানাকে একটা বিদায়ী চুমু দিয়ে বললো, **“জানু, তোমার দিন ভালই কাটুক”।**

আরেকটা চুমু দিয়ে বললো, **“ওহঃ তোমাকে বলতে ভুলে গেছি, থমাস আজ রাতে আমাদের সাথে ডিনার করবে।”**

রেহানা বেশ অবাক হয়ে চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে বললো, **“আজ রাতে? তুমি আমাকে আগে বলনি কেন যে বাসায় মেহমান আসবে।”** সে অনেকদিন ধরে থমাসকে দেখে নি, বোধহয় মাসখানেক হবে।

“থমাস তো মেহমান নয়, সে পরিবারেরই একজন। দেখা হবে, আসি।”

রেহানা বেশ খানিকক্ষণ মূর্তির মত দাঁড়িয়ে রইলো, যতক্ষন কবির দরজা দিয়ে বের না হয়ে যায়। যদি ও সে রেগে যাবার মত ব্যবহার করেছে, আসলে ভিতরে ভিতরে সে থমাসের আসার খবরে খুবই খুশি। তাকে ফ্রিজ থেকে হাঁস বের করে রোস্ট করতে হবে, কিছু কেনাকাটা ও করতে হবে। ওর চুল নিয়ে কি করবে, সে করিডোর দিয়ে নিজের রুমের আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে দেখতে লাগলো, হঠাৎই সে খুব ঘাবড়ে গেল, আর সাথে সাথে উত্তেজিত ও হয়ে গেল। হয়ত সে এখনও পার্লারে একটা সাক্ষাতের সময় ঠিক করতে পারবে।

সন্ধ্যে ৭ টার দিকে যখন ঘরের কলিং বেল বাজলো, ততক্ষনে রেহানা সব কিছু ঠিক করে ফেলেছে। সে তার আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে শেষ বারের মত দেখে নিচ্ছিলো যখন ওরা পৌঁছে গেলো। ওর চুল আজই কাটা হয়েছে, আর একটু একটু বাকা ও করা হয়েছে। সে একটা টাইট কাপড়ের লো কাট ককটেল জামা পরেছিলো, যেটা ওর শরীরকে আরেকটি চামড়ার মত মুড়ে রেখেছিলো। একটা একটু টাইট কাপড় ছিল, কিন্তু এটা যেভাবে ওর শরীরের সম্পদকে ফুটিয়ে তুলেছিলো, সেটা দেখে ও খুব খুশি। একটা মুক্তার মালা ওর গলায় শোভা পাচ্ছিলো, আর একটু হালকা পারফিউম আর সে প্রস্তুত থমাসকে বরন করে নেয়ার জন্যে।

কবির থমাসকে নিয়ে ঘরে ঢুকতে গিয়ে একটা মৃদু হাসি দিল। ওকে খুব সাহসী লাগছিলো। ওর পোশাক ও ছিল খুবই মার্জিত। সাদা সার্ট ওর গাঁয়ের কালো রঙকে যেন আরও বেশি ফুটিয়ে তুলেছিলো।

কবির বেশ মজা করে বললো, "আরে কি আশ্চর্য, থমাস তোমাকে দেখে ভাল লাগছে।"

সে ও মজা ফেরত দিলো, "এই তো আমি তোমাদের বাসার কাছ দিয়েই যাচ্ছিলাম, ভাবলাম তোমাদেরকে একটু দেখে যাই।" দুজনেই বেশ ঘাবড়ে আছে, তাই মজা করে সেটা ঢাকার চেষ্টা করছে।

"তাহলে বলতেই হবে তোমার ভাগ্য বেশ ভাল, কারন আমার স্ত্রী তোমার প্রিয় একটা মজার রান্না করেছে।" কবির থমাসকে নিয়ে ড্রয়িং রুমের দিকে গেলো, আর বেশ কয়েকটা বিয়ার এনে ওর সামনে রাখলো।

দুজনে কথা বলছে এমন সময়ে রেহানা এসে প্রবেশ করলো। ওকে দেখে দুজনের কথা মাঝপথেই আটকে গেল। ওকে খুব সুন্দর আর মোহময়ী লাগছিলো, ও যেন আনন্দে ভাসছিলো। ওর ছোট করে ছাঁটা চুল আর একটা কালো পোশাক ওর ফর্সা শরীরকে যেন আরও বেশি করে ফুটিয়ে তুলেছিল, কবিরের মনে হচ্ছিলো, সে যেন রেহানাকে এভাবে কতবছর দেখেনি। ওর পরিকল্পনা কাজ শুরু করে দিয়েছে এখনই।

"হাই, থমাস" রেহানা এটা বলে হেঁটে ওর কাছে গিয়ে ওকে জড়িয়ে ধরলো, রেহানা ওকে বেশ কয়েকটা চুমু দিল ওর গালে।

"ওয়াও, ওয়াও, রেহানা, তুমি..." থমাস বললো, হঠাৎ যেন ওর জিভ আটকে গেল, যখন রেহানা ওকে জড়িয়ে ধরলো, আর সে রেহানার দিকে তাকিয়ে রইলো। ওর চোখ রেহানার মুখ থেকে ওর বুকের খাঁজে দুই দুধের ফাটলে এসে থেমে গেল। কাপড়ের উপর দিয়ে ওর বুক দুটি যেন বেরিয়ে আসতে চাইছে। ওর শরীর থেকে একটা হালকা সুগন্ধ বেরিয়ে থমাসকে যেন আটকে দিলো, এই পারফিউমটা থমাসই রেহানাকে গত ক্রিসমাসের সময় উপহার দিয়েছিলো।

থমাসের চোখের দিক রেহানার নজরে পড়লো এবং সে একটা বড় শ্বাস নিল, যা ওর উঁচু হয়ে থাকা বুককে যেন আরও উঁচুতে উঠিয়ে দিল। রেহানার মেরুদণ্ড বেয়ে যেন একটা শীতল স্রোত নিচের দিকে নেমে গেলো। হঠাৎই ওর মনের চোখে ভেসে উঠলো মলি আর ওর কালো প্রেমিকের কথা। সে অনুভব করলো ওর মুখ লাল হয়ে গেছে, কোনরকমে বললো, "ওহঃ ধন্যবাদ, থমাস"।

কবির রেহানাকে এক গ্লাস ওয়াইন ধরিয়ে দিল আর তিন জনে মিলে সোফায় বসে গল্প করতে লাগলো। রেহানা বসেছিল ঠিক থমাসের উল্টো পাশে, ওর দু পা কে ক্রস করে এক পায়ের উপর আরেক পা উঠিয়ে।

"তো, তুমি কোথায় ছিলে এতদিন? আমি ভেবেছিলাম তুমি আমাকে আর পছন্দ কর না।" রেহানা ওর স্বভাবসুলভ ভঙ্গিতে বললো।

''কাজে ব্যস্ত ছিলাম। যদিও, এখন আমি বুঝতে পারছি যে আমি এতদিন কি মিস করেছি। আমাকে আরও ঘন ঘন এসে সে ক্ষতি পুসিয়ে নিতে হবে।'' থমাস পাল্টা আক্রমণ চালালো রেহানার পায়ের দিকে তাকিয়ে। এইরকম কথাবার্তা ওদের মধ্যে নতুন নয়, কিন্তু কবিরের সাথে চুক্তি করার পর এই সব কথা যেন নতুন এক অর্থ বের করে নিচ্ছে।

থমাস কোন দিকে তাকিয়ে আছে বুঝতে পেরে রেহানার মুখ লজ্জায় লাল হয়ে গেল। ওর স্বাভাবিক অতি শালীনতা সত্তেও সে নিজের পা কে ক্রস থেকে মুক্ত করে দু পা দুদিকে রেখে বেশ কিছুটা ফাঁক করে দিলো|

কবিরের চোখ এই নড়াচড়া ধরে ফেললো| সে ওদেরকে একটু সময় দেয়ার জন্যে বলে উঠলো, ''আমি আরেক বোতল ওয়াইন বের করে বরফে ঢুকিয়ে আসছি, তোমরা গল্প করো''- বলে বের হয়ে গেলো|

থমাস ওর সোফার পাশের অংশে নিজের হাতের তালু দিয়ে বাড়ি মেরে বললো, ''তুমি অনেক দূরে বসে আছো, আমার পাশে এসে বস, রেহানা।''

রেহানা একবার রান্নাঘরের দরজার দিকে তাকালো, তারপর উঠে গেল এবং থমাসের পাশে এসে একই সোফায় বসলো। সাধারনত, এই ধরনের অবস্থা ওকে ঘাবড়ে দিতো না, কিন্ত আজ ওর মাথায় যা চলতেছে তার কারনে ও বেশ আতঙ্কিত হয়ে গেলো|

রেহানা জিজ্ঞেস করলো, **''তো, তোমার জীবনে নতুন কি চলছে? কোন নতুন গার্লফ্রেন্ড জোগাড় হলো কি?''**

থমাস জবাব দিল, ''না, সেই পুরনো পরিচিত মেয়েরাই।''

রেহানা পাল্টা বললো, ''আমি তো তোমাকে কোন পুরনো মেয়ের সাথে দেখেছি বলে মনে পরে না।'' রেহানা হেসে ওর হাত থমাসের থাইয়ের উপর রাখলো। আবার ও থমাসের থাইয়ের কাঠিন্য ও সুঠামোতা ওর শরীরে কারেন্টের একটা ঝটকা যেন দিলো|

থমাস নিজের হাত রেহানার কাঁধের উপর রেখে ওকে নিজের দিকে টান দিলো| সে বেশ গুরুত্তসহকারে জবাব দিলো, ''তুমি সব সময়ই আমার প্রিয় তরুণী ছিলে''| ওর চোখ আবার ও রেহানার বুকের উপর ওর ফুলে উঠা দুধের ফাটলের দিকে চলে গেলো|

থমাসের চোখ রেহানার বুকের দিকে আর রেহানার হাত থমাসের থাইয়ের উপর-এই দুই মিলিত আক্রমনে থমাসের বাড়া প্যান্টের ভিতরে ফুলতে শুরু করলো।

রেহানার চোখ চলে গেল ওর হাতের খুব কাছেই থমাসের বাড়া কাপড়ের উপর দিয়ে ফুলতে থাকা অবস্থার দিকে। সাথে সাথেই ওর হাতের আঙ্গুল যেন নিজে নিজেই একটু উপরে ফুলতে থাকা অংশের সাথে হালকা ভাবে ঘষা খেয়ে গেলো| রেহানার মাথা ঘুরতে লাগলো, ওর কাছে মনে হতে লাগলো যে পুরো রুমটা যেন ঘুরছে।

হালকা এই স্পর্শেই থমাসের বাড়া যেন একটা মোচড় দিয়ে আরও বেশি করে ফুলতে লাগলো। রেহানার গলা হঠাৎ করে শুকিয়ে গেল। ওর বুকের হৃদপিণ্ড জোরে দ্রুত বেগে স্পন্দিত হতে লাগলো আর ওর হাতের আঙ্গুলগুলি আরও কিছুটা এগিয়ে ঠিক থমাসের বাঁড়ার মাথার উপর যেন গিয়ে লাগলো। রেহানা অনুভব করলো ওর বাড়া যেন আরেকটা মোচড় মেরে উঠলো আর ওর আঙ্গুলের কাছে যেন একটু ভিজা ভিজা লাগলো। রেহানা নিচের দিকে তাকালো আর থমাসের কাপড়ের উপর বিশাল উঁচু হয়ে ফুলে যাওয়া বাড়া ওর নজরের এলো।

কবির রুমে ঢুকতে ঢুকতে বললো, “ঠিক আছে, ওয়াইন ঠাণ্ডা হচ্ছে।”

থমাস আর রেহানা যেন একটা ঘোর থেকে ব্রজাঘাত পেয়ে লাফ দিয়ে উঠলো। রেহানা ওর হাত টেনে নিল থমাসের থাইয়ের উপর থেকে আর উঠে সোজা দাঁড়িয়ে গেলো।

সে নিঃশ্বাস বন্ধ করে কোনরকমে বললো, “আমি...আমি টেবিলে খাবার লাগিয়ে দিচ্ছি।”-বলেই কোন দিকে না তাকিয়ে ওর স্বামীকে পাশ কাটিয়ে দ্রুত বেগে বেরিয়ে গেলো।

থমাস একটা বড় নিঃশ্বাস ফেলে বললো, ‘‘দোস্ত, তোমার আসার আর সময় হল না!’’

কবির উত্তেজিত হয়ে বললো, ‘‘সত্যি?’’। সে ভাবতেই পারেনি যে এতো তাড়াতাড়ি কিছু একটা ঘটবে। সে আসলে কিছুই দেখেনি, কারন ও যখন রুমে ঢুকছিল, তখন ওর সামনের দিকে সোফার পিছনের দিক ছিলো। ‘সরি দোস্ত, আমি এর প্রতিকারের ব্যবস্থা করবো খুব তাড়াতাড়ি।’’

ডিনার বেশ আন্তরিক ছিলো। রেহানা অনুভব করছিলো পুরোটা খাবার সময়েই থমাসের চোখ ওর বুকের উপরই থেমে ছিলো। যখনই রেহানা থমাসের দিকে তাকাচ্ছিলো, থমাস হাসছিলো আর রেহানার চোখ মুখ গরম হয়ে যাচ্ছিলো। তখনই সে কবিরের দিকে অপরাধবোধ নিয়ে তাকাচ্ছিলো, আর কবির সারাক্ষনই নিজের মুখ ওর প্লেটের খাবারের দিকে নিচু করে রেখেছিলো। খাবার যখন শেষ হলো, তখন রেহানা দাঁড়িয়ে বললো, ‘‘তোমরা দুজন ড্রয়িংরুমে গিয়ে বসে বেসবল খেলা দেখতে থাকো, আমি সব পরিষ্কার করে তারপর আসছি।’’ রেহানা খুব স্বস্তি পেলো এই ভেবে যে এখন সে এই রুম থেকে বের হতে পারবে আর নিজের চিন্তা ভাবনা গুলিকে একটু গুছিয়ে নিতে পারবে। যদিও থমাসের মনে ভিন্ন চিন্তা খেলা করছিলো।

‘‘আমি সাহায্য করবো’’, থমাস বললো, “বেসবল আমি যে কোন সময়ই দেখতে পারবো”।

“ভাল, আমাকে বোধহয় একাই খেলা দেখতে হবে’’, কবির হাই তুলতে তুলতে বললো, “আমার খুব ক্লান্ত ও লাগছে।” সে টেবিল থেকে উঠে ড্রয়িংরুমের দিকে চলে গেলো।

থমাস আর রেহানা সব বাসনপত্র রান্নাঘরের দিকে নিয়ে যেতে লাগলো। যখন পুরো টেবিল পরিষ্কার হয়ে গেলো, তখন ওরা দুজন পাশাপাশি দাঁড়ালো, রেহানা প্লেটগুলি ধুয়ে দিচ্ছিলো, আর থমাস সেগুলি সাজিয়ে ডিসওয়াশারে সাজিয়ে রাখছিলো। রেহানা সিঙ্ক এর সাথে বেশ শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলো, যদিও ওর বুকের মাঝের হৃদপিণ্ডটা খুব জোরে জোরে ধকধক করছিলো। পাশে দাঁড়িয়ে ও সে বুঝতে পারছিলো যে থমাসের চোখ ওর শরীরের উপরই আটকে আছে। সিঙ্কের পাশের জানালা দিয়ে সে ড্রয়িং রুমের বসা কবিরকে ও দেখতে পাচ্ছিলো।

থমাস ওর পাশে দাঁড়ানো সুন্দরী মহিলাটির দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে বলে উঠলো, “রেহানা, তোমাকে আজ অসম্ভব রকম সুন্দর লাগছে।” রেহানার গাঁয়ের উপর যদিও ও একটা এপ্রন পড়া ছিলো, কিন্তু সেটা ওর শরীরের সৌন্দর্য আটকে রাখতে পারছিলো না। থমাসের উচ্চতার কারনে পাশে দাঁড়িয়ে থেকে ও সে রেহানার জামার ভিতর দিয়ে বুকের কাছ হয়ে একদম নাভি

পর্যন্ত দেখতে পাচ্ছিলো। যখনই সে ঝুঁকছিলো, তখন থমাস যেন ওর স্তনের বোটার চারপাশের খয়েরী জায়গাটাও এক পলক দেখে ফেললো। থমাসে বাড়া ওর প্যান্টের ভিতর যেন একটু কেঁপে উঠলো।

"ধন্যবাদ", রেহানা জবাব দিলো। সে থমাসের দিকে তাকাতে পারছিলো না। ওর চোখ মুখ আবার ও লাল হয়ে উঠলো।

"তুমি আজ তোমার চুলের এই সাজ শুধু আমার জন্যেই করিয়েছো, তাই না?" থমাস উত্ত্যক্ত করতে চাইলো।

"উহ...না...ঠিক আছে...আমার একটা নতুন চুলের স্টাইল প্রয়োজন ছিলো।" সে ঘাবড়ে গিয়ে জবাব দিলো, তার হাত থেকে একটা প্লেট প্রায় পিছলে পরে যাচ্ছিলো।

"এটা তোমাকে মানিয়েছে।"-আর ও একটু কাছে এসে রেহানার পায়ের সাথে ওর পা লাগিয়ে জবাব দিলো, "তুমি জানো, আমি এই পারফিউম টা ও খুব পছন্দ করি।"

"করারই কথা, কারন তুমিই আমাকে এটা এনে দিয়েছিলে।" রেহানা জবাব দিল, আর থেমে গেলো। সে ভাবল, ওহঃ খোদা, আমি সব পরিষ্কার করে দিচ্ছি কেন। হঠাৎ ওর নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে গেল আর ও জানালা দিয়ে কবিরের দিকে তাকালো। থমাস ওর একটা হাত ওর পিছন দিকে ওর পাছার উপর রাখলো, "থমাস !" সে কাঁপতে কাঁপতে ফিসফিস করে বললো, "নিজেকে সামলাও", যদি সে কোনই চেষ্টা করলো না ওর হাত সরিয়ে দেয়ার জন্যে।

থমাস রেহানার পাতলা কাপড়ের উপর দিয়ে ও ওর উষ্ণ নরম শরীর অনুভব করছিলো। সে ওর পাছার মাংসগুলি একটু মুচড়িয়ে দিয়ে বললো, "আমি জানি তখন তোমার হাতের আঙ্গুল যে আমাকে স্পর্শ করেছিলো, সেটা কোন দুর্ঘটনা নয়।" থমাস কানে কানে বললো।

রেহানা লজ্জার লাল হয়ে কোন জবাব না দিয়ে প্লেট ধোয়ায় মন দিলো।

থমাস ওর নিরবতাকে সম্মতি মনে করে এগিয়ে গেলো আর ওর হাতকে ওর পুরো পাছার উপর বুলিয়ে বুলিয়ে দিতে দিতে ওর পাছার দাবনা দুটিকে টিপতে লাগলো। ধীরে ধীরে ওর টিপন আর পেষনের মাত্রা বাড়তে লাগলো। ওর বাড়া আবার ও প্যান্টের ভিতর মোচড় দিয়ে উঠতে লাগলো। ধীরে ধীরে ওর হাতের আঙ্গুল নিচের দিকে নামতে লাগলো যতক্ষণ না রেহানার জামার নিচের অংশটা যেটা ওর গুদের ঠিক বরাবর গিয়ে শেষ হয়েছে ওখানে পৌছায়। থমাস ওর নিঃশ্বাস বন্ধ করে ওর হাত নিয়ে গেল রেহানার থাই আর গুদের সংযোগস্থলে। সে বুঝতে পারলো রেহানা খুব শক্ত ও দাঁড়িয়ে আছে, কিন্তু সে ওকে থামানোর কোন চেষ্টাই করলো না। ও যখন ওর হাতে আঙ্গুলকে ওর গুদের কাছে আরও ইঞ্চিখানেক এগিয়ে দিল, রেহানা যেন দ্রুত বেগে একটা বড় করে নিঃশ্বাস নিয়ে বুকে আটকে দিলো। ওর হাত গুদ ও থাইয়ের সংযোগস্থলের খোলা নরম মাংসের উপর ঘুরতে লাগলো।

"থমাস!!", রেহানা যেন হিসিয়ে উঠলো, ওর হাত প্লেট ছেড়ে সিঙ্কের উপর ভর দিলো আর যেন ওর নিজের উপর কোন নিয়ন্ত্রনই নেই, এমন ভাবে ওর দুপা যেন দুদিকে ছড়িয়ে গিয়ে থমাসের হাতকে ভিতরে ঢুকার জন্যে জায়গা করে দিলো।

থমাস রেহানার পা ফাঁক করে দেয়া দেখে মুচকি হাসলো, এখন ওর হাত বিনা বাধায় ওর পাছার খাঁজে আর পিছন দিকে দিয়ে বের হয়ে যাওয়া গুদের ফুলো ঠোঁটের উপর ঘুরতে পারবে।

একটা চাপা কাতরানি যেন বের হয়ে গেল রেহানার মুখ দিয়ে, আর সে যেন ঘুমের ঘোর থেকে বলে উঠলো, ‘‘প্লিজ...’’ কিন্তু তার মধ্যে থমাস কোন কঠিন তিরস্কার বা মানা শূনতে পেলো না। তাই সে দ্রুতই তার হাতের আঙ্গুলকে ওর গুদ আর পাছা ঢেকে রাখা পাতলা প্যানটির উপর ঠিক ওর গুদের ফুলে যাওয়া অংশের উপর নিয়ে গেলো। এবার থমাসের মুখ দিয়েই একটা চাপা গোঙ্গানি বের হয়ে গেল কারন রেহানার গুদের চারপাশ ভিজে গিয়ে ওর পাতলা প্যানটির আবরন যেন গুদের উপর আরও বেশি করে লেপটে গিয়েছিলো। সে প্যানটির উপর দিয়েই গুদের ফুলে যাওয়া ঠোঁটদুটিকে দু আঙ্গুল দিয়ে চিপে ধরে আরও বেশি করে রস বের করতে লাগলো। গুদের ঠোঁট দুটি মনে হচ্ছিলো যেন এতো বড় যে সেগুলি প্যানটির কাপড় যে টুকু চওড়া ছিল তাতে সে দুটি আর ভিতরে থাকতে পারছে না, প্যানটির দু পাশ দিয়ে বেরিয়ে আসতে চাইছে। যখন সে ওর হাতের তর্জনী দিয়ে প্যানটিকে এক পাশে সরিয়ে ভিতরে ঢুকার জন্যে চেষ্টা করতে লাগলো, তখনই রেহানা হাত বাড়িয়ে থমাসের হাত চেপে ধরলো, যদিও তার শরীরে এতটুকু শক্তি ও যেন ছিল না যে সে থমাসের হাতকে সরিয়ে দেয়।

‘‘থমাস!! কবির ওখানে বসে আছে’’, রেহানা দাঁতে দাঁত চেপে কোনরকমে বললো আর সেই সাথে ওর শরীর দিয়ে যেন বিদ্যুৎ চমকের মত শিহরণ বয়ে যেতে লাগলো।

থমাস ও ফিসফিস করে বললো, ‘‘আমি জানি।’’ তারপর ওর হাত আবার রেহানার প্যানটির ভিতরে ঢুকার জন্যে এগিয়ে গেলো, আর ওর মধ্য আঙ্গুল গুদের ঠোঁটের ফাঁকে ঢুকিয়ে ডলে দিতে দিতে রেহানার শরীরে যেন কামের অগ্নিশিখা জলে উঠতে লাগলো, যার ফলে ওর সমস্ত শরীর কাঁপতে লাগলো।

‘‘ওহঃ খোদা, থমাস, প্লিজ, কি করছ তুমি!!’’-রেহানার নিঃশ্বাস যেন আটকে গেল, যখন থমাসের হাতের মাঝের বড় মোটা আঙ্গুলটা ওর গুদের ফুটো দিয়ে ভিতরে ঢুকা শুরু করলো। তখন রেহানা ওর পা কে উপরের দিকে উঠিয়ে ওর পায়ের আঙ্গুলে ভর দিয়ে নিজের শরীরকে সিঙ্কের উপর ঝুকিয়ে দিলো, আর থমাসের আঙ্গুল ধীরে ধীরে ওর ভেজা স্যাঁতস্যাঁতে গরম শিহরিত কম্পিত গুদের গভীর সুড়ঙ্গে সেঁধিয়ে যেতে থাকলো। ওর মুখে আপত্তি থাকা সত্তেও রেহানার কোমর বেকে গিয়ে থমাসের আঙ্গুলকে ভিতরের দিকে যাওয়ার রাস্তা করে দিলো, যাতে আরও গভীরে থমাসের আঙ্গুল ঢুকতে পারে। রেহানার শরীর কাম উত্তেজনায় কাঁপতে লাগলো, আর মুখ দিয়ে শুধু বের হচ্ছিলো, ‘‘ওহঃ খোদা, থমাস...আহঃ থমাস...ওহঃ...আহঃ...’’। রেহানা ওর চরম উত্তেজনার একদম কিনারে গিয়ে পৌঁছলো আর ওর হাঁটু যেন যে কোন মুহূর্তে ভেঙ্গে পরে যাবে এমন মনে হচ্ছিলো। অবশেষে, কোথা থেকে যেন রেহানা এক বিন্দু শক্তির জোগাড় পেল যেন সে থমাসের হাতকে টেনে বের করে দিতে পারে। যখন থমাসের আঙ্গুলের অগ্রভাগ ওর গুদের ফুটো থেকে বেরিয়ে গেলো, ওর শরীর যেন এক হতাশার সমুদ্রে ডুব দিলো। সে সিঙ্কের উপর ঝুঁকে থাকা অবস্থাতেই, নিজেকে অভিসম্পাত করতে লাগলো যে সে এটাকে এতদুর যেতে দিয়েছে, যদি ও ওর শরীর তখন ভিন্ন কথা বলছিলো। সে অনুভব করতে লাগলো, ওর গুদের রস প্যানটি ছেড়ে এখন ওর থাই দিয়ে গড়িয়ে নিচের দিকে নামছে।

থমাস ওর মুখে একটা হাসি নিয়ে রেহানার চোখের দিকে তাকিয়ে থাকলো, রেহানা ও যখন চোখ তুলে থমাসের দিকে তাকালো তখন থমাস ওর ভিজে যাওয়া আঙ্গুলটি রেহানাকে দেখিয়ে ওর নিজের মুখে ঢুকিয়ে চুষতে লাগলো।

‘‘ওহঃ খোদা!!’’ রেহানা হিশিয়ে উঠলো, যখন সে দেখল ওর গুদের রসে ভিজে যাওয়া আঙ্গুল থমাস কিভাবে চুষে খাচ্ছে।

রেহানার বড় চোখ দেখে থমাস হাসলো। ওর পরের পদক্ষেপটি ছিলো সে একটু সরে গিয়ে রেহানাকে দেখার সুযোগ করে দিল যে সে নিজে ও খুবই উত্তেজিত। সে সিঙ্কের দিকে পিছন ফিরে হেলান দিয়ে রেহানার চোখ কোন দিকে যায় সেটা দেখতে লাগলো। সে দেখল রেহানা চোখ বড় বড় করে ওর ফুলে উঠা প্যান্টের অংশের দিকে তাকিয়ে আছে।

হঠাৎ, ওর স্নায়ু দুর্বলতার কারনে ওর হাত থেকে কিছুটা পানি ছিটকে থমাসের প্যান্টের উপর পড়লো। কিছু না ভেবেই, সে

তাড়াতাড়ি একটা ডিস তোয়ালে নিয়ে থমাসের প্যান্টের ভিজে যাওয়া অংশের উপর চেপে ধরে পানি মুছার চেষ্টা করতে লাগলো। ওর হাত থমাসের শক্ত বাঁড়ার উপর পড়তেই ওর নিঃশ্বাস যেন আবারও বন্ধ হয়ে যেতে লাগলো। যখনই সে বুঝতে পারলো যে সে কি করছে, সে তার হাত এক টানে এমনভাবে নিজের কাছে নিয়ে এলো, যেন ওর হাত গরম চুলার কাছে লেগে গেছে। রেহানা লজ্জিত চোখে থমাসের মুখের দিকে তাকিয়ে দেখলো, যে সে রেহানার অপ্রস্তুত অবস্থা দেখে বেশ মজা পাচ্ছে।

সব ধোয়ার কাজ শেষ করে রেহানা আর থমাস ড্রয়িংরুমে কবিরের কাছে গেল। থমাস এক বোতল ওয়াইন আর কয়েকটি গ্লাস নিয়ে নিল সাথে করে। কবির ওর প্রিয় চেয়ারে বসে ছিল। সে সব বাতি নিভিয়ে দিয়ে শুধুমাত্র একটা ল্যাম্প জ্বালিয়ে রেখেছিলো। রেহানা ৩ সিটের একটা সোফায় গিয়ে বসলো, থমাস ও ওই সোফায় আরেক পাশে বসলো, তবে একটা নিরাপদ দুরত্ত বজায় রেখে। থমাস একটা বড় গ্লাসে ওয়াইন ঢেলে রেহানাকে দিলো, যেটা ধন্যবাদের সাথে রেহানা গ্রহন করলো আর একটা বড় করে চুমুক দিলো। ওরা কিছুক্ষন খেলা দেখতে লাগলো যতক্ষন না কবির ঘুমিয়ে পড়ার মত ভান করতে লাগলো। ওর মাথা চেয়ারের একপাশে ঢলে পড়লো, ওর চোখ বন্ধ আর নিঃশ্বাস ঘন হয়ে গেলো।

থমাস রেহানাকে আরেক গ্লাস ওয়াইন ঢেলে দিয়ে ওর হাত ধীরে ধীরে রেহানার কাঁধের উপর রাখলো।

রেহানা বেশ সচকিত হয়ে কবিরের দিকে তাকালো। কবিরের চোখ বন্ধ দেখে সে সস্তি পেলো। সে জানত যে কবির প্রায়ই ওর এই প্রিয় চেয়ারে বসেই ঘুমিয়ে পড়ে। ওয়াইন ওর শরীরে কাজ করা শুরু করে দিয়েছিলো আর ও নিজেকে বেশ হালকা আর রিলাক্স বোধ করলো।
থমাসের হাত রেহানার দিকে আরও কিছুটা এগিয়ে যেতেই রেহানা ওর দিকে ফিরে তাকালো, দুজনের চোখাচোখি চলতে লাগলো।

রেহানা বুঝতে পারলো ওর হার্ট আবার ধুকপুক করে গতি বাড়িয়ে দিয়েছে। ওর কাছে মনে হলো পুরো ঘরটা মনে হয় ঘুরছে, যখন থমাস তার ঠোঁট রেহানার ঠোঁটের দিকে এগিয়ে দিলো। একটা গোঙ্গানির মত শব্দ বের হল রেহানার ঠোঁট দিয়ে যখন ওদের ঠোঁট পরস্পরের সাথে মিশে গেলো। রেহানার দু ঠোঁট ফাঁক হয়ে থমাসের জিভকে যেন ভিতরে ঢুকার পথ করে দিলো। একই সাথে ওর নিঃশ্বাস আবার ও যেন বন্ধ হয়ে গেলো যখন সে বুঝতে পারলো থমাসের আরেকটা হাত ওর বুকের উপর এসে ওর একটা স্তনকে চেপে ধরেছে। রেহানা যেন থমাসের বাহুর ভিতর গলে যেতে লাগলো, আর ওর নিজের জিভ ও যেন থমাসের ঠোঁটকে চুষে নিয়ে ওর জিভকে স্বাগত জানাতে লাগলো। রেহানার শরীর সোফার উপর মোচড়াতে শুরু করতেই সে নিজের মুখ সরিয়ে নিলো আর অস্ফুটে বলতে লাগলো, ‘‘ওহঃ খোদা, থমাস... ওহঃ, কবির...’’।

থমাস রেহানার কথা অগ্রাহ্য করে ওর মুখ আবারও রেহানার মুখের ভিতর ঢুকিয়ে দিলো, আর ওর হাতকে রেহানার জামার উপরের অংশ দিয়ে ঢুকিয়ে দিয়ে ওর বুকের নরম মাংসপিণ্ডটাকে মুঠোয় ভরে নিলো। এবার থমাসের গুঙ্গানোর পালা, যখন সে রেহানার বুকের পেলব নরম দুধের ছোঁয়া নিজের হাতে মুঠোর ভিতর পেয়ে গেল। সে রেহানার দুধের বোটাকে নিজের হাতের মুঠোর ভিতর নিয়ে ওর দু আঙ্গুল দিয়ে বোটাটা ধরে ওটাকে মুচড়াতে শুরু করলো।

রেহানার গোঙ্গানি এবং চাপা শীৎকার কবির শূনতে পাচ্ছিলো, যদিও সে ওদের দিকে তাকাতে পারছিলো না। এটা কবিরের জন্যে খুব মজাদার এক অত্যাচার ছিল, যার কারনে সে উত্তেজনায় পাগল হয়ে যাচ্ছিলো। ওদের ঠোঁটের পরস্পরের সাথে মিলিত হওয়ার শব্দ শুনার মত কাছেই সে ছিলো এবং বুঝতে পেরেছিল যে ওরা কমপক্ষে চুমোচুমি তো করছেই। অবশেষে সে নিজেকে আর নিয়ন্ত্রন করতে পারলো না। সে নিজের চোখকে অল্প একটু খুলে দেখার চেষ্টা করলো যা সে এতক্ষন ধরে শূনতে পাচ্ছিলো। ওদের দুজনের ঠোঁটের আগ্রহভরে মিলিত হওয়া দেখে সে নিজের একটা নিঃশ্বাস চেপে নিলো আর ওর শরীরের একটা কাঁপুনি টের পেল যখন সে আরও দেখলো যে থমাসের হাত ওর বৌয়ের জামার ভিতরে একটা স্তনকে মুঠোয় চেপে ধরে আছে। সে আর ও বেশি কিছু দেখার জন্যে পাগল হয়ে গেলো, আর চিন্তা করলো অন্য একটা চালাকি করার জন্যে। কবির হঠাৎ ইচ্ছে করেই একটু জোরে গোঙ্গানি আর কাঁপুনি দিলো নিজের শরীরে।

থমাস ও রেহানা বিস্ময়ে লাফ দিয়ে উঠলো। থমাস চট করে রেহানার কাপরের ভিতর থেকে ওর হাত বের করে নিয়ে সোফার এক পাশে সরে গেলো। যদিও সে জানে, সে যা করছে রেহানার সাথে তাতে কবিরের পূর্ণ সম্মতি ছিলো, তাই ওর ভিতরে তেমন

কোন দুশ্চিন্তা ছিলো না।

কবির লম্বা করে হাই তুলে শরীরের আড়মোড়া ভাঙলো আর বললো, "শুন, আমি জানি আমি খারাপ গৃহকর্তা, কিন্তু আমি সত্যি খুব ক্লান্ত আর কাল সকালে আমার একটা বড় মিটিং ও আছে। তাই তোমরা যতই খারাপ ভাব না কেন, আমাকে এখন বিছানায় যেতে হবে। থমাস, প্লিজ, এখনই চলে যেও না। তুমি খেলা দেখতে দেখতে রেহানার সাথে গল্প করতে পার।"

থমাস জিজ্ঞেস করলো, "তোমার সাথে এই সপ্তাহের শনিবারে দেখা হবে তো?"

কবির, **"ওহঃ, হ্যাঁ, আমি থাকবো সেখানে।"**

কবির রেহানাকে একটা শুভ রাত্রির চুমু দিয়ে, **"শুভ রাত্রি, মিষ্টি জানু"**- বলে চলে গেলো। রেহানার চোখ মুখ যে লাল হয়ে আছে, আর সে যে খুব নার্ভাস বোধ করছে, সেটা কবির ওর দিকে তাকিয়েই বুঝে নিয়েছে। রেহানার চোখ দিয়ে যেন কিছুটা আকুলতা ও ঝড়ে পড়ছিলো, যে যেন কবির চলে না যায়।

রেহানা প্রায় কবিরকে থাকার জন্যে অনুরোধ করতে যাচ্ছিলো, কিন্তু ওর মুখ হাঁ হলো, কিন্তু কোন শব্দ বের হলো না। সে থমাসের সাথে একা সময় কাটাতে বেশ ভয় পাচ্ছিলো। যদিও, সে আসলে থমাসকে ভয় পাচ্ছিলো না, সে ভয় পাচ্ছিলো, থমাসের সাথে একা সময় কাটাতে ওর নিজের উপর যে কোন নিয়ন্ত্রনই থাকছে না, সে জন্যে।

কবির সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠার সময় আবার ওদের দিকে তাকালো, দেখলো যে ওরা খুব শক্ত হয়ে সোফার দু পাশে বসে আছে। সে চিন্তা করলো, আমি দাঁত ব্রাশ করে এসে আবার ওদের দেখে যাবো। ততক্ষনে ওদের মধ্যে আবারও নিশ্চয় কিছু হবে। তখনই ওর মনে একটা চিন্তা আসলো, যেন সে একটা মেষশাবককে কসাইয়ের হাত উঠিয়ে দিচ্ছে। সে নিজেকে সান্তনা দিল, যে এটা রেহানার নিজের ভালোর জন্যেই, তাছাড়া এটা থেকে দুজনেই প্রচণ্ড রকম উত্তেজনা ভোগ করছে। ওর যদি কোন প্রমানের দরকার হয়, তাহলে সে নিজের প্যান্টের ভিতরের ফুঁসতে থাকা বাঁড়ার দিকে তাকালেই বুঝতে পারবে।

যখনই কবির চোখের আড়াল হল থমাস আবার চট করে রেহানার পাশে শরীর ঘেঁষে বসলো। রেহানা শক্ত হয়ে টিভির দিকে মুখ করে বসে ছিলো, যদি ও ওর মন তখন টিভির নিছক খেলার মধ্যে মোটেই ছিলো না। হঠাৎ সে নিজের শরীরের পাশে থমাসের শরীরের অস্তিত্ত টের পেলো। ওর নিজের ভিতরে যে "ভদ্র মেয়ে" নামের একটি মেয়ে আছে, সে ওকে বললো সড়ে গিয়ে অন্য সোফায় বসতে অথবা থমাসকে আজকের জন্যে চলে যেতে বলতে, কিন্তু সে সেসব কিছুর ধারে কাছেই গেল না, বরং সে শক্ত হয়ে টিভির দিকে তাকিয়ে রইলো।

থমাস রেহানার কাঁধের উপর হাত দিয়ে আবার জড়িয়ে ধরলো, আরেকহাত দিয়ে ওর মুখ ধরে নিজের দিকে ফিরালো আর নিজের ঠোঁট রেহানার ঠোঁটের দিকে এগিয়ে দিলো।

রেহানা মুখে ফিশফিসিয়ে "না, থমাস..." বললে ও বাঁধা দিল না। ওর হৃদয় ফুলে উঠে ওর নিজের বুককে আরো স্ফিত করে দিলো। হটাৎ আবার ওদের দুজনের ঠোঁট মিলিত হলো আর রেহানা যেন অনেক দূর থেকে একটা গোঙ্গানির আওয়াজ পেলো। যখন সে থমাসের ঠোঁটের আগ্রাসনে নিজের ঠোঁট খুলে দিলো, তখন সে বুঝতে পারলো, সে শব্দটি ওর নিজের গলার ভিতর থেকেই যেন বের হয়েছে। সে যতই চেষ্টা করুক না কেন এটাকে থামানোর, ওর শরীর যেন ওর সাথে বার বারই প্রতারনা করছে। রেহানা আবার থমাসের বাহুর বেষ্টনীতে নিজেকে ধরা দিলো, যদিও ওর উচিত ছিল থমাসের গালে একটা চড় মারা।

থমাস ও যেন বার বার কেঁপে উঠছিলো। ওর বাড়া আবার ও কেঁপে উঠে পুরোপুরি ঠাঠিয়ে গেল যখন সে আবার রেহানাকে নিজের বাহুতে নিয়ে নিলো আর ওর ঠোঁট দুটিকে নিজের ঠোঁট ও জিভ দিয়ে খেলা শুরু করলো। এটা যেন ওর কাছে এক স্বপ্ন সত্যি হওয়ার মত ঘটনা। সে প্রথমদিন থেকেই এই দুর্লভ রূপসী দুর্দান্ত শরীরের নারীটিকে নিয়ে কল্পনায় নিজের অনেক সপ্ন

তৈরি করেছিলো।

রেহানার বুঝতে পারছিলো থমাসের শক্তপোক্ত শরীর ওর বুকের দুধ দুইটার উপর প্রচণ্ড রকম চাপ তৈরি করছে। ওর নিজের নিঃশ্বাস ও যেন আটকে যাচ্ছিলো থমাসের জিভকে চুষতে গিয়ে। হঠাৎ সে নিজের বুকে থমাসের হাতের স্পর্শ অনুভব করলো। রেহানার সেটাকে সরিয়ে দিতেই যাচ্ছিলো, কিন্তু তার আগেই, থমাসের হাত জামার ভিতর ঢুকে গিয়ে ওর একটা দুধকে খামছে ধরলো। এইবার সে থমাসকে থামানোর চেষ্টা করার আগেই, থমাস ওর দুধকে টেনে জামার বাইরের ওর দুধের বোটা সহ গোলাকার বৃত্তাকার অংশকে বের করে ফেললো। রেহানা নিজের উলঙ্গ দুধের বোঁটায় এসির ঠাণ্ডা বাতাসের ছোঁয়া পেয়ে "ওমঃ" বলে গুঙ্গিয়ে উঠলো।

থমাস ওকে চুমু খাওয়া চালিয়ে যেতে যেতেই ওর একটা কালো হাত দিয়ে ওর নরম সাদা চর্বির দলাটাকে মুচড়িয়ে মুচড়িয়ে সুখ নিতে লাগলো, এদিকে ওর বাড়া যেন এইবার প্যান্ট ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে আসবে এমন অবস্থা।

"ওহঃ খোদা!" রেহানা আবার গঙ্গিয়ে উঠলো, যখন থমাস ওর মুখ ছেড়ে এইবার ওর গলা আর ঘাড়ের খোলা নরম পেলব অংশে ওর ঠোঁট আর জিভের আক্রমণ চালাতে লাগলো। রেহানা বুঝতে পারলো যে তার এখন ওকে থামানো দরকার, কিন্তু ওর শরীর যেন ওর মনের কোন কথাই শূনতে চাইছে না। এর পরিবর্তে সে নিজের পিঠকে বেঁকিয়ে দিয়ে নিজের বুককে আরও ফুলিয়ে থমাসের দিকে চেতিয়ে দিলো। "ওহঃ হহহহ....."- থমাসের ঠোঁট রেহানার দুধের বোঁটায় লাগার সাথে সাথে রেহানা শীৎকার দিয়ে উঠলো, আর থমাস বোটাকে নিজের মুখের ভিতরে নিয়ে চুষতে লাগলো, রেহানার মুখ দিয়ে "ওহঃ খোদা! ওহঃ খোদা!" বলে চাপা চিৎকার ক্রমাগত বের হচ্ছিলো।

এদিকে থমাস রেহানার দুধের বোটা চুষতে চুষতে নিজের একটি হাত নামিয়ে দিয়ে রেহানার উরুর উপর নিয়ে গেল। "নাঃ, না,না... "-বলে একটা চাপা শীৎকার ও যেন থমাস শূনতে পেল রেহানার মুখ থেকে। থমাস ওটাকে অগ্রাহ্য করে হাতকে ধীরে ধীরে ওর উরুকে আদর ও দলাই মলাই করতে করতে গুদের কাছে নিয়ে যেতে লাগলো।

রেহানার মস্তিষ্ক ওকে না না বলে চিৎকার দিয়ে জাগাতে চেষ্টা করছিলো, কিন্তু ওর দু পা যেভাবে দুদিকে ছড়িয়ে ওর গুদকে খুলে দিয়েছিলো, এখন ও সেভাবেই রইলো। ওর উরু দুটি কাঁপতে লাগলো, যখন সে বুঝতে পারলো যে থমাসের হাতের আঙ্গুল ওর প্যানটির কাছে গিয়ে পৌঁছে গেছে। থমাসের আঙ্গুল উঁকি দিয়ে ওর প্যানটির ভিতরে কিছুটা ঢুকতেই ওর শরীর যেন শক্ত হয়ে গেল, সে অস্ফুটে বললো, "থমাস...কবির ঠিক উপরেই আছে,... ওহঃ খোদা!"। ওর কথা যেন ওর শুকনো গলা দিয়ে বের হতে চাইছিলো না। এদিকে থমাসের আঙ্গুল ওর গুদের উপরিভাগের নরম ফোলা বেদীর উপর আলতো করে আদর করতে লাগলো। রেহানা যেন ওর আদরে গলে গলে যেতে লাগলো। রেহানা আর কোন বাঁধা দেয়ার আগেই থমাস চট করে ওর আঙ্গুলকে নিচের দিকে নামিয়ে ওর গুদের ফুলো ফুলো ঠোঁট দুটির মাঝে গলিয়ে দিলো। রেহানার শ্বাস বন্ধ হয়ে গলা বুজে আসতে লাগলো, "ওহঃ খোদা! থমাস!... না না..."।

যদি ও ওর মুখ বরাবরই না না করছিলো, কিন্তু ওর উরু দুটি থমাসের আঙ্গুলের আগ্রাসনের জন্যে খোলাই রইলো, সেগুলি এতটুকু ও সঙ্কুচিত না হয়ে বরং আরও বেশি করে ফাঁক হয়ে থমাসের আঙ্গুলের বিচরনের জন্যে আরও সামনের দিকে যেন ঠেলে দিলো। থমাসের হাতের মধ্যমা আঙ্গুল যখন ওর গুদের ঠোঁট দুটিকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে ওর গুদের ফুটোর মধ্যে ঢুকতে যাবে তখনই রেহানা "নাঃ না না" বলে হিসিয়ে উঠলো। থমাস ওর দুধের বোটাকে ছেড়ে ওর মুখ আর ঠোঁটের উপর নিজের মুখ রেখে রেহানার গোঙ্গানি থামানোর চেষ্টা করতে লাগলো।

কবির দাঁত ব্রাশ শেষ করে চুপিসারে সিঁড়ির প্রথম ধাপের কাছে এসে থমকে দাঁড়ালো। সে জানে, সে যদি দু একটি ধাপ নীচে নামে অথবা একটু ঝুঁকে দেখার চেষ্টা করে তাহলে পুরো ড্রয়িং রুমের সব কিছুই এখান থেকে দেখতে পারবে। যখন সে এটা করলো, সামনে যে দৃশ্য সে দেখলো তাতে সে যেন সিঁড়ি থেকে পড়ে যাবার মত অবস্থা হলো। সোফার মধ্যে বসে ছিল তার

সতী সাধ্বী স্ত্রী, যার পা দুটি ফাক করা, ওর টপসের কিনার কোমরের কাছে গুটানো, একটা মাই ওর লো কাট জামা থেকে বাইরের বেরিয়ে আছে আর থমাসের হাত রেহানার দু পায়ের মাঝ দিয়ে সামনে পিছনে ক্রমাগত আসা যাওয়া করছে। থমাস খুব মনেপ্রানে আবেগিভাবে চুমু খাচ্ছিলো রেহানাকে। কবিরের কিছুটা ঝিমিয়ে পড়া বাড়া যেন ঝট করে লাফ দিয়ে সটান হয়ে গেলো। ড্রয়িং রুমের স্বল্প আলোতে সে কষ্ট করে চোখ বড় বড় করে ভালভাবে ভিতরের দৃশ্য দেখার চেষ্টা করলো।

থমাসের জিভ রেহানার মুখের ভিতরে ঢুকার আগ পর্যন্ত সে খুব দুর্বলভাবে বাঁধা দেয়ার চেষ্টা করছে। থমাসের লম্বা মোটা আঙ্গুল চালনার সাথে সাথে যেন নিজে থেকেই রেহানার কোমর ও আগু পিছু হতে লাগলো, যদি ও রেহানার এটা মোটেই ইচ্ছে ছিলো না। ধরা পরে যাবার যে ভয় ওর মনে ভিতরে থাকার কথা ছিলো সেটা আর এক ফোঁটা ও অবশিষ্ট ছিল না, ওই মুহূর্তে শুধু থমাসের ঠোঁট, ওর জিভ, আর ওর যে দুটো আঙ্গুল রেহানার গুদের গভীরে সঞ্চালিত হচ্ছিলো, সেগুলি ছাড়া আর কিছুই রেহানার মনে ছিলো না।

রেহানাকে থমাসের বাহু বন্ধনের ভিতর শক্ত হয়ে যেতে দেখে কবির ওর বাড়া জাঙ্গিয়ার ভিতর থেকে বের করে ফেলতে প্রস্তুতি নিতেই একটা লম্বা, চাপা কাতর কণ্ঠের ফোঁপানির আওয়াজ কবিরের কানে বেজে উঠলো।

থমাস ওর দু জিভ রেহানার মুখের ভিতরে রেখেই বুঝতে পারলো যে রেহানা বেশ শক্ত হয়ে গেছে, আসন্ন রাগমোচনের সম্ভাবনা দেখে থমাস ওর যে দু আঙ্গুল রেহানার গুদের ভিতর আশা যাওয়া করছিলো, সেটা সাথে ওই হাতের বুড়ো আঙ্গুল দিয়ে রেহানার গুদের বাইরের অংশের ভঙ্গাকুরের উপর চেপে ধরলো, যেটা এর মধ্যেই কিছুটা ফুলে উঠে লাল হয়ে গিয়েছিলো।

"আহহহহহহ..."-কোমর সোফা থেকে উপরের দিকে তুলে থমাসের মুখের ভিতর নিজের মুখ রেখেই গুঙ্গিয়ে উঠলো রেহানা। বিদ্যুৎ চমকের মত ঢেউ যেন আছড়ে পড়তে লাগলো ওর সারা শরীরে। সে যে হারিয়ে যাচ্ছিলো অনন্য এক সুখের সাগরে। রেহানার সারা শরীর কাঁপতে কাঁপতে ওর দু পা যেন শক্ত হয়ে থমাসের হাতকে কাঁচির মত আটকে দিলো, ওর গুদের রস বেরিয়ে গিয়ে রাগমোচনের ধাক্কা একটু একটু করে স্তিমিত হতে লাগলো।

বেশ কিছু সেকেন্ড, প্রায় মিনিট খানেক হবে, রাগ মোচনের শিহরনে রেহানা থমাসের বুকের ভিতরের একটু একটু করে কাঁপছিলো। অবৈধ রতি সুখের সন্ধানে রেহানার কোমর উপরের দিকে ঠেলে ঠেলে উঠিয়ে থমাসের আঙ্গুলকে জোরে শক্ত করে চেপে চেপে ধরতে লাগলো ওর রসসিক্ত কম্পিত যোনির ভিতরের মাংসগুলি। থমাস অনুভব করতে পারছিলো ওর আঙ্গুলের উপর রেহানার গুদের শক্ত কামড়।

ধীরে ধীরে রেহানা যেন পৃথিবীতে ফিরে আসতে লাগলো। ওর রাগমোচন স্বাভাবিক হওয়ার পরই সে উঠে দাঁড়ালো। সিঁড়ির দিকে ভয়ের দৃষ্টিতে তাকিয়ে যেন সে ভয়ে আবার ও কেঁপে উঠলো। লজ্জা ওর মনকে ঘিরে ধরলো, আর ওর পা যেন টলমল করে উঠলো। তারপর সে থমাসের দিকে তাকিয়ে বললো, "থমাস, আমার মনে হয় তোমার যাওয়া উচিত"। এটা বলার পরেই থমাসের চোখে অবাক দৃষ্টি দেখে গলা নরম করে রেহানা বললো, "অনেক রাত হয়ে গেছে, থমাস।"

থমাস উঠে দাঁড়িয়ে রেহানার কাঁধে হাত রেখে ওকে নিজের দিকে টেনে নিলো। ওর ঠোঁট আবার ও ডুবিয়ে দিলো রেহানার নরম ঠোঁটের ভিতর আর ওর দু হাত দিয়ে আঁকড়ে ধরলো রেহানার পাছার নরম দাবনা দুটিকে। ধীরে ধীরে চুমু খেতে খেতেই ওর দু হাত রেহানার কাপড়কে একটু একটু করে উপরের দিকে উঠিয়ে ওর প্যানটি যেখান থেকে শুরু সেখানে এসে ওর পাছাকে উন্মুক্ত করে দিলো। থমাসের বাহুর ভিতর ওর চুমুর স্বাদে গলে গিয়ে অস্বস্তি নিয়ে আবার ও একটা লম্বা গোঙ্গানি বের হলো রেহানার ঠোঁট থেকে। এরপর যখন থমাসের দু হাতের দুটো আঙ্গুল রেহানার প্যানটির দুই কিনারে ঢুকে ওটাকে নিচের দিকে ঠেলে দিতে লাগলো, তখনই রেহানা নিজের মুখ ওর কাছ থেকে সরিয়ে নিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে বললো, "থমাস, প্লিজ...!"

"ঠিক আছে"-বলে থমাস একটু মুচকি হাসলো আর ওর দু হাত সরিয়ে নেয়ার আগে শেষ বারের মত করে আবারও ওর দাবনা দুটিকে একটু জোরে চিপে ধরে ছেড়ে দিলো। তারপর থমাস রেহানার চোখের দিকে তাকিয়েই ওর জামার বাইরের বেরিয়ে যাওয়া মাই টিকে নরম হাতে ধীরে ধীরে তুলে নিয়ে জামার ভিতরে ঢুকিয়ে দিলো। রেহানার অবাক করা চোখের দিকে তাকিয়ে মৃদু হেঁসে রেহানার ঠোঁটে শেষ বারের মত একটা আলতো চুমু দিলো সে। থমাস ধীর পায়ে বেরিয়ে গেল, যদি ও প্যান্টের ভিতরে ওর

বাড়া কেঁপে কেঁপে উঠছিলো বার বার। থমাস বেশ ধৈর্যশীল লোক, কারন সে জানে, সামনে আরও অনেক সুযোগ সে পাবে। ঠোঁটে একটা গান ভাঁজতে ভাঁজতে সে তার গাড়ীর দিকে এগিয়ে গেলো।

রেহানা সোজা ওর বেডরুমের দিকে গেলো। ওর পা কাঁপছিলো আর ওর গুদের আর শরীরের কম্পন ও ঠোঁটে থমাসের মুখের অস্তিত নিয়েই সে সিঁড়ি বেয়ে অল্প করে উঠতে লাগলো। ওর গুদের ঠোঁট জোড়া যেভাবে ফুলে রয়েছে, এমন কোন দিন আগে হয় নি। উত্তেজনা এখন ও ওর শরীরের শীরার ভিতরে প্রবাহমান, যদি ও ভিতরে ভিতরে ওর খুব লজ্জা ও অপরাধবোধ হচ্ছিলো।

"কবির, তুমি জেগে আছো?"-রেহানা বিছানার উপর উঠে কবিরের পাশে বসে ফিসফিস করে বললো।

"উহঃ...হ্যাঁ...আমি ঘুমিয়ে পরেছিলাম...কেন, কি হয়েছে?"-কবির এমনভাবে পাশ ফিরলো যেন রেহানা এই মাত্র ওর ঘুম ভেঙ্গে দিয়েছে।

"কিছু না জানু..."-রেহানা অন্ধকারে হাসলো। তারপর ধীরে ধীরে সে তার পড়নের জামাটার ফিতে খুলে সেটাকে বিছানার বাইরে ফেলে দিলো।

কবির চোখ বড় করে দেখতে পেলো যে ওর স্ত্রীর সুন্দর স্তন দুটি ওর চোখের সামনে উম্মুক্ত হয়ে গেলো। সে আরও দেখতে পেলো যে রেহানার পড়নের কাপড় ফ্লোরের উপর পড়ে গেলো, আর ওর প্যানটি ও যেন শরীর থেকে আলগা হয়ে বিছানার বাইরে উড়ে চলে গেলো। কবির চিন্তা করতে লাগলো যে রেহানার প্যানটি কতখানি ভিজা ছিলো এই মুহূর্তে। একটু আগে সোফার দৃশ্য দেখে ঠাঠিয়ে যাওয়া কবিরের বাড়া এখন ও শক্ত হয়েই ছিলো। "চিত হয়ে শুয়ে থাক, জানু..."-রেহানা নিঃশ্বাস বন্ধ করে বললো।

কবির সাংঘাতিকভাবে অবাক হয়ে ওর স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে রইলো। এখন, সে ওকে বাস্তবিক অর্থে আদেশ করছে। কবির মৃদু হেঁসে চিত হয়ে শুয়ে পরলো। এবার রেহানা ওর গায়ের উপর চড়ে ওর বুকের কাছে বসে দু পা কবিরের দুদিকে ছড়িয়ে দিয়ে বসে গেলো। আবার ও কবির বিস্ময়ের সাথে দেখতে লাগলো ওর স্ত্রীর কাণ্ডকারখানা।

রেহানার হৃদয় জোরে জোরে ধ্বনিত হতে লাগলো। সে খুব কমই সেক্স নিজে থেকে শুরু করে। আর এখন সে কবিরকে আদেশ দিচ্ছে। যদি ও থমাস যে উত্তেজনা ওর ভিতরে তৈরি করে গিয়েছিলো, সেটাই এখন ও রেহানাকে নিয়ন্ত্রন করছে। ধীরে ধীরে সে এক ইঞ্চি এক ইঞ্চি করে এগিয়ে গিয়ে নিজের গুদটাকে ঠিক কবিরের মুখের উপরে নিয়ে গেলো যেখানে কবিরের থুঁতনির সাথে রেহানার যোনির ফুলে উঠা ঠোঁট লেগে গেলো। তারপর কবিরকে আবার ও অবাক করে দিয়ে ওর রসসিক্ত কম্পিত যোনি চেপে ধরলো কবিরের ঠোঁটের উপর।

কবির গুঙ্গিয়ে উঠে রেহানার ভেজা রসে ভরা গুদে মুখ লাগিয়ে দিলো। এই দীর্ঘ বিবাহিত জীবনে কতবার ওর স্ত্রী যোনিতে সে মুখ দিয়েছে, সেটা সে হাতে গুনে বলতে পারবে। হঠাৎই সে বুঝতে পারলো, যে এটা ওর পরিকল্পনারই ফল। রেহানার গুদের ফুলা উঠা ঠোঁটে যদি ওর মুখ আটকে না থাকতো তাহলে ওর ঠোঁটের কোনে একটা বড় হাঁসির রেখা দেখা দিতো এখনই।

"ওহঃ খোদা...চুষে দাও...আমার গুদটাকে কামড়িয়ে খেয়ে ফেলো, সোনা"-রেহানা যেন বিকারগ্রস্ত রুগীর মত বললো। কবিরের মুখে গুদ চেপে ধরে সে যেন আবার ও রাগ মোচনের একটা ধাক্কা নিজের শরীরের ভিতর টের পাচ্ছিলো। ওর কোমর উপর নিচ হয়ে হয়ে কবিরের জিভকে যেন চেপে ধরে ওর গুদের আরও ভিতরে ঢুকিয়ে নিতে চেষ্টা করছিলো। রেহানার উরু কাঁপতে কাঁপতে যেন কবিরের মাথাকে চেপে ধরছিলো বার বার। রেহানা অনুভব করতে পারছিলো যে ওর গুদের রস বের হয়ে কবিরের দু ঠোঁটের উপর পড়ে, ওর থুঁতনি বেয়ে নিচের দিকে গড়িয়ে যাচ্ছিলো।

কবির সুখের স্বর্গে বসেই ওর স্ত্রীর গুদ থেকে বের হওয়া রস চুষে গিলে ফেলার চেষ্টা করে যাচ্ছিলো। কিন্তু এটা একটা অসম্ভব কাজ। সে চুষে দিতেই লাগলো, যতক্ষণ পর্যন্ত না রেহানা ওর গুদ ওর মুখের উপর থেকে সরিয়ে নিয়ে ওর বুকের উপর পাছা

রেখে বসে নিজের দম ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করলো।

অবশেষে যখন রেহানার শরীরের শিহরন স্তিমিত হলো, সে কবিরের বুকের উপর থেকে সড়ে গিয়ে ওর পাশে বিছানার উপর বসে পড়লো। রেহানা দেখতে পাচ্ছিলো ওর স্বামীর হাস্যজ্বল মুখ আর মুখের চারপাশে চকচক করছিলো ওর গুদের রস যেগুলি ওর ঠোঁটের পাস দিয়ে গড়িয়ে ওর থুথনি হয়ে নিচে দিকে প্রবাহমান। "আমি তোমাকে ভালোবাসি"- রেহানা কবিরের কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিসফিস করে বললো আর কবিরের ঠোঁটে চুমু খেয়ে জীবনে প্রথম বারের মত নিজের গুদের রসের স্বাদ স্বামীর মুখ থেকে গ্রহন করলো। তারপর ধীরে ধীরে রেহানা কবির সারা শরীরে চুমু দিতে দিতে নিচের দিকে নামতে লাগলো। কবিরের বুকের কাছে এসে থেমে কবিরের বুকের দুধুর বোঁটা মুখে নিয়ে একটু চুষে দিলো। তারপর আরও নিচে নেমে কবিরের তলপেটে চুমু খেতে লাগলো। রেহানার খোলা চুল লেগে কবিরের দেহে যে সুড়সুড়ি সৃষ্টি করছিলো, তাতে কবিরের যে অস্বস্তি হচ্ছিলো সেটা বুঝতে পেরে রেহানা খিলখিল করে হেঁসে উঠতে লাগলো। সে বুঝতে পারছিলো যে কবিরের নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে গেছে, যখন রেহানা আরও কিছুটা নিচে নামলো।

কবির উত্তেজনার শিখরে এই মুহূর্তে। ওর বাড়া এতো শক্ত হয়ে কাঁপতে লাগলো যে ওর কাছে মনে হচ্ছিলো যে কোন রকম হাতের স্পর্শ ছাড়াই যেন সে মাল ফেলে দিতে পারে যে কোন মুহূর্তে। কবির মাথা উঠিয়ে নিচের দিকে তাকালো আর দেখলো যে রেহানা চাদর টেনে নিয়ে নিজের মাথা সহ ঢেকে দিয়েছে কবিরের শরীরের নিম্নাংশ। কবির নিজের বাড়ার উপর গরম নিঃশ্বাসের স্পর্শ পেয়ে গুঙ্গিয়ে উঠলো আর এর পরেই ওর বাড়ার মাথা ঢুকে গেলো রেহানার গরম ভেজা মুখের ভিতর। "আহঃহহহহহ...ওহঃ খোদা, রেহানা!"-কবির যেন হিসিয়ে উঠলো।

কবিরের বাড়ার মাথার নোনতা মিষ্টি মদন রসের স্বাদ জিভের আগায় পেয়েই রেহানার মুখ দিয়ে একটা সুখের গোঙ্গানি বের হয়ে গেলো। হঠাৎ করেই ওর মনে এলো সে এতদিন ধরে এটাকে পছন্দ না করে কিভাবে ছিলো। রেহানা আরও বেশি কামাতুর হয়ে গেল এই ভেবে যে এই মদন রস সরাসরি কবিরের বিচির থলি থেকে বের হয়ে এসেছে। বাড়ার মুণ্ডিটাকে মুখের ভিতর রেখে চুষতে চুষতে হাত দিয়ে কবিরে বাড়াকে উপর নিচ করে খিঁচে দিতে লাগলো সে।

"ওহঃ রেহানা!"-কবির যেন সতর্ক করতে চাইলো রেহানাকে, কারন ওর বিচি শক্ত হয়ে ওর বীর্য ধারা রওনা হয়ে গেছে ওর বাড়ার নালি দিয়ে বের হয়ে যাবার জন্যে।

"অমঃমমমমম..."-রেহানা গুঙ্গিয়ে উঠলো মুখের ভিতর বীর্যের প্রথম ধাক্কা পেয়েই। এতো বেশি গতিতে কবিরের বীর্য ওর গলার ভিতরের পেশিতে আঘাত করছিলো যে রেহানা বিস্মিত না হয়ে পারলো না। জীবনে কখনও সে বীর্য নিজের মুখের ভিতরে নেয় নি, এটা ওর জন্যে প্রথম। সে গিলে নিতে লাগলো, আর সেই সাথে অনুভব করতে লাগলো ওর গুদের শিহরন যেন মনে হচ্ছে এখনই ওর গুদের রস আবার ও বেরিয়ে যাবে। কবিরের বাড়ার প্রতিটি স্পন্দনের সাথে বেরিয়ে আসা বীর্যের দলা ঘোঁত ঘোঁত করে গিলতে গিলতে, ওর বাড়াকে চুষে একদম নিঃশেষ করে দিল রেহানা, আর যখন আর কোন বীর্যের ফোঁটা অবশিষ্ট ছিল না আর বাড়ার মাথায়, তখন ওটাকে একটা চুমু দিয়ে চাদরের নিচ থেকে মাথা বের করে ওর বিস্মিত, নিঃশেষিত ও স্তম্ভিত স্বামীর বুকের কাছে গুটিসুটি মেরে শুয়ে পড়লো।

"ওয়াও..."-শুধু এই শব্দটি কবিরের মুখ দিয়ে বের হলো।

রেহানা একটা মৃদু হাঁসি দিয়ে নিজের বীর্য লাগা ঠোঁট ও মুখ ডুবিয়ে দিলো স্বামীর দুই ঠোঁটের মাঝে আর পাগলের মত চুমু দিতে দিতে নিজের জিভ ঢুকিয়ে দিলো কবিরে মুখের ভিতর।

চতুর্থ পরিচ্ছেদঃ

এর পর দিন আর পুরো সপ্তাহ জুড়ে রেহানা যেন আকাশে ভেসে বেড়াতে লাগলো। সে সারাক্ষণ শরীরের মধ্যে একটা রোমাঞ্চকর অনুভুতি নিয়ে ঘুরে বেড়াতে লাগলো, যেটা অনেকদিন ধরেই তার জীবনে অনুপস্থিত ছিলো। হ্যাঁ, থমাসের সাথে ওর যা ঘটেছিলো

সেটা নিয়ে সে খুব লজ্জিত আর অপরাধী হয়ে ছিলো কিন্তু সাথে সাথে এই ঘটনার কারনে কবিরের সাথে তার যৌন জীবনের যে উত্তেজনা সে প্রতিদিন এখন অনুভব করছে, সেটা নিয়ে সে খুব খুশি ও ছিলো। সপ্তাহের বাকি দুই দিনে দুই বার করে কবিরের সাথে সে যৌন মিলন করেছে, একবার বেডরুমে আরেকবার ড্রয়িং রুমে, যদিও প্রতিবারের মিলনের সময়েই ওর মনে থমাসের সঙ্গে কাটানো মুহূর্ত আর ওর সাথে চুমুর কথা বার বার ভেসে উঠছিলো।

রেহানার যেন মলির কাছে এই কথাগুলি বলার জন্যে ভিতরে ভিতরে ফেটে যাচ্ছিলো, কিন্তু ফোনে এসব কথা বলতে তার ইচ্ছা করছিলো না। যেদিন ও আর মলি আবার ও জিমে দেখা করলো, তখন ও সে যেন উত্তেজনায় টগবগ করছিলো। তাড়াতাড়ি ব্যায়াম সেরেই ওরা জুস বারে গিয়ে কথা বলতে শুরু করলো

"সুতরাং, তাড়াতাড়ি বলে ফেল, পুরো ঘটনা বল, আমি পুরো সপ্তাহ ধরে অপেক্ষা করছি শুনার জন্যে"-মলি ও যেন উত্তেজিত।

রেহানা চারপাশে তাকিয়ে দেখে নিলো যে কেও কাছে আছে কি না যে ওদের কথা শুনে ফেলতে পারে, তারপর নিশ্চিত হয়ে মলির দিকে তাকিয়ে একটা বড় হাঁসি দিলো। "আচ্ছা...সত্যি বলতে আমি এই পুরো সপ্তাহ ধরে কবিরকে চুদে শেষ করে দিয়েছি। আমি বুঝতে পারছি না কি হয়েছে আমার, মনে হয় যেন আমার শরীরে কামের একটা সুইচ কেও খুলে দিয়েছে আর আমি শুধু সেক্স ছাড়া আর কিছু চিন্তা করতে পারছি না"

"থমাসের কথা বলো। আমি কি শুনতে চাই, সেটা তুমি ভালো করেই জানো"

"খুব বেশি কিছু নেই বলার মত, কিন্তু..."-রেহানা বলতে শুরু করলো মলিকে থমাসের সাথে রান্নাঘরে কি হয়েছে, পরে কবির ঘুমুতে যাওয়ার পরে ড্রয়িংরুমের সোফায় বসে কি হয়েছে। সে যেন এক নিঃশ্বাসে সব বলে শেষ করে ফেললো।

"ওয়াও...রেহানা...তুমি না বললে যে বলার মত খুব বেশি কিছু নেই?"

রেহানা হেঁসে বললো, "ওয়েল...আমরা তো সেক্স করি নি!"

"তাহলে কবির তোমাদের দুজনকে একা ছেড়ে দিয়ে ঘুমাতে চলে গেলো?"-মলি জানতে চাইলো।

"হ্যাঁ... ও বললো যে ওর খুব ক্লান্ত লাগছে"

"এটা কি ওর জন্যে স্বাভাবিক আচরণ ছিলো...মানে বলতে চাইছি, ঘরে একজন মেহমান আছে আর সে শুতে চলে গেল?"

"এটা বেশ সন্দেহজনক, তাই না? আমি আসলে এটা নিয়ে বেশি চিন্তা করি নি"-রেহানা একটু সন্দেহের চোখে তাকিয়ে বললো, "আমাকে বিভ্রান্ত করে দিস না মলি, আমার মাথায় অনেক কিছু চলছে"-রেহানা আবার একটা হাঁসি দিয়ে বললো।

একই সময়ে কবির আর থমাস গলফ ক্লাবের বারে বসে বিয়ার খাচ্ছিলো।

কবির ওর বিয়ারে বোতল থমাসের দিকে উঠিয়ে বললো, "ধন্যবাদ দোস্ত।"

"ধন্যবাদ কেন?"-থমাস জানতে চাইলো।

সে আর কবির সারা সপ্তাহ এটা নিয়ে একদমই কথা বলে নি, কারন হালকা কথাবার্তার মাঝে কবির বিষয়টি উঠাতে চায় নি। কবির থমাসের দিকে ঝুঁকে ফিসফিস করে বললো, "রেহানাকে কিছুটা উত্তেজিত করে দেয়ার জন্যে। ওহঃ খোদা...এই পুরো সপ্তাহ

আমাকে সে চুদে শেষ করে দিয়েছে। আর সেদিন তুমি চলে যাওয়ার পরেই সে উপরে এসে আমার জীবনের সবচেয়ে সুখের বাড়া চোষানী দিয়েছে। আর এই সব কিছুই তোমার অবদান, দোস্তঃ"-কবির আবার ও ওর বিয়ার উঠিয়ে থমাসের বিয়ারে বোতলের সাথে ঠূকে দিয়ে চিয়ার্স করে বললো।

"সুতরাং, তুমি তাহলে জানো যে, তুমি উপরে যাওয়ার পরে আমাদের মাঝে কি হয়েছিলো"-থমাস শয়তানী চোখে বললো।

"হ্যাঁ, জানি, আমি সিঁড়ির উপরেই ছিলাম। তুমি যে তোমার জিভ ঢুকিয়ে দিয়েছিলে ওর মুখের ভিতর আর ওর গুদে তোমার আঙ্গুল ঢুকিয়ে আঙ্গুল চোদা করেছো ওকে, আমি সব দেখেছি।"-কবির বললো, "আমি ভেবেছিলা যে ওর বোধহয় দম আটকে গেছে তোমার জিভ দিয়ে ওর মুখ এভাবে আটকে রেখেছিলে"-কবির একটু সিরিয়াস ভঙ্গীতে বলে আবার জোরে হেঁসে উঠলো।

এসব কথাবার্তায় থমাস একটু অস্বস্তিবোধ হচ্ছিলো কিন্তু কবিরকে হেঁসে উঠতে দেখে সে খুশিই হলো। সে চিন্তা করছিলো যে এমন কয়জন লোক আছে এই পৃথিবীতে যে নিজের সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ বন্ধুকে বলে নিজের স্ত্রীকে প্রলোভিত করার জন্যে। যদি ও এই ব্যপারে ওর মনে কোন অভিযোগ নেই। সে এই প্রলোভন আর প্ররোচনা চালিয়ে আরও সামনে এগিয়ে যেতে চায়, যদি কবির ওকে যেতে বলে। "তাহলে আমরা এখন কি করবো? মানে...এটা কি এখানেই শেষ?"-থমাস জানতে চাইলো।

"না, দোস্ত"-কবির তড়িৎ গতিতে জবাব দিলো, "আমি তোমাকে আগেই বলেছি, রেহানা যতটুকু যেতে চায়, তুমি যেতে পারো।"

"এর মধ্যে কি শেষটা ও অন্তর্ভুক্ত আছে, মানে...চোদাচুদি?"

কবিরে গায়ে যেন কারেন্টের চাবুক আছড়ে পড়লো, "আগেই বলেছি, রেহানা যদি যেতে চায়, তুমি যেতে পারো, কিন্তু তোমার জানা উচিত যে রেহানা পিল খায় না, কারন আমরা এখন ও বাচ্চা নেয়ার চেষ্টা করে যাচ্ছি"-কবির ওর হাঁসি বিস্তৃত করে বললো।

"পিল খায় না? কিন্তু আমি তো ওই বিরক্তিকর রাবার মানে কনডম ব্যবহার করি না"-থমাস বিরক্তিকর গলায় বললো।

"তোমার মত পুরুষ সিংহের জন্যে এটা কোন সমস্যা হলো? আমার মনে হয়ে একটু যেন চ্যালেঞ্জ হয়ে গেল তোমার, তাই না?"-কবির থমাসকে চেলেঞ্জ দিবে আর থমাস সেটার উত্তর দিবে না, এটা তো ওদের মধ্যে হতেই পারে না।

থমাসের ঠোঁটে একটা শয়তানী হাঁসি এসে গেলো, "ওকে বন্ধু...তুমি যদি তাই চাও...এটা রেহানার জন্যে"-বলে নিজের বিয়ারে বোতল উঁচু করে চিয়ার্স করলো।

"আমার মিষ্টি রেহানার জন্যে"-কবির ওর ওর বোতল উঁচু করে বন্ধুর ডাকে সাড়া দিলো। "ওকে...আজ রাতে..."-কবির বলতে লাগলো, "আমার প্ল্যান হচ্ছে এটা"

থমাস কবিরের পরিকল্পনা শুনলো আর সাথে কিছু জায়গায় এটা ওটা কিছুটা পরিবর্তন করে দিলো ওর পরিকল্পনার। যখন সব কিছু ফাইনাল হলো তারপর ওরা দুজনে এমনভাবে হাত মিলালো যেন দুজনের মধ্যে একটা ব্যবসায়ী চুক্তি হয়ে গেছে। এরপর কবির উঠে দাঁড়িয়ে বললো, "আমাকে চলে যেতে হবে। তুমি ঠিক ৬ টা বাজে আসবে, ঠিক তো?"

"ওকে"-থমাস সায় দিলো।

"তোমার সাতারের পোশাক নিয়ে আসতে ভুলো না কিন্তু"-কবির মনে করিয়ে দিলো।

সন্ধ্যে বেলা কবির চুলায় গ্রিল করছিলো, এমন সময় থমাস এসে ঢুকলো ওদের বাসার পিছনে গ্রিল করার জায়গা টুকুতে, "কেও ঘরে আছে তো?"-যখন সে ঘরে ঢুকতে গিয়ে বললো।

"হেই থমাস, আসো আসো..."-কবির বললো, আর বন্ধুর দিকে ফিরে ওকে জড়িয়ে ধরলো, "ফ্রিজ থেকে বিয়ার নিজেই বের করে নাও...রেহানা বার্গার রেডি করছে... যেহেতু আজ আমি কুক, তাই কোন অভিযোগ চলবে না কিন্তু"

"আমি কখনই অভিযোগ করি না..."-থমাস বলে চলে গেলো ফ্রিজ থেকে বিয়ার বের করে নিতে। থমাস যখন বিয়ার নিয়ে আবার কবিরের কাছে আসলো, তখন ঘরের ভিতর থেকে রেহানা বার্গারের ট্রে নিয়ে ওদের কাছে আসলো।

উভয় পুরুষ ওর দিকে তাকিয়ে একটা হাঁসি দিলো। সে একটা কিমিনো ধরনের গাউন পড়ে আছে যেটা ওর সাতারের পোশাকের উপর দিয়ে ওর ভদ্রতা ধরে রাখছে|

"হাই, রেহানা"-থমাস বললো।

"হাই, থমাস"-রেহানা জবাব দিলো, যদি ও ওর মুখে কিছুটা লজ্জার ভাব এসে ইতিমধ্যেই ওর মুখকে লাল করে দিয়েছে।

থমাস সামনে এগিয়ে রেহানার গালে একটা চুমু দিলো, তখন ও ট্রে রেহানার হাতে ধরা ছিলো। রেহানা যেন নিজেক সামলে নিলো আর ওর চোখ মুখ স্বাভাবিক করে ফেললো।

"যাও, তোমার পোশাক পড়ে আসো"-কবির তাড়া দিলো, "বার্গার এখনই তৈরি হয়ে যাবে"

থমাস ওর পোশাকের ব্যাগ নিয়ে বাথরুমের দিকে রওনা দিলো, সাতারের পোশাক পড়ার জন্যে।

"রেহানা, আমাকে একটু বারবিকিউ সস এনে দিবে? আমার মনে হয় আমি নতুন একটা বোতল এনে রেখেছি রান্নাঘরের কেবিনেটে"-কবির অনুরোধ করলো রেহানার দিকে তাকিয়ে।

রেহানাকে সস আনতে গেলে, যে বাথরুমে থমাস কাপড় পালটাচ্ছে তার সামনে দিয়েই যেতে হবে। সে একটু বিস্মিত হলো যে, থমাস বাথরুমের দরজা বন্ধ করে নি, দরজা অল্প একটু টেনে দেওয়া। দরজা দিয়ে উকি মারতেই রেহানা দেখতে পেল যে থমাস ওর দিকে পিছন ফিরে আছে। সে তার শার্ট খুলে ফেলেছে, এখন প্যান্ট খুলছে। রেহানা সড়ে যেতে চাইলে ও ওর পা যেন ওকে আটকে রেখে দিলো ওখানেই|

থমাস আয়নার দিকে তাকিয়ে একটা ছায়া দেখে নিলো, আর নিজের মনেই একটু হেঁসে প্যান্টের বোতাম খুলে নিচে নামিয়ে ফেললো। একটা শ্বাস বন্ধ হয়ে খাবি খাওয়ার আওয়াজ শুনলো কি সে? একটু চিন্তা করলো সে। ইচ্ছে করেই আজ প্যান্টের ভিতর কোন জাঙ্গিয়া পড়ে নি সে।

রেহানা ওর একটা হাত দিয়ে নিজের মুখ চেপে ধরে থমাসের পাছার দিকে তাকালো। ওর নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে গেল যখন থমাস নিচু হয়ে ওর সাতারের পোশাকটা উপরের দিকে টেনে তোলার জন্যে ঝুঁকলো। ওর বিশাল বিচি জোড়া ওর দু উরুর মাঝে দুলছে দেখে রেহানা যেন ওর নিঃশ্বাস আর আটকে রাখতে পারছে না।

থমাস যখন ওর পোশাকটা পায়ে গলিয়ে উপরের দিকে টেনে আনছে ,তখন ইচ্ছে করেই সে ঘুরে গেলো| ওর চোখ বড় হয়ে গেল যেন সে খুব অবাক হয়ে গেছে রেহানাকে দেখে। তারপর সে যেন বরফের মত স্থির হয়ে গেছে এমনভাব করে দাঁড়িয়ে থাকলো, ওর পোশাকটা মাত্র ওর হাঁটু পর্যন্ত উঠেছিলো, আর ওর শরীরের সাথে মানাসই বড় মোটা কালো বাড়াটা যেন ঠিক একটা পেন্ডুলামের মত ঝুলছে , ওটা যদি ও এখন ও নরম, কিন্তু তারপর ও বিস্ময়করভাবে বড়।

রেহানার চোখ থমাসের বাড়া থেকে ওর মুখের উপর গেলো। তারপরই থমাসের বিস্ময় ভরা মুখে যেন একটা শয়তানী হাঁসির রেখা দেখা দিলো। রেহানা চাইছিলো যেন ঘুরে এখান থেকে দৌড়ে চলে যায়, কিন্তু কেন যেন সে দাড়িয়েই থাকলো। তারপর ধীরে ধীরে রেহানার চোখ থমাসের সাড়া শরীরকে পরীক্ষা করতে লাগলো, ওর শক্ত দুই বাহু, বুকের কাছের শক্ত পেশী, ওর টান টান পেটের চামড়া। এর মধ্যেই থমাসের বাড়াকে ধীরে ধীরে ফুলে উঠতে দেখে রেহানার শরীর যেন একটা কাঁপুনি দিয়ে কামাতুর হয়ে পড়লো, ওর নিঃশ্বাস যেন আটকে গেছে।

"দুঃখিত"-বলে থমাস ওর ফুলতে থাকা বাড়াকে ঢুকিয়ে ফেললো ওর সাঁতারের পোশাকের ভিতরে। এখন রেহানার চোখের সামনে আর কিছু ছিলো না। সাঁতারের সাদা পোশাকটা খুব পাতলা ছিলো, যেন খুব টাইট হয়ে থমাসের শরীরের প্রতি ইঞ্চিকে হাগ করে ধরে রেখেছিলো। টাইট কাপড়ের উপর দিয়ে থমাসের বাড়া বিশ্রী রকমভাবে ফুলে উঠেছে। যেন থমাসের উরুর কাছে মোটা গোল করে পাকিয়ে কি যেন ঢুকিয়ে রাখা হয়েছে।

"আহ...আহ...আমি...আমি যাচ্ছিলাম...কিছু আনতে...কবির বলেছিলো..."-রেহানার গলা দিয়ে যেন শব্দগুলি আটকে আটকে যাচ্ছে। এরপর সে ঘুরে রান্নাঘরের তাকের দিকে যেন দৌড়ে গেলো। ওখানে গিয়েই সে ভুলে গেল, সে এখানে কি জন্যে এসেছে।

থমাসের ঠোঁটের উপর শয়তানী আর দুষ্টমির হাঁসি নিয়েই বেরিয়ে গেল কবিরকে সাহায্য করার জন্যে।। বেশ কিছু সময় পরে কিছুটা ভদ্রস্ত হয়ে আর চোখ মুখের অবস্থা স্বাভাবিক করে রেহানা বেরিয়ে আসলো ওদের কাছে।

ওরা তিনজনে ওখানে পাতা চেয়ারে বসেই ডিনার সেরে নিলো আর বিয়ার খেতে খেতে এটা সেটা নিয়ে আলাপ করতে লাগলো।

ডিনার শেষ হওয়ার ও প্রায় ৩০ মিনিট পরে কবির প্রস্তাব করলো ওদেরকে সাতারে নামার জন্যে।

রেহানা মানা করলো। সে নামবে না।

"আসো, জানু"-কবির ওকে চাপ দিলো, সে জানে রেহানা মানা করছে শুধু এই কারনে যে ওকে এখন পানিতে নামতে হলে গাউন খুলে ফেলতে হবে, আর ভিতরে একটা চিকন বিকিনি স্যুট যেটা ওর শরীরকে পরিপূর্ণভাবে সবার সামনে প্রকাশ করার জন্যে যেন পাগল হয়ে আছে। আসলে এর ভিতরে খুব ছোট তিন টুকরা কাপড় আর কিছুটা ফিতে ছাড়া আর কিছুই নেই। দুই টুকরা কাপড় শুধু রেহানার দুধের দুই বোঁটা সহ গোলাপি বলয়টাকে ঢেকে রেখেছে, আর অন্য টুকরাটি শুধু মাত্র ওর গুদের চেরাকে (ফাঁক) ঢেকে রাখার কাজ করছে। যদি ও রেহানা ওর গুদের উপরের সমস্ত চুল চেটে ফেলে ওটাকে একদম মসৃণ করে রেখেছে, তারপর ও এই পোশাকটা কবির ওকে অনেক জোর করেই পড়িয়েছে। সে মোটেই রাজী ছিলো না থমাসের উপস্থিতিতে এটা পড়ার জন্যে। যদি ও প্রথমেই যখন এটা পড়ার জন্যে কবির ওকে বলেছে, তখনই যেন ওর শরীরে একটা বিদ্যুৎ চমক ছড়িয়ে গিয়েছিলো।

কবির আর থমাস লাফ দিয়ে পানিতে নেমে পড়লো, আর ছোট বাচ্চাদের মত করে নিজেদের মধ্যে পানি ছিটাতে লাগলো।

রেহানা টেবিলের কাছে বসে দাঁত দিয়ে নিচের ঠোঁট কামড়ে ধরে ভাবছিলো নামবে কি না।

"নেমে আসো, জান"-কবির আবার ও তাড়া দিলো।

"হ্যাঁ, নেমে আসো, আমাদের সাথে পুলে..."-এবার থমাস তাড়া দিলো রেহানাকে।

ওর দুজন চোখ দিয়ে গিলতে লাগলো, আর রেহানা কিছুটা অনিচ্ছা সহকারেই ওর গাউনের ফিতে খুলে ওটাকে কাধের উপর থেকে ফেলে দিলো। হঠাৎই তিনটি হৃদয়ের স্পন্দন ছাড়া ওখানে আর কোন শব্দ রইলো না। কবির আর থমাসের চোখ যেন ফেটে বেরিয়ে যেতে লাগলো রেহানার পোশাক দেখে, আর রেহানা ধীরে ধীরে এক পা এক পা করে এগিয়ে পুলের একদম কিনারে এসে দাঁড়ালো। হাঁটার তালে তালে ওর বড় বড় স্তন দুইটা ভারী হয়ে যেন অল্প অল্প দুলছে, কারন বোঁটার একদম

কাছে যেই কাপড়ের টুকরা লেগে ছিলো, ওটার পক্ষে রেহানার ভারী বড় স্তন দুইটার ওজন সামলানো কোন ভাবেই সম্ভব ছিলো না, আর কোমরের একদম নিচে যে ফিতে ওর গুদের চেরার কাপড়টাকে ঢেকে রেখেছে সেটা ও যেন রেহানার মোটা ফুলো গুদের ঠোঁট দুটিকে ও নিজের ভিতরে ধরে রাখতে পারছে না, কিছুটা যেন বেরিয়ে গেছে কাপড়ের ভিতর থেকে গুদের ঠোঁট দুইটি।

রেহানা যখন ওদের দিকে পীঠ দেখিয়ে মই বেয়ে পুলে নামতে শুরু করলো তখন রেহানার পিছনের দৃশ্য দেখে কবির আর থমাসের নিঃশ্বাস বড় হয়ে গিয়ে যেন বুকের ধুকপুকানি আরও বেড়ে গেলো। রেহানার পুরো পাছা উম্মুক্ত, শুধু মাত্র একটা চিকন ফিতে ওর পাছার খাঁজ হয়ে নিচের দিকে নেমে গেছে। পুলের ভিতরে তিন জনের শরীরই খুব উত্তেজিত হয়ে আছে, এই মুহূর্তে। কবির ও থমাসের বাড়া ফুলে উঠে এমন টাইট হয়ে গেছে যে ওরা দুজনেই খুব অস্বস্তিবোধ করতে লাগলো।

হঠাৎ কবির ঘুরে থমাসের দিকে পানির ছিটা দিলো। এর পর থমাস ও পানি ছুড়তে লাগলো কবির আর রেহানার দিকে, দ্রুতই সবাই আবার আগের মতই পানি ছোঁড়াছুড়ি খেলায় মেতে গেলো।

রেহানা খুব ধীর স্থিরভাবে ওর শরীরের নড়াচড়া করছিলো কারণ একটু বেশি লাফালাফি করলেই বা পানির ঢেউ একটু জোরে লাগলেই ওর বুকের উপরের পাতলা আবরণীটিকে আর বেঁধে রাখা যাবে না। সত্যি বলতে এই কাপড় পানিতে নামার জন্যে তৈরি করা হয় নি। যারা উম্মুক্ত বিচে রোদ পোহানোর ভান করে নিজের শরীর দেখাতে চায় মানুষদের জন্যে, এই কাপড় তাদের জন্যেই।

এরপরে কবির আর থমাস পুলের পানিতে খেলায় মেতে উঠলো, ওরা পানির বাস্কেট বল খেললো কিছুক্ষণ, কে কত দূর থেকে বল বাস্কেটে ফেলতে পারে এটা নিয়ে প্রতিযোগিতা হলো, কে বেশি সুন্দর করে ডাইভ দিতে পারে, সেটা নিয়ে প্রতিযোগিতা করলো। রেহানার কাছে মনে হচ্ছিলো ওরা দুজন যেন ১৫ বছরের বালকের মত করে ওকে মুগ্ধ করার প্রতিযোগিতা করতে লাগলো। আর ওরা দুজন যে ওকে মুগ্ধ করার চেষ্টা করে যাচ্ছিলো এটা ও রেহানা খুব মজা করে উপভোগ করছিলো। এক সময় ওরা রেহানাকে বিচারক হতে বললো ওদের ডাইভিং প্রতিযোগিতার জন্যে। রেহানা মানা করাতে ওরা দুজন যেন ছেলেমানুষের মত করে বায়না করতে লাগলো ওর কাছে।

কবির আগে ডাইভ দিলো, যদি ও ওর ডাইভে ও বেশ ভুল ত্রুটি ছিলো, এরপর থমাস পুল থেকে উঠে পুলের কিনারে দাঁড়ালো ডাইভ দেয়ার জন্যে।

"ওহঃ আমার খোদা!"-রেহানা নিজেকে ফিসফিস করে বললো। ভিজে থাকার কারনে থমাসের পোশাকের ভিতর দিয়ে ওর শরীরের প্রতিটি ভাজ, ওর বাড়া, ওর বিচির থলির দাগ যেন স্পষ্ট হয়ে দেখা দিলো রেহানার চোখের সামনে। থমাস কিনারে দাঁড়িয়ে লাফ না দিয়েই কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলো যেন রেহানাকে দেখার সুযোগ করে দিচ্ছে।

৪/৫ টি ডাইভের পরেই রেহানা ঘোষণা দিলো যে থমাস বিজয়ী। কবির যদি ও জানে যে সে থমাসের মত সুন্দর করে ডাইভ দিতে পারে না, তারপর ও সে কিছুটা মন মরা হয়ে নিজের হতাসা প্রকাশ করলো। মাঝে মাঝে থমাসকে গলফ খেলায় হারিয়েই তাকে নিজের আত্মতুষ্টি নিতে হয়।

যখন কিছুটা অন্ধকার হয়ে গেলো তখন কবির উঠে পুলের পানির নিচের মৃদু আলোগুলি জ্বালিয়ে দিলো। হালকা হালকা নীলাভ আলো ওখানে একটা সুন্দর রোমান্টিক পরিবেশের সৃষ্টি করলো। কবির উঠে গিয়ে ফ্রিজ থেকে আর কিছু বিয়ার নিয়ে আসতে গেলো, কিন্তু নিয়ে আসলো মাত্র একটি, আর ওদেরকে জানালো যে বিয়ার শেষ হয়ে গেছে, ওকে এখন সুপারস্টোরে গিয়ে নিয়ে আসতে হবে।

কবিরের মুখ থেকে কথাটি শুনেই রেহানার শরীরে যেন কারেন্ট বয়ে গেলো, যদি ও ওর মনে নানা রকম চিন্তা চলছিলো। ওর মনে পড়লো যে কবির সামনে না থাকলে থমাসের সাথে ওর কি হয়ে যায়, সে নিশ্চিত হতে পারছিলো না যে, এখন এই মুহূর্তে কবির ওকে আবার ও থমসের কাছে একলা রেখে বাইরে চলে গেলে ভালো হবে নাকি খারাপ হবে।

কবির বেরিয়ে যেতেই থমাস সাঁতরে পুলের অন্য পাশ থেকে রেহানার পাশে চলে এলো। সে দুই হাত দিয়ে রেহানার পায়ের দুই পাশ দিয়ে ধরলো আর ওর চোখের দিকে তাকালো। রেহানা এই ভয়টাই করছিলো, সে একটা লম্বা নিঃশ্বাস নিয়ে থমাসের চোখের দিকে তাকালো, দুজনে দুজনের চোখের দিকে তাকিয়ে রইলো।

হঠাট থমাস রেহানার পায়ের দিকে ধরে ওকে এক টান দিয়ে পুলের কিনার থেকে নিচে নামিয়ে ফেললো। রেহানা চিৎকার দিয়ে পালিয়ে যেতে চাইলো। যখন সে হাত পা ছোঁড়াছুড়ি করছিলো, তখন পানির ধাক্কায় ওর বুকের উপরের পাতলা ছোট্ট কাপড়ের টুকরা দুটি ওর গলার কাছে ভেসে উঠলো। যদিও ওটা আসলে পানির ধাক্কায় উঠে নাই, থমাস ওটাকে উঠিয়ে দিয়েছিলো। রেহানা যখন ওর চোখ থেকে পানি সরিয়ে দিয়ে ওর চুলের গোছাকে পিঠের দিকে ঠেলে দিচ্ছিলো তখন রেহানার বুকের খোলা দুধের উপরের শক্ত হয়ে যাওয়া বোঁটা দুটিকে মনোযোগ দিয়ে দেখছিলো থমাস।

থমাসের মুখের দিকে তাকিয়ে রেহানা বুঝতে পারলো সে কি দেখছে। তারপর সে নিচের বুকের দিকে তাকিয়ে একটা চিল্লান দিয়ে দুই হাত বুকের উপর এনে ওর বড় বড় দুধ দুটিকে ঢাকার চেষ্টা করলো। থমাস ওকে টেনে নিজের দুই বাহুর ভিতরে নিয়ে নিলো।

"থমাস...না..."রেহানা বেশ শান্ত গলায় বললো। যদি ও যখন থমাস নিজের দুই ঠোঁট এগিয়ে দিলো রেহানার ঠোঁটের দিকে তখন সে এতটুকু ও বাঁধা না দিয়েই ওকে চুমু খেতে দিলো। রেহাআন বুঝতে পারলো ওর গুদ মোচড় দিয়ে উঠেছে। থমাসের জিভ ঢুকে গেলো রেহানার মুখের ভিতর আর থমাসের কোমর যেন সাঁড়াশীর মত চেপে ধরলো রেহানার কোমরকে। থমাসের বাড়া মোচড়, ফুলে উঠা, কাঁপুনি দেয়া সব কিছুই রেহানা অনুভব করতে পারছে। সে মনে মনে চাইছিলো যেন ধাক্কা দিয়ে থমাস্কে সরিয়ে দেয়, কিন্তু ওর উত্তেজনা সেটা করতে দিলো না ওকে। আত্মসমর্পণের একটা গোঙ্গানি দিয়ে সে নিজের দুধের উপর থেকে দু হাত সরিয়ে দিয়ে থমাসের গলা জড়িয়ে ধরে নিজেকে ঢেলে দিলো থমাসের কাছে। এখন ওর বড় বড় নরম মসৃণ দুধ থমাসের বুকের সাথে চাপা খেয়ে চিরে চ্যাপ্টা হচ্ছিলো।

রেহানার নিপল যেন আগুনের মত গরম হয়ে থমাসের বুকে ছ্যাকা দিচ্ছিলো। থমাস ওর দু হাত বাড়িয়ে পানির ভিতরে রেহানার খোলা নগ্ন পাছার দাবনা দুটিকে আঁকড়ে ধরলো। দুজনেই আর বেশি কামাতুর হয়ে গেলো যখন থমাস ওর কোমরের কাছের ফুলে উঠা বাড়াকে চেপে ধরলো রেহানার গুদের উপরের নরম ফুলো বেদির উপর।

রেহানার নিঃশ্বাস আটকে যাওয়ায় সে থমাসকে একটু ঠেলে দিয়ে নিজের মুখ সরিয়ে নিলো শ্বাস নেয়ার জন্যে। থমাসকে হাঁসতে দেখে রেহানা নিচের দিকে তাকালো আর ওদের কোমরের কাছে কি হচ্ছে সেটা দেখলো। "ওহঃ খোদা"-বলে রেহানা কাঁতরে উঠলো আর দেখলও যে থমাসের বাড়া উর্ধ্বমুখী হয়ে সাঁতারের পোশাকের উপরের দিকে ঠেলে ওর বাড়ার মাথা বের হয়ে গেছে কোমরের কাছটাতে। ওর বাড়াটা এতো লম্বা ছিলো যে ওটা উপরের দিকে তাক হয়ে প্রায় ওর নাভি ছুঁয়ে ফেলেছে। বাড়ার মাথাটা কিছুটা নীলচে রঙয়ের আর মাথাটা এতো মোটা যে একটা বড় টোম্যাটোর মত। রেহানা চিন্তা করলো যে, এটা হয়ত পানির নিচে এই জন্যে এতো মোটা মনে হচ্ছে।

থমাস রেহানার কাছ থেকে সড়ে গিয়ে ধীরে ধীরে পানির নিচেই ওর পড়নের নিচের দিকের সাঁতারের প্যান্টটা খুলে ফেলতে লাগলো। রেহানার চোখ বড় হয়ে গেলো থমাসের কর্মকাণ্ড দেখে, " থমাস, কবির একটু পরেই এসে পড়বে।"-যেন সে সাবধান করে দিতে চাইছে থমাসকে। এরপরই ওর মুখ যেন হা হয়ে গেল যখন থমাসের বাড়া পূর্ণ মহিমায় কোন প্রকার আবরন ছাড়াই ওর সামনে দৃশ্যমান হলো। রেহানা বুকের ধুকপুকানি বেড়ে গিয়ে উত্তেজনায় ওর শরীর ফেটে পড়তে চাইলো। সে তাড়াতাড়ি থমাসের নগ্ন রুপের দিক থেকে চোখ সরিয়ে ঘরের দরজার দিকে তাকালো যেন ওখান দিয়ে যে কোন মুহূর্তে কবির এসে ঢুকতে পারে।

যা সে জানে না তা হলো কবির কোথাও যায় নি। এই মুহূর্তে সে দাঁড়িয়ে আছে ওদের বাড়ির ভিতরের একটা ঝোপের আড়ালে যেখান থেকে পুলের সমস্ত জায়গাটাই দেখা যায় স্পষ্ট। সে সব কিছুই দেখছে, আর তার বাড়া ও উত্তেজনায় ফুলে উঠে ঢোল হয়ে গেছে। থমাস আবার এগিয়ে গেল রেহানার দিকে তারপর ওকে আবার ও জড়িয়ে ধরে নিজের বাহুর ভিতর নিয়ে চুময় চুময়

ভরিয়ে দিতে লাগলো। রেহানা আবার অনুভব করতে লাগলো থমসের ঠোঁট নিজের ঠোঁটের ভিতরে, ওর বুক রেহানার বুকের সাথে আর থমাসের উন্মুক্ত বাড়া সটান হয়ে রেহানার তলপেটে খোঁচা দিতে লাগলো।

থমাস অনেকক্ষণ ধরে রেহানাকে মনের আঁশ মিটিয়ে চুমু খেয়ে ওকে একেবারে উত্তেজিত করে ফেললো, যেন ওর ভিতরে কোন রকম দ্বিধাই কাজ না করতে পারে। এরপর থমাস ওর কোমর দুই হাত ধরে ওকে পুলের কিনারে বসিয়ে দিলো, এখন থমাসের শরীর রেহানার দুই পায়ের মাঝে, আর থমাসের মুখ ঠিক রেহানার গুদের বরাবর।

"থমাস...কি করতে চাইছো তুমি?"রেহানা ফিসফিস করে নরম স্বরে আদুরে গলায় জানতে চাইলো। রেহানা বার বার ঘরের দুরজার দিকে তাকাচ্ছিলো, আর এদিকে থমাস ওর দু পাকে দুদিকে সরিয়ে দিয়ে রেহানার গোপন জায়গাটাকে নিজের চোখের সামনে উন্মুক্ত করে দিতে লাগলো।

"আমি তোমার গুদ চুষে খাবো এখন?"- সে খুব আত্মবিশ্বাস নিয়ে ধীর গলায় বললো।

"ওহঃ খোদা...এটা পুরো পাগলামি হয়ে যাচ্ছে...কবির মাত্র চলে...ওহঃ খোদা..."-রেহানার শরীর যেন কেঁপে উঠে নিঃশ্বাস আটকে দিলো যখন থমাস দুই হাত দিয়ে ওর দুই পা কে ও পানির উপরে পুলের কিনারে উঠিয়ে দিলো। "ওহঃ থমাস...ওহঃ খোদা..."- রেহানা হিসিয়ে উঠলো কারন থমাসের জিভের ছোঁয়া সে পেল গুদের চেরার কাছের পাতলা কাপড়ের উপর দিয়ে।

থমাস ওর দুই পা নিজের দুই কাঁধে উঠিয়ে নিয়ে দু হাত দিয়ে ওর কোমরের পিছনের জড়িয়ে ধরে ওকে নিজের দিকে টেনে আনলো আর কাপড়ের বাইরে দিয়ে রেহানার নরম ফুলো গুদের যে অংশটুকু এই মুহূর্তে উন্মুক্ত ছিলো, সেখানে জিভ দিয়ে চেটে চুষে, চুমু দিয়ে রেহানাকে যেন পাগল প্রায় করে ফেলতে শুরু করলো।

রেহানা যেন কামে পাগল হয়ে গেছে এই মুহূর্তে, তার পাছা আপনা থেকেই উঁচু হয়ে নিজেকে মেলে ধরতে লাগলো থমাসের উষ্ণ ঠোঁট আর জিভের কাছে। থমাস কিছুক্ষণ এদিক ওদিক চুমু চাটা করে, নিজের একটা হাতের আঙ্গুল ওর গুদের কাছের কাপড়ের ভিতর ঢুকিয়ে ওটাকে এক পাশে সরিয়ে রেহানার গুদ পুরো খুলে দিলো ওর চোখের সামনে।

রেহানা থমাসের মাথার পিছন দিকে হাত দিয়ে টেনে ধরে ওটাকে চেপে ধরলো ওর খোলা গুদের ঠোঁটের উপর আর ওর মুখ দিয়ে "আহঃ...হহহহহহহ...আহঃ..." শব্দ বের হতে লাগলো, কারন থমাসের জিভ রেহানার গুদের দুই ঠোঁটের উপর জাদু চালাতে লাগলো।

পুলের দুজনের মতই উত্তেজিত কবির নিজে ও। সে প্যান্টের ভিতর থকে নিজের বাড়া বের করে ধীরে ধীরে খেঁচতে খেঁচতে পুলের দৃশ্যের দিকে কড়া চোখে নজর রাখতে লাগলো।

"ওহঃ...খোদা...থমাস...চুষে দাও...খেয়ে ফেলো আমার গুদটাকে...ওহঃ থমাস..."-রেহানার মুখে দিয়ে জোরে জোরে কথাগুলি বের হতে লাগলো, এতো জোরে যে কবির এতো দূর থেকে স্পষ্ট প্রতিটি কাতরানি শুনতে পাচ্ছিলো ওর। রেহেয়ান্ত্র চিতাক্র যেন ধীরে ধীরে বাড়তে লাগলো, কারন থমাস খুব স্পর্শকাতর জায়গা গুলিতেই ওর জিভ খেলিয়ে যাচ্ছিলো। এরপর থমাস ওর মুখের ভিতরে রেহানার গুদের ফুলে উঠা কম্পিত ভঙ্গাকুরকে দুই ঠোঁটের মাঝে ঢুকিয়ে একমন একটা কড়া চোষণ দিলো যে রেহানা শুধু শরীর মোচড়াতে লাগলো, সে যেন চিৎকার করর জন্যে উপরের আকাশের দিকে তাকিয়ে মুখ হা করলো, কিন্তু এক ফোঁটা শব্দ ও ওর গলা দিয়ে বের হতে পারলো না, এরপরেই ওর শরীর স্পন্দিত হয়ে গুদের রস ছাড়তে শুরু করলো। থমাসের পক্ষে নিচে পুলে দাঁড়িয়ে রেহানার কম্পিত মোচড় খাওয়া শরীরকে সামলানো বেশ কষ্ট হয়ে যাচ্ছিলো, কারন গলা কাঁটা জন্তুর মত একটা চিৎকার বের হয়ে এলো অবশেষে রেহানার মুখ দিয়ে। রেহানার রাগ মোচন যেন থামতেই চাইছে না। অনেকক্ষণ ধরে শিহরিত হতে হতে ধীরে ধীরে রেহানার শরীর যেন এক্ত উএক্তু করে স্থির হতে লাগলো, যদি ও থমাস এখন ও গুদ চোষণ কারজ না থামিয়ে চালিয়ে যাচ্ছিলো। কারো নেমন সুমিষ্ট গুদের রস এক ফোঁটা ও থমাস বাইরে ফেলতে রাজী ছিলো না, সবটুকু গিলে চুষে খেয়ে নিয়ে রেহানার কামানো গুদকে ঝকঝকে তকতকে করিয়ে দিয়ে তারপর সে মুখ উঠালো।

থমাস সড়ে যাওয়া সাথে সাথে রেহানা পিছিয়ে গিয়ে কোমর সরিয়ে নিয়ে ফ্লোরের উপর চিত হয়ে শুয়ে গেল। একটু পরে সে উঠে বসে থমাসের হাঁসি হাঁসি মুখের দিকে তাকালো। সে মাথা ঝুঁকিয়ে থমাসের ঠোঁটে একটা আলতো চুমু দিয়ে বললো, "এটা ছিলো আমার জীবনের অন্যতম একটা শ্রেষ্ঠ রাগমোচন...অনেক ধন্যবাদ তোমাকে"-রেহানা ফিসফিস করে বললো।

"এটা আমার ও আনন্দ"-থমাস জবাব দিলো।
হঠাৎ ফোন বেজে উঠায় দুজনেই যেন লাফ দিয়ে উঠলো। রেহানা তাড়াতাড়ি উঠে ওর গুদের উপর কাপড়টা টেনে দিলো আর ফোনের দিকে ছুটল। যদি ও বুকের কাপড় যে সড়ে গিয়েছে সে খেয়ালই ছিলো না ওর। ওর কাছে এমন মনে হচ্ছিলো যেন সে ধরা পড়ে গেছে কবিরের কাছে।

"হ্যাঁ, বোলো"-রেহানা এখন ও শ্বাস ঠিক করার চেষ্টা চালিয়ে যেতে লাগলো।

ফোনের ওই পাশে কবির ছিলো। "রেহানা, আমার গাড়ীর চাকা পাঙ্কচার হয়ে গেছে। আমি গ্যারেজে ফোন করে দিয়েছে, ওখান থেকে লোক এসে ঠিক করে দিলে তারপর আসতে পারবো বাসায়, হয়ত আর ১ ঘণ্টা লাগতে পারে"

"ঠিক আছে জানু। তুমি ফোন করে ভালো করেছো। থমাস আর আমি দুজনেই তোমার জন্যে চিন্তিত ছিলাম"

কবির অনেক কষ্ট করে হাঁসি ঠেকিয়ে রাখলো রেহানার কথা শুনে। "আমি তোমাকে ভালোবাসি, জান"।

"আমি ও তোমাকে অনেক ভালোবাসি, জানু"-বলে রেহানা ফোন কেটে দিয়ে থমাসের দিকে তাকালো, থমাস এর মধ্যেই পুল থেকে উঠে পুলের পাশেই বসে আছে।

রেহানা ফোন কেটে দিয়ে আবার পুলে নেমে গেলো। "কবিরের আসতে আর ১ ঘণ্টা লাগবে, ওর গাড়ীর চাকা নষ্ট হয়ে গেছে।"-বলে সে যেন একটা সস্তির নিঃশ্বাস ফেললো আর কামনা ভরা চোখে থমাসের বাড়ার দিকে তাকালো। পুলে নেমে সে হেঁটে থমাসের কাছে আসলো, পানির ভিতর ওর বড় বড় দুধ দুইটা দোল খাচ্ছে, আর রেহানা থমাসের ঠাঠানো বাড়ার দিকে তাকিয়ে ওর একদম কাছে চলে এলো।

থমাস পুলের কিনারে নিজের দুই হাত পিছনে নিয়ে ঘাসের উপর থেক দিয়ে কিছুটা পিছনের হেলান দিয়ে দু পা দুদিকে ছড়িয়ে দিয়ে বসে ছিলো। রেহানার মত সুন্দরী রূপসীকে নিজের বাড়ার দিকে লোভাতুর দৃষ্টিতে তাকিয়ে পানি কেটে কেটে সামনে এগিয়ে আসতে দেখে ওর শরীরের রন্ধে রন্ধে শিহরন আর উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ছিলো। ওর হৃদয়ের প্রতিটি স্পন্দের সাথে যেন ওর বাড়া প্রতিবারই একটু নড়ে উঠে নিজের কামনা প্রকাশ করছিলো। ওর বিশাল বিচি জোড়া সিমেনেতের ফ্লোরের উপরে ধেবড়ে বসে ক্রমাগত সংকুচিত ও প্রসারিত হয়ে চরম আনন্দের জন্যে যেন প্রস্তুত হচ্ছে। ওর বাড়ার মাথায় স্পষ্ট মদন রসের একটি বড় ফোঁটা যেন চুইয়ে চুইয়ে বের হচ্ছে।

যেভাবে একটু আগে থমাস রেহানার দুই ছড়ানো পায়ের মাঝে একটু আগেই দাঁড়িয়ে ছিলো, ঠিক সেভাবেই এবার রেহানা ওর দুই পায়ের মাঝে এসে দাঁড়ালো। রেহানা প্রথমে ওর দুই শক্তিশালী সুঠাম দুই উরুর উপর নিজের হাত বুলিয়ে দিলো কিন্তু ওর চোখ এমনভাবে থমাসের বাড়ার উপর নিবিষ্ট ছিলো যেন মনে হচ্ছিলো থমাস ওকে হিপনোটাইজ বা সম্মোহিত করে রেখেছে। ওর কাছে মনে হচ্ছিলো থমাসের বাড়াটা যেন একটা বড় কালো গোখড়া সাপ আর সে হচ্ছে এই সাপের সাপুড়িয়া। হঠাৎ ওর গলায় মুখে ভীষণভাবে লালা নিঃসরণ হতে লাগলো যেমন হয় মেয়েদের টক জাতীয় কোন ফল দেখলে। ধীরে ধীরে সে হাত এগিয়ে নিয়ে বাড়ার গোঁড়াকে শক্ত মুঠোতে ধরলো, আর সাথে সাথে যেন ওর নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে গেলো এইভেবে যে ওর হাতের পুরো মুঠোতে ওর বাড়াকে ঘিরে ধরা যাচ্ছে না, এটা এতো মোটা।

রেহেনার নরম হাতের মুঠোতে নিজের বাড়াকে ধরতে দেখে মুখ দিয়ে একটা গোঙ্গানি বের হয়ে গেলো থমাসের। আজকের আগে সে কখনও লক্ষ্যই করেনি যে ওর হাতের মুঠো কতো ছোট, বা আঙ্গুল কতো চিকন। পুরো বাড়াকে গোঁড়া থেকে আগা পর্যন্ত

জদিন পর পর তিনবার ধরে তারপর ও কিছুটা অংশ হাতের মুঠোর বাইরে রয়ে যাবে। নিজের স্ত্রীর হাতের মুঠোতে বন্ধুর বিশাল বাড়াকে দূর থেকে দেখে কবিরের বাড়া যেন বার বার মোচড় মেড়ে যাচ্ছিলো।

"মুখে নাও, রেহানা, চুষে দাও ওটাকে"-থমাস যেন আর থাকতে না পেরে হিসিয়ে উঠলো।

রেহানার কামনা মাখা চেহারায় কোন ভাবান্তর হলো না থমাসের আদেশ শুনে। সে ধীরে মাথা নামিয়ে জিভ বের করে থমাসের বাড়ার মাথার মদন রস নিজের মুখে নিলো। সে স্বাদের মিষ্টতায় সে যেন গুঙ্গিয়ে উঠলো। তারপর একটা বড় হা করে ওর বাড়ার মুণ্ডিটাকে মুখের ভিতর ঢুকিয়ে নিলো। ওর মুখের লালা রসে বাড়ার মাথা ভিজে সিক্ত হয়ে গেলো আর থমাসের মুখ দিয়ে আরেকটা গোঙ্গানি যেন বের হয়ে এলো। এক সাথে তিনটা গোঙ্গানি হলো, কারন ঝোপের আড়াল থেকে কবির নিজে ও এই গোঙ্গানিতে সামিল ছিলো।

থমাসের বাড়াকে এক হাত দিয়ে উপর নিচ করতে করতে বাড়ার মুণ্ডি সহ যতটুকু সম্ভব নিজের মুখে নিয়ে দ্রুত বেগে চোষা ও হাতের উপর নিচ করে খেঁচতে লাগলো রেহানা। ধীরে ধীরে বেগ বাড়তে লাগলো আর থমাসের মুখ দিয়ে কাতর শীৎকার বের হতে শুরু করলো।

"ওহঃ রেহানা...ওহঃ খোদা...আসছে, মাল আসছে...আহঃহহহ..."-করে বেশ জোরেই গোঙ্গানিয়ে দিয়ে থমাস রেহেনার মাথা চেপে ধরলো ওর বাড়া উপর আর নিজের কোমরকে উপরের দিকে ঠেলে যেন রেহানার মুখের ভিতর আর একটু বেশি ঢুকিয়ে নিলো নিজের বাড়াটা।

হঠাৎই রেহানার মুখ ভরে গেলো থমাসের ঘন ফ্যাদা গলার ভিতর পড়তে শুরু করায় কিন্তু সে বাড়ার মাথাকে মুখ থেকে বের করতে এতটুকু ও ইচ্ছুক নয়। সে গিলতে লাগলো আর গলা দিয়ে ঢোঁক গিলে গিলে থমাসের বাড়ার মিষ্টি রস পেটে চালান করতে লাগলো। থমাসের বাড়া নড়ে নড়ে উঠে মাল ফেলতেই লাগলো। কিছুটা ফ্যাদা রেহানার ঠোঁটের দুই কিনার দিয়ে বেরিয়ে এসে ওর বাড়ার গাঁ বেয়ে গড়িয়ে নিচে নামতে শুরু করলো যাতে ওর হাতের আঙ্গুল ও ফ্যাদায় মাখামাখি হয়ে গেলো। সে ফ্যাদা মাখা আঙ্গুল দিয়ে ও বাড়ার গোঁড়া থেকে চেপে চেপে যেন আর বেশি রস বের করার জন্যে চেষ্টা করতে লাগলো।

অবশেষে থমাস বাঁকানো পীঠকে ছেড়ে দিয়ে ঘাসের উপর চিত হয়ে শুয়ে গেলো আর ওর বুকের পেশী জোরে জোরে উপর নিচ হয়ে উঠা নামা করতে লাগলো।

রেহানার এর পরে ও থমাসের বাড়া থেকে মুখ না সরিয়ে ওটাকে চুষতে লাগলো। সে নিজের হাতের আঙ্গুল বাড়ার গাঁ থেকে উঠিয়ে চেটে চেটে আঙ্গুলের গায়ে লেগে থাকা রস গিলতে লাগলো আর বাড়ার সারা গাঁ ঠোঁট আর জিভ দিয়ে চেটে ওখানে লেগে থাকা রস ও মুখে নিয়ে নিলো।

অবশেষে কবির যখন ফেরত আসলো তখন থমাস আর রেহানা দুজনেই ভদ্রস্ত হয়ে পুলের পাশে টেবিলে কাছে বসে গল্প করছিলো। "একটা ভালো বিপদ গেলো আজকে..."কবির বলছিলো, "আমি চিন্তা করছি এই গ্যারেজের সাথে আমার চুক্তি সামনে নবায়ন করবো কি না। কারন আমার ডাক পাওয়ার পরে ও ওরা লোক পাঠাতে এতো দেরি করছিলো আর যেই লোক আসলো সে ও কাজে খুব কাঁচা। এই জন্যেই এতো দেরি হয়ে গেলো।"-কবির যেন ওর দেরি হওয়ার ব্যখ্যা দিতে চেষ্টা করলো, কিন্তু রেহানা আর থমাস কিছু না বলে ওদের নিজেদের ভাবনায় মসগুল হয়ে রইলো যেন কবিরের কোন কথাই ওদের কানে ঢুকছে না।

থমাস চলে যাবার পরে কবির আর রেহানা বিছানায় চলে গেলো। আজ আবার ও রেহানা যেন বাঘিনী। সে কবিরের বাড়া চুষতে চুষতে যখন কবির সতর্ক করলো যে ওর মাল বেরিয়ে যাবে, তখন কবিরের গায়ের উপর উঠে বাড়াকে নিজের রসে ভরা গুদে ভরে নিয়ে উপর থেকে কবিরকে চুদতে লাগলো, পাগলের মত ঠাপাটে ঠাপাটে কবির মাল গুদে ভরে আন্র নিজের ওর রাগ মোচন করে তারপর একটা সন্তুষ্টির হাঁসি দিয়ে রেহানা কবিরের শরীরের উপর থেকে নামলো। কবির সাথে সাথেই ঘুমিয়ে গেলো কারন

এটা ছিলো ওর এই রাতের দ্বিতীয় বার মাল ফেলা। রেহানা যখন থমাসের বাড়া থেকে মাল চুষে খাচ্ছিলো, তখন ঝোপের আড়ালেই সে তার বাড়ার মাল ও ফেলে দিয়েছিলো একবার।

পঞ্চম পরিচ্ছেদঃ

পরদিন শনিবার সকালে রেহানা আর মলি জিমের জুস বারে বসে রোদ পোহাতে পোহাতে সুন্দর সকাল উপভোগ করছিলো। ব্যয়াম শেষ করে ওর গাজর আর ফলের মিলিত জুস খেতে খেতে কথা বলছিলো। দুজনের মুখেই শয়তানী হাঁসি খেলা করছিলো আর দুজনের পেটই যেন ফেটে যাচ্ছিলো নিজদের ঘটনা অন্যকে শুনানোর জন্যে।

"তো, কি হলো?"-দুজনের মুখ থেকে একই সাথে কথাটা বের হলো দেখে নিজেরা হেঁসে উঠলো।

"তুমি আগে বলো?"-রেহানা তাড়া দিলো মলিকে।

"ঠিক আছে, কিন্তু আমি জানি তুমি আমার কথা একটু ও বিশ্বাস করবে না"

"আহঃ...ও তোমার সেই পুরনো চটকদার গল্প!"-রেহানা হেঁসে বললো, যদি ও সে ভিতরে খুব উত্তেজিত হয়ে আছে।

"হ্যাঁ, ঠিক তাই...বৃহস্পতিবার রাতে রেজ্জির সাথে দেখা করার কথা ছিলো আমার। বেশ অন্যদিনের মতই আমরা চোদাচুদি শুরু করেছিলাম। আমি ওর বাড়া চুষে দিলাম, সে আমার গায়ের উপর উঠে ঠাপ শুরু করে দিলো এরপরেই সে আমাকে উল্টে দিলো, আমি ভাবলাম যে পিছন থেকে আমার গুদে বাড়া ঢুকাবে। কিন্তু না...সে ঢুকিয়ে দিলো আমার.....পোঁদে...এটাই তুমি বিশ্বাস করবে না বলছিলাম"-মলি বলতে বলতে হেঁসে উঠলো, এরপর একটু থেমে নিজের দু চোখ বন্ধ করে যেন সেই স্মৃতি মনে করছে এমনভাবে বললো, "ওহঃ খোদা, সে কি ভীষণ চোদাটাই না দিলো আমাকে..."

"ওহঃ খোদা...মলি...এরপর.....?"-রেহেনা উত্তেজিত হয়ে বললো।

"ওয়েল...সে আমাকে চোদার সময়ে দুই কি তিনবার আমার গুদের রস খসানোর কথা আমার মনে আছে, এরপরে ও কতক্ষন আমার পোঁদে বাড়া দাগিয়েছিলো আমার একটু ও মনে নেই...সে আমার পোঁদে এমন ব্যথা করছে আর আমার পোঁদের ফুঁটা এতো বড় করে দিয়েছে, যে সেই ব্যথা আমার এখনও আছে।"

"আমি বাজি ধরতে পারি যে, ওই চোদা তোর কাছে খুব ভালো ও লেগেছে, তাই না?"-রেহানা জানতে চাইলো।

"থামো বন্ধু, থামো...তুমি এখন ও সবচেয়ে মজার আর সুখের অংশটুকুই শুনো নাই...আমি ঘরে ফিরে আসার পরে রাকিব আমার জন্যে বিছানার উপরে অপেক্ষা করছিলো। ৩০ সেকেন্দের মধ্যে আমার কাপড় খুলে সে আমাকে চুদতে শুরু করলো। আমি দেখতে পেলাম যে সে ঠাপ দেয়ার সময় বার বার নিচে যখন ওর বাড়া গুদ থেকে বের হচ্ছিলো, সেখানে তাকিয়ে যেন কি খুজতেছিলো, আমি তোমাকে সপথ করে বলতে পারি বন্ধু, যে সে খব হতাশ হয়ে গিয়েছিলো ওর বাড়ার গায়ে রেজ্জির ফ্যাদার কোন অস্তিত না দেখে। যদি ও তখন রেজ্জির ফ্যাদা আমার পোঁদ থেকে একটু একটু করে বের হতে শুরু করেছে গুদে রাকিবের বাড়ার চাপ খেয়ে।"-মলি থেমে গিয়ে একটু বিরতি দিয়ে জানতে চাইলো, "দোস্ত, তোমার কাছে এইসব কথা খুব নোংরামি আর ঘৃণিত কাজ বলে মনে হচ্ছে না তো?"

"না...না...তাড়াতাড়ি বলো, সবটুকু..."-রেহানা তাড়া দিলো এমনভাবে যেন এই ঘটনার চাক্ষুস সাক্ষী সে নিজে।

"ওকে...কিন্তু আমি তোমাকে সাবধান করছি কিন্তু, এরপরের ঘটনা তুমি আর বেশি বিশ্বাস করতেই চাইবে না...আমি রাকিবকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে আমার গুদ থেকে ওর বাড়াকে বের করে দিলাম, তারপর উল্টে গিয়ে কাধ বিছানার সাথে লাগিয়ে নিজের দুই

হাত দুপাশ দিয়ে পিছনের নিয়ে, ঠিক যেভাবে পর্ণ ছবির নায়িকারা নিজেদের পোঁদ ফাঁক করে ধরে ক্যামেরার সামনে, ঠিক সেভাবে আমার পোঁদ ফাঁক করে ধরলাম রাকিবের চোখের সামনে"

রেহানা একটা বড় নিঃশ্বাস ভিতরে নিয়ে আটকে দিলো।

"ওহঃ বন্ধু...রাকিব ও ঠিক এইভাবেই নিঃশ্বাস বন্ধ করে ফেলেছিলো। আমি বুঝতে পারছিলাম যে রেঞ্জির ফ্যাদা আমার পোঁদ থেকে বুদবুদ, ভতভত করে বের হতে শুরু করে গুদের দেয়াল বেয়ে পড়তে শুরু করলো। রাকিব কি দেখছিলো সেটা আমি কল্পনা করতে পারছিলাম। আমার পোঁদের গর্ত ফুলে লাল হয়ে ফাঁক হয়ে গিয়েছিলো..."-মলি আবার ও থামলো।

"তারপর?"-রেহানা মলিকে থামতে দেখে অস্থিরভাবে জানতে চাইলো।

"তোমাকে এসব বলা আমার মোটেই উচিত হচ্ছে না, দোস্ত"-মলি বললো।

"ওহঃ খোদা, মলি...মাঝে মাঝে তুই এমন বিরক্তিকর কাজ করিস না, তাড়াতাড়ি বল, রাকিব কি বললো, এটা দেখে?"-রেহানা মুখে ভ্রুকুটি করে যেন মলিকে ভৎসনা করলো।

"রেহানা, সে মাথা নিচু করে আমার পোঁদের কাছে মুখ নিয়ে আমার পোঁদ, গুদ সব চুষতে লাগলো"

রেহানা একটা কথা ও না বলে চুপ করে বন্ধুর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো। তারপর চোখ বড় করে যেন বুঝতে পারে নি মলির কথা এমনভাবে বেশ জোরে বলে উঠলো, "সে কি করলো?"

রেহানার মুখের উচ্চ শব্দে সচকিত হয়ে মলি চারদিকে তাকিয়ে দেখে নিলো যে কেও ওদেরকে লক্ষ্য করছে কি না। "দোষ, আস্তে বলো, মানুষ শুনতে পাবে..."-মলি সাবধান করলো রেহানাকে।

"দুঃখিত, বন্ধু"-রেহানা বললো।

"রাকিব আমার পোঁদের ফুটো চুষে সব ফ্যাদা বের করে খেয়ে নিলো। যদি ও আমার মনে এতটুকু পরিমান সন্দেহ ছিলো যে রাকিব রেঞ্জির কথা জানে কি না, ওই মুহূর্তে সেটা আর এতটুকু ও ছিলো না। সে দিরঘক্ষন আমার পোঁদের ফুটো সহ চারপাশ চুষে তারপর নিজে ও আমার পোঁদে বাড়া ঢুকালো আর রেঞ্জির মতই আমার পোঁদে নিজের ফ্যাদা ঢাললো"

মলির গল্প শুনে রেহানা যেন কাঁপছিলো উত্তেজনায়। সে চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে কাঁপা হাতে নিজের জুসের গ্লাসে চুমুক দিতে দিতে মলির গল্প হজম করার চেষ্টা করছিলো। "ওহঃ খোদা, মলি, তুই কি করেছিস! এখন এর চেয়ে শক্তিশালী কোন পানীয় দরকার ছিলো আমার"-রেহানা নিজের জুসের গ্লাসের দিকে ইঙ্গিত করে বললো।

"ঠিক আছে, এখন তোমার পালা। থমাসের সাথে কি হলো, সব খুলে বলো"-মলি দাবি করলো।

রেহানা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললো, "আমার গল্প তোমার গল্পের কাছে কিছুই না, বা উত্তেজনাকর কিছুই মনে হবে না তোমার কাছে। তারপর ও বলছি কি হয়েছিলো থমাসের সাথে..."

রেহানা সেদিন সন্ধ্যের আর রাতের সব ঘটনা খুলে বললো। কথাগুলি একদম পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে বর্ণনা করার সময় ইচ্ছে করেই রেহানা "গুদ, বাড়া, ফ্যাদা" এই শব্দগুলি ব্যবহার করলো। যদি ও মলির গল্পের তুলনায় ওর নিজের গল্পে তেমন উত্তেজনাকর কিছু ছিলো না।

রেহানার বলা শেষ হওয়ার সাথে সাথে মলি প্রশ্ন করলো, "তাহলে কখন তুমি থমাসকে চুদতে দিবে বলে চিন্তা করেছো?"

"আমি কখন ও কবির ছাড়া বাইরের কারো সাথে যৌন সম্পর্ক করি নি, করেছি কি? এখন কিভাবে...?"-রেহানার বাক্য শেষ হওয়ার আগেই মলি বললো, "কাম অন রেহানা, তুমি ভালো করেই জানো, যে এটা হবেই, থমাস তোমাকে না চুদে ছাড়বে না, এখন বা পরে, যাই হোক না কেন!"

"হয়ত, কিন্তু এখনও আমি যা করেছি ওর সাথে সেটা নিয়ে আমি খব অপরাধবোধে ভুগছি।"-রেহানা বলতে লাগলো, "যদি ও যতটুকু অপরাধীভাব থাকার কথা ছিলো আমার মনে, ততটুকু নেই, কিন্তু কিছু বাঁধা তো আছে মনে। এর কারন হচ্ছে এর ফলে কবির আমার কাছ থেকে যে পরিমান সেক্স পাওয়ার কথা ছিলো, তার চেয়ে অনেক বেশি পাচ্ছে এই ঘটনার কারনে। কিন্তু সমস্যা আছে..."-রেহানা থেমে গেলো।

"কি সমস্যা?"

"ওয়েল...কবির আর আমি এখন ও বাচ্চার জন্যে চেষ্টা করছি...তুমি বুঝতে পারছো তো...আমি কোন পিল খাই না, আর কবির ও কোন কনডম ব্যবহার করে না। আর আমি এখন পিল খেতে পারবো ও না।"

"তাহলে থমাসকে বলবে কনডম ব্যবহার করতে!"

"এতো সহজ না বন্ধু। আমি থমাস আর কবিরের কথা শুনেছি, থমাস ওকে অনেক সময়ই বলেছে যে সে কনডম একদম পছন্দ করে না, আর কখনও ব্যবহার ও করতে চায় না। আর সত্যি বলতে, আমি নিজে ও কনডম পছন্দ করি না একদমই।"

"তাহলে তো তোমার উভয় সংকট!"

"আমি জানি"

"ধর, থমাস, মাল ফেলার সময় বাইরে টেনে বের করে নিলো, সেটা ও তো হতে পারে।"

"যত সহজে বলছো, ব্যপারটা অতো সহজ নয়। সেক্সের সময় থমাসকে যেমন নিজের সুখের দিকে তাকাতে হবে, তেমনি আমার দিকে ও তো তাকাতে হবে, ওই সময় যদি ও বাড়া বের করে নেয়, তাহলে আমি ও হয়ত ওর সাথে সেক্স করতে চাইব না আর দ্বিতীয়বার।"-রেহানা চিন্তিত মুখে বললো।

এদিকে ক্লাবের বারান্দায় বসে থমাস আর কবির দুজনে ওর দ্বিতীয় বিয়ার খাচ্ছিলো। ওর সব পয়েন্ট মিলিয়ে দেখে বুঝতে পারলো যে আজকের খেলায় কবির জিতেছে, আর থমাস এখন কবিরকে ২০০ টাকা দিতে হবে। যদি ও থমাসের খেলা খুব খারাপ ছিলো না। কিন্তু খেলার সময় বা খেলার আগে ও সেদিন রাতে ঘটনা নিয়ে ওরা আলোচনা করে নি। থমাস জানে যে কবির ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে ছিলো, আর সেই কারনেই থমাসের আজ খেলায় একদম মন ছিলো না। ওর মনে নানা রকম মিশ্র প্রতিক্রিয়া হচ্ছিলো।

"থুম একদম চুপচাপ, থমাস, কি হয়েছে?"-কবির জানতে চাইলো।

"আমি জানি না...মনে হচ্ছে কি যেন..."-থমাস একটু দ্বিধা নিয়ে চুপ করে গেলো।

"কাম অন, বন্ধু, বলো কি হয়েছে?"

"ওয়েল, আসলে ব্যপারটা হচ্ছে, আমি রেহানাকে খুব পছন্দ করি, আর আমি জানি সে খুব ভালো সুন্দরী আর স্পর্শকাতর মেয়ে...মনে হচ্ছে আমি ওকে ঠকাচ্ছি, আমি ওর সাথে যেন প্রতারনা করছি আমন মনে হচ্ছে।"

"এক মিনিট বন্ধু। তুমি আর কখনও কোন বিবাহিত মেয়ে মানুষের সাথে প্রতারনা করেছো কি?"

"হ্যাঁ, করেছি"-থমাস স্বীকার করে নিলো, "সেটা ভিন্ন ধরনের ঘটনা"- সে বুঝতে পারছিলো কবির কি বলতে চায়।

"অবশ্যই ভিন্ন ঘটনা...সত্যি বলতে সেগুলির কোন ক্ষেত্রে তার স্বামী জানতো, বা স্বামী কি তোমাকে অনুমতি দিয়েছিলো ওর স্ত্রীর সাথে সম্পর্ক করার জন্যে, তাহলে?"-কবির একটু থেমে ওর হাতের শেষ অস্ত্র প্রয়োগ করে দিলো, " তাহলে তুমি এখানেই থেমে যেতে চাও?"

"না"-উত্তরটি যেন বিদ্যুৎ গতিতে বের হলো থমাসের মুখ দিয়ে।

কবির ওর চেপে রাখা শঙ্কার নিঃশ্বাস ছেড়ে দিয়ে বললো, "শুন বন্ধু, নিশ্চিতভাবেই রেহানা ব্যপারটা খুব উপভোগ করছে, নাহলে সে প্রতি রাতে আমার উপর এভাবে হামলে পড়তো না মোটেই...সে যদি উপভোগ করতে পারে, তাহলে তুমি কেন নয়?"

"ঠিক আছে, আমি তোমার যুক্তি মেনে নিলাম"-থমাস যেন হেরে গেলো ওর বন্ধুর কাছে এভাবে বললো, যদি ও ওর মন সায় দিচ্ছিলো না রেহানার সাথে এভাবে লুকোচুরি করতে।

কবির আবার বিয়ারের আদেশ দিয়ে থমাসের দিকে ফিরে বললো, "তাহলে এখন কি করবে? তোমার মনে কোন প্ল্যান আছে সামনে কি করবে?"

"ওয়েল, সামনে শুক্রবার রাতে আমার একটা দাতব্য সংস্থার অনুষ্ঠান আছে। সেদিন হয়ত আমি একটা পুরস্কার ও পেয়ে যেতে পারি জাতিসংঘের কাছ থেকে। আমি একাই যেতাম, কিন্তু চিন্তা করছিলাম রেহানাকে সাথে নিয়ে যাওয়া যায় কি না?"

"আচ্ছা প্রেমিক প্রেমিকার ডেট এর মত?" কবির চিন্তা করে বললো, "এটা হতে পারে।"

"যেহেতু আমাকে আমার বসের সাথে এক গাড়িতে যেতে হবে, তাই আমি নিশ্চিত না যে কিছু হবে কি না"

"তাহলে এটা শুধু একটা সামাজিকতা রক্ষার মত ব্যপার হবে? তাই কি?"

"হ্যাঁ, তাই। এটা হবে সোনারগাঁ হোটেলের বলরুমে"

"ঠিক আছে আমি রেহানাকে রাজী করাবো, এমনভাব করবো যেন তোমার সাথে অন্য কারো যাওয়ার কথা ছিলো, কিন্তু সে না যাওয়ায় তোমাকে রেহানাকে নিয়েই যেতে হবে সেখানে, ঠিক আছে?"-কবির মাথা নাড়িয়ে বললো।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদঃ

কবির যখন রেহানাকে পুরস্কার অনুষ্ঠানে থমাসের সাথে যাওয়ার কথা বললো তখন রেহানা কোন প্রতিক্রিয়া দেখালো না। যদি ও কবির বুঝতে পারে নি যে থমাসের কথা বলার সাথে সাথে রেহেনার বুকের ধুকপুকানি বেড়ে গেছে।

"আমাকে নতুন ড্রেস, জুতা কিনতে যেতে হবে, চুলের জন্যে পার্লারে যেতে হবে"-রেহানা জানালো।

"তাহলে কি তুমি যেতে চাইছো না?"

"না...মানে হ্যাঁ, আমার মনে হয় আমি যেতে পারবো। কিন্তু ব্যপারটা বেশ আচমকা হয়ে গেছে আমার জন্যে"

"ওয়েল, থমাস ঠিক এইভাবে চিন্তা করে নি। সে অন্য কারো সাথে যাওয়ার কথা ছিলো, সে বাতিল করায় তোমাকে যাওয়ার জন্যে থমাস আমাকে অনুরোধ করলো তো তাই"

"ঠিক আছে, আমার মনে হয় আমি একটু দ্রুত করলে, সময়টা ধরতে পারবো"-রেহানা রুম থেকে বের হয়ে গেলো যদি ও ওর মন আনন্দে যেন চিৎকার করছিলো।

থমাস একটু আগেই রেহানাদের বাসায় চলে এলো। ওর বসের গাড়ী কবিরের বাসার সামনে থেকেই ওকে আরও কিছুক্ষণ পরে তুলে নিবে।

কবির দরজা খুলে ওকে অভ্যর্থনা জানালো, "তোমাকে বেশ পরিপাটি বলে মনে হচ্ছে এই কালো রঙের কোটে, বন্ধু"

"ধন্যবাদ দোস্ত, কিন্তু এইসব অনুষ্ঠানে যেতে আমার একদমই ইচ্ছে করে না, রেহানা তৈরি হয়েছে তো?"-থমাস জানতে চাইলো।

"মজা করছো বন্ধু। তুমি কখনও কোন নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কোন মেয়েকে তৈরি হতে দেখেছো আজ পর্যন্ত!"

"প্রশ্ন যখন করেই ফেললে, উত্তর হচ্ছে, না"-থমাস হেঁসে উঠে বললো, যদি ও এই কথা বলার ৩০ সেকেন্ডের মধ্যেই রেহানা তৈরি হয়ে নিচে নেমে এলো। উভয় পুরুষ নিজেদের মাথা ঘুরিয়ে ওর দিকে তাকালো আর যেন বিমোহিত হয়ে গেলো।

"ওয়াও"-কবির আর থমাস একই সাথে কথাটি উচ্চারন করলো।

রেহানা একটা লাল রঙের ভেলভেট ড্রেস পরে ছিলো। এটা ওর শরীরকে একদম যেন জড়িয়ে ধরে রেখেঁচে আর লম্বার ও এটা বেশ ছোটই ছিলো, আর গলার কাছ দিয়ে বেশ লো কাট। ওর চুল পিছন দিকে উঁচু করে মাথার উপরের দিকে উঠানো ছিলো, যদি ও বেশ চিকন একটা চুলের গোছা সামনের দিক দিয়ে ওর চোখের এক পাশ দিয়ে লম্বা হয়ে নিচে নেমে গেছে। ওর চোখে মাস্কারা দেওয়ায় ওর চোখকে যেন আর কামনাময় করে তুলেছে, আর ঠোঁটে গাঁড় লাল রঙের লিপস্টিক ওর ঠোঁটের লাসস্যময়তা যেন আর বাড়িয়ে দিয়েছে। গলায় ডায়মন্ডের একটা চিকন হাআর ওর ফর্শা সুন্দর গলাকে যেন পুরষদের কামের আগুন জ্বালানোর জায়গায় রপান্তরিত করে ফেলেছে। আর লম্বা চিকন ফর্শা হাতের মধ্যে একজোড়া ব্রেসলেট ওর হাতের সৌন্দর্য বাড়িয়ে দিয়েছে।

"তোমার পছন্দ হয়েছে?"-রেহানা ওদের দুজনের সামনে দিয়ে নিজের শরীরকে একটু ঘুরিয়ে ওদেরকে আর বেশি করে দেখার সুযোগ করে দিয়ে জানতে চাইলো আর নিজের শরীরে একটা ঠাণ্ডা চোরা স্রোত বয়ে যাওয়া অনুভব করলো।

দুজন পুরুষই মুখ হা করে তাকিয়ে থাকলো। "ওয়েল, থমাস তুমি যদি তোমার মুখটা বন্ধ করো, তাহলে আমাকে সুন্দরভাবে জড়িয়ে ধরতে পারবে"-রেহানা থমাসের দিকে এগিয়ে গিয়ে ওকে জড়িয়ে ধরে কবিরের সামনেই ওর গালে একটা আলতো করে চুমু দিয়ে দিলো।

"বন্ধু, আমার স্ত্রী যত্ন নিও"-কথাটি কবির বলেই যেন কিছুটা মনমরা হয়ে গেলো কারন তার এতো সুন্দর স্ত্রীর সাথে সে আজ বাইরে যেতে পারছে না।

থমাস নিজের এক হাত দিয়ে রেহানার এক হাত জড়িয়ে ধরে ওকে নিয়ে যখন বের হলো, কবির পিছন থেকে রেহানার দুলতে থাকা পাছার দিকে লোভাতুর দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো। ওর মনে কিছুটা আফসোস হতে লাগলো রেহানাকে এভাবে থমাসের সাথে চলে যেতে দেখে, কিন্তু সামনে কিছু সময় ওরা দুজনে মিলে কি কি করবে সেটা চিন্তা করেই ওর উত্তেজনা সেই আফসোসকে একদম ঢেকে দিলো।

থমাস গাড়ীর দরজা খুলে দিলো রেহানার জন্যে। গাড়ীর ভিতরের ঢুকেই রেহানা একজন খুব সুন্দর বিদেশী মহিলা ৩৫ বছর হবে বয়স বসে থাকতে দেখলো। তার পাশেই একজন বয়স্ক সাদা চুলের একজন বিদেশী পুরুষ যার বয়স হবে আনুমানিক প্রায় ৬০ বছর বসে আছে।

"রেহানা, ইনি হচ্ছেন জনাব ট্রাইস রুথফোরড, আমার বস, আর উনার স্ত্রী এলিনা"

"আপনাদের সাথে পরিচিত হয়ে খুশি হলাম, আমি রেহানা, থমাসের বন্ধু"-বলে রেহানা হাত বাড়িয়ে দিলো ট্রাইস ও এলিনার দিকে।

গাড়ী চলা শুরু করলে রেহানা মনে মনে থমাসের বস আর বসের স্ত্রীর সম্পর্ক ধারণা করতে চেষ্টা করলো। এটা অবশ্যই একটা অসমবয়সী যুগল। এলিনা বেশ চতপটে, উচ্ছল আর থমাসের বস বেশ বুড়ো। এদেরকে যুগল হিসাবে একদমই মানায় না। যদি ও রেহানা বুঝতে পারছিলো যে এর পিছনে থমাসের বসে অঢেল টাকার সাথে একটা সম্পর্ক আছে।

হোটেলের বলরুমে পৌঁছার পরে ওদের চারজনকে ঠিক কেন্দ্রবিন্দুতে একটা রাজকীয় টেবিল দেয়া হলো। থমাস আজকে এই অনস্থানের একজন বিশেষ অতিথি, যার আজকে একটা বড় পুরস্কার পাবার খুব সম্ভাবনা আছে। খাওয়া হয়ে যাওয়ার পরে নাচের আসর বসলো। সেখানে প্রত্যেক যুগল রোমান্টিক গানের সাথে ধিম তালে শরীর দুলিয়ে নাচছিলো।

সমস্ত অনুষ্ঠান শেষ হতে প্রায় দু ঘণ্টা লেগে গেল। এরপর থমাসের বস রেহানার কাছে এসে বললো, "থমাস ও রেহানা, আমি দুঃখিত, তোমাদেরকে ছেড়ে আমাকে এখনই চলে যেতে হচ্ছে, আমার দ্বিতীয়বার হার্ট এটাকের পর থেকে আমি বেশ দ্রুতই ক্লান্ত হয়ে যাই। আমার ড্রাইভার তোমাদের বাসায় পৌঁছে দিবে, যখন তোমরা যেতে চাও।"-তারপর নিজের স্ত্রী দিকে তাকিয়ে বললেন, "জানু, তুমি যদি আর কিছুক্ষণ থাকতে চাও, থাকতে পারো, থমাস ও রেহানার সাথে ড্রাইভার তোমাকে ও বাসায় পৌঁছে দিবে"

"ওকে, জানু"-বলে এলিনা ওর স্বামীকে একটা চুমু দিয়ে গুভরাত্রি জানালো।

থমাসের বস চলে যাওয়ার পরে থমাস আবার ও রেহানাকে নিয়ে নাচের ফ্লোরে গিয়ে নাচতে লাগলো। "তোমার বসের স্ত্রী জন্যে আমার খুব খারাপ লাগছে"-রেহানা থমাসের কানে বললো।

"কেন, সে অনেক তাকার মালিক বলে?"-থমাস হেঁসে রেহানাকে জিজ্ঞেস করলো।

"না, সে জন্যে নয়, বেচারা আজ রাতে একা। তোমার উচিত ওর সাথে একবার নাচা"

"অবশ্যই নাচবো"
বেশ কিছুক্ষণ নাচার পরে রেহানা এসে টেবিলে বসার পরে থমাস ওর বসের স্ত্রীকে ওর সাথে নাচার জন্যে আমন্ত্রণ জানালো, এলিনা সম্মতি জানিয়ে থমাসের সাথে কিছুক্ষণ নাচলো।

"তোমরা দুই মহিলার সাথে নেচে আমি ক্লান্ত হয়ে গেছি"-থমাস টেবিলে হাত পা ছড়িয়ে বসে রেহানার দিকে তাকিয়ে বললো।

"হয়ত আমাদের উচিত তোমার একটা ডুপ্লিকেট বানিয়ে নেয়া"-এলিনা থমাসের দিকে তাকিয়ে অর্থবহ ইঙ্গিত করে বললো।

"একটু অপেক্ষা করো, আমি এখনই আসছি"-বলে থমাস উঠে চলে গেলো।

রেহানা আর এলিনা একে অন্যের দিকে তাকিয়ে কাঁধ ঝাঁকিয়ে থমাসের এই উঠে চলে যাওয়া কেন বুঝতে না পারার কথা পরস্পরকে জানালো।

একটু পরেই থমাস সাথে করে ওর মতই একজন নিগ্রো ছেলেকে সাথে নিয়ে আসলো ওদের কাছে, যে কিনা থমাসের চেয়ে ও প্রায় ৫ বছর ছোট হবে হয়ত।

"এলিনা, এ হচ্ছে রডনী। সে আমার সাথেই কাজ করে, কিন্তু সে আমার সম্পর্কে কাজিন হয়, আর সে খুব ভালো নাচিয়ে"

"হাই, রডনী"-এলিনা বললো। এরপর এলিনা ওই ছেলের সাথে নাচের ফ্লোরে চলে গেলো। এরপর বাকি রাত এলিনা ওই ছেলের সাথেই ঘুরলো।

"রেহানা, আমার সাথে একটু ওয়াসরুমের যাবে"-এলিনা বললো।

দুজনে ওখানে ঢুকার পরে এলিনা প্রথম কথা বললো, "তোমার সাথে থমাসের সম্পর্ক বেশ গভীর, তাই না?"

"হ্যাঁ...মানে...ও আমার খুব ভালো বন্ধু"

"সেটা দেখতেই পাচ্ছি..."-এলিনা বললো, "থমাস বেশ সুদর্শন, কিন্ত ওর কাজিন ও বেশ সুদর্শন, তাই না?"

"হ্যাঁ, তাই দেখছি"-রেহানা একটু অস্বস্তিবোধ করছিলো এই ভিন দেশি মহিলার সাথে এভাবে থমাসকে নিয়ে কথা বলতে।

এলিনা রেহানার অস্বস্তি ধরতে পেরে কথা ঘুরিয়ে নিলো, "আমার মনে হয়, তুমি চিন্তা করছো যে আমি একটা বুড়ো লোকের সাথে কিভাবে জড়ালাম, তাই না?"

"এটা জানা আমার অধিকার নয়, দুঃখিত"-রেহানা ওকে থামিয়ে দিতে চাইলো।

"ওয়েল, ট্রেইস, খুব ভালো মানুষ, আমার সাথে ওর বোঝাপড়া খুব ভালো। আমার বয়স যখন ৩০, তখন ওর সাথে আমার দেখা হয়, তখন ট্রেইসের মাত্র বিবাহ বিচ্ছেদ হয়েছে। সে খুব উচ্ছল প্রকৃতির মানুষ ছিলো তখন। এর পর আআমদের বিয়ের প্রায় ১০ বছর হয়ে গেলো, দু বছর আগে ওর হার্ট এটাক হয়েছিলো। এরপর ৬ মাস পরে আবার ও হলো"-রেহানার মতকে অগ্রাহ্য করে এলিনা যেন ব্যখ্যা দিতে চেষ্টা করছিলো।

"আমি দুঃখিত এলিনা। আমাকে কোন ব্যাখ্যা দিতে হবে না তোমার।"

"আমি জানি। কিন্তু তুমি মনে মনে আমাদের নিয়ে ভাবছো, এটা আমি জানি"

রেহানা ওর দিকে তাকিয়ে মৃদু হাঁসি দিয়ে বললো, "হ্যাঁ, তা ঠিক।"

"তো, তোমার আর থমাসের ব্যপারটা ঠিক কি? যেহেতু তোমার হাতের আঙ্গুলের আংটি বলে দিচ্ছে যে তুমি একজন বিবাহিত মহিলা আর আমি জানি যে থমাস বিয়ে করে নি।"

রেহানার মুখ লাল হয়ে গেলো, "সে খুব ভালো বন্ধু"-রেহানা কোন কিছু স্বীকার করতে চাইলো না।

"আমার কাছে তো ওকে তোমার সাথে বন্ধুর চেয়ে ও বেশি কিছু বলেই মনে হচ্ছে।"-এলিনা দুষ্টমীর সূরে বললো, "দেখন রেহানা, আমি তোমাকে বিচার করছি না। মাঝে মাঝে আমার মনে হয় যদি আমার ও থমাসের মত কোন একজন বন্ধু থাকতো, তাই বললাম তোমাকে।"

"থমাসের কাজিনকে ও বেশ ভালো মানুষ বলেই তো মনে হচ্ছে"-রেহানা হেঁসে বললো।

"হ্যাঁ, সে ভালো...দেখো আমার স্বামী আমারকে যৌন তৃপ্তি দিতে অক্ষম, প্রাথমিকভাবে ওর যেসব মেডিসিন খাচ্ছে, এটা সেগুলিরই প্রতিক্রিয়া। আমি বলছি না যে ওকে বিয়ে করে আমি ভুল করেছি, কিন্তু মেয়েদের শরীরের তো একটা চাহিদা থাকেই, তাই না?"

রেহানা ভেবে পাচ্ছিলো না যে এই মহিলা ওর সাথে এসব নিয়ে কেন কথা বলছে, ওর কয়েক ঘণ্টা আগেই মাত্র মিলিত হয়েছে, এলিনা হঠাৎ করে ওর মাথা ঝাঁকিয়ে বললো, "চল, আজ রাতে অনেক মজা করবো।"

"আমি সাথে আছি তোমার"-বলে রেহানা এলিনা সহ বাইরে বের হয়ে এলো। রেহানা খেয়াল করে দেখলো যে এলিনার পার্সের কিনার থেকে ওর একটু আগে খুলে ফেলা প্যানটির একটা কিনার দেখা যাচ্ছে, তার মানে এলিনার পড়নে ভিতরে কিছুই নেই এখন।

এরপর ওরা চারজন বের হয়ে এলো আর বাসায় ফিরার জন্যে গাড়িতে উঠে গেলো।

পিছনে দু শাড়ি সিটের সামনের শাড়িতে থমাস আর রেহানা বসলো, আর পিছনের সাড়ীতে এলিনা আর রডনী বসলো। সিটে বসা মাত্রই ওর দুজন চুমাচুমি শুরু করে দিলো। থমাস আর রেহানা ওদেরকে এভাবে জড়িয়ে ধরে চুমু খেতে দেখে নিজেরদের নিঃশ্বাস যেন চেপে ফেললো। রেহানা ওদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে অন্য দিকে তাকানোর চেষ্টা করলো। একটা চাপা গোঙানির শব্দ শুনে রেহানা না তাকিয়ে পারলো না, দেখলো থমাসের কাজিনের হাত এলিনার দুই পায়ের ফাঁকে আর এলিনা কোমর উঠিয়ে উঠিয়ে যেন রডনীর কাছে আঙ্গুল চোদা খাচ্ছে। এসব দেখে রেহানা প্রচণ্ড রকম উত্তেজিত হয়ে গেলো। ওর গুদ দিয়ে রস বের হয়ে ওর পড়নের প্যানটি ভিজে যেতে লাগলো। থমাস এই অবস্থা বুঝতে পেরে রেহানাকে কাছে টেনে জরিয়ে ধরে এক হাতে ওর একটা মাই কাপড়ের উপর দিয়েই মুঠো করে ধরে ওর দুই ঠোঁট ডুবিয়ে দিলো রেহানার ঠোঁটের ভিতর।

একটু পরেই রেহানা নিজের থেকে ওর কাপড় নামিয়ে গলার কাছ দিয়ে নিজের একটা মাই বের করে থমাসের হাতে ধরিয়ে দিলো, যেন নগ্ন শরীরের সাথে থমাসের হাতের স্পর্শ সে পায়। থমাস মাথা নামিয়ে রেহানার একটা নিপল মুখে নিয়ে চুষতে শুরু করলো। "ওহঃ থমাস..."-রেহানা গুঙ্গিয়ে উঠে থমাসের মাথা নিজের মাইয়ের উপর যেন আর বেশি করে চেপে ধরলো। সে পিচনে তাকিয়ে দেখলো যে থমাসের কাজিন এলিনার মাই দুটিই কাপরে বাইরে বের করে এনে সামনে চুষে যাচ্ছে। এলিনার চোখ বুঝে মাথা পিছন দিকে হেলিয়ে রেখেছে।

রেহানার মাই চুষতে চুষতে থমাস ওর হাত রেহানার উরুর উপর নিয়ে ধীরে ধীরে ভিতরে দিকে নিতে শুরু করলো। রেহানা গুঙ্গিয়ে উঠে নিজের পা ফাঁক করে দিলো থমাসের সুবিধার জন্যে। এক সেকেন্ডের মধ্যেই থমাসের আঙ্গুল রেহানার গুদের ঠোঁটের উপর ঘষা খেয়ে প্যানটি এক দিকে সরিয়ে দিয়ে দুটো আঙ্গুল একসাথে ভেজা স্যাঁতস্যাঁতে গুদের অভ্যন্তরে ঢুকিয়ে দিলো।

"আহঃহহহহহহ..."-রেহানা একটা কাতরানি দিয়ে উঠলো।

এলিনা শব্দ পেয়ে চোখ খুলে রেহানা দিকে তাকিয়ে দেখতে পেল থমাস ওকে আঙ্গুলচোদা করছে ঠিক যেন রডনীর মত। দুজনের প্রেমিক একই কাজ করছে দেখে দুজনের গুদের ভিতরেই যেন একটা মোচড় দিয়ে উঠলো। এলিনার পড়নের কাপড় এখন ওর কোমরের কাছে গুটানো আর ওর উম্মুক্ত মাই দুটি রডনী পালা করে চুষে দিচ্ছে। এবার এলিনা ওকে সরিয়ে দিয়ে ওর প্যান্টের হুক আর চেইনের দিকে নিজের মনোযোগ দিলো।

রডনীর চেইনের খোলা আওয়াজ পেয়ে রেহানা চোখ খুলে তাকালো। এরপরে এলিনা হাতে মুঠো করে ধরা রডনীর বিশাল বাড়াকে দেখে রেহানা আবারও গুঙ্গিয়ে উঠলো।

এলিনা পুরো বাড়া বের করে নিজের মাথা নামিয়ে আনলো বাড়া উপর আর যেন বুভুক্ষর মত চুষতে শুরু করলো। থমাস আর রেহানা দুজনেই ওদের দিকে তাকিয়ে দেখতে লাগলো ওদের কাণ্ড। থমাস নিজের হাত বাড়িয়ে রেহানার হাত টেনে এনে কাপড়ের উপর দিয়ে নিজের ফুলে উঠে বাড়ার উপর রাখলো।

রেহানা কাপড়ের উপর দিয়ে নিজের হাত থমাসের বাড়ার উপর ডলে ডলে দিতে দিতে এলিনার নিপুন হাতের বাড়া চোষানী দেখতে লাগলো। এলিনা যে অরাল সেক্স খুব পছন্দ করে সেটা ওর বাড়া চোষার কায়দা দেখে স্পষ্টই বুঝা যাচ্ছে। বেশ কিছুক্ষণ চুষে উঠেই এলিনা মাথা উঠিয়ে বললো, "ওহঃ খোদা, আমি আর থাকতে পারছি না। আমার এখনই চোদা খেতে হবে"-বলে যেন রডনীর দিকে কাতর দৃষ্টিটে তাকালো। থমাস আর রেহানার নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে গেলো এলিনার মুখের কথা শুনে।

এলিনা শরীর পিছন দিকে হেলিয়ে দু পা প্রসারিত করে দিলো আর রডনী থমাসের দিকে তাকিয়ে একটা মৃদু হাঁসি দিয়ে নিজের প্যান্ট খুলে ফেললো। তারপর শরীর এগিয়ে নিয়ে গিয়ে এলিনার দু পায়ের ফাঁকে নিজের বাড়া সেট করলো। তারপর একটা ধাক্কায় সেটাকে এলিনার দিকে ঠেলে দিলো। থমাস আর রেহানা চোখ বড় করে দেখতে লাগলো দুই প্রেমিক যুগলের এভাবে রাস্তার উপরে গাড়ীর ভিতরে যৌন কামনা চরিতার্থ করতে দেখে। রেহানার গুদে দিয়ে যেন আগুনের স্রত বইতে শুরু করলো এভাবে নিজের চোখের সামনে কাউকে সেক্স করতে দেখে। এলিনা আর রডনীর গোঙ্গানি আর ঠাপের শব্দ যেন থমাস আর রেহানার শরীরের কারেন্টের শক দিতে লাগলো। এবার থমাস হাঁটু গেঁড়ে সিট থেকে নেমে রেহানার দু পায়ের ফাঁকে বসে পরলো, রেহানা ফিসফিস করে জানতে চাইলো, "ওহঃ খোদা, থমাস, কি করতে চাইছো তুমি?"

"আমি তোমার গুদ চুষে খাবো এখন, তুমি ওদেরকে দেখতে থাকো আর আমার জিভের মজা নিতে থাকো।"-থমাস কথাটি বলেই নিজের মুখ ডুবিয়ে দিলো রেহানার গুদের চেরাতে।

"ওহঃ খোদা"-বলে শিউরে উঠে রেহানা নিজের গুদকে আর মেলে ধরলো থমাসের জিভের ছোঁয়া পাওয়ার জন্যে। "ওহঃ থমাস, আমার গুদটাকে ভালো করে চুষে দাও, আমাকে খেয়ে ফেল, থমাস, ওহঃ খোদা..."-রেহানার মুখে আমন্ত্রণ শুনে থমাস যেন দ্বিগুণ উদ্যমে গুদ খেতে লাগলো। রেহানা চোখ এলিনার চোদন খাওয়ার দিকে রেখে থমাসের মাথা নিজের গুদে চেপে ধরে সুখ নিতে লাগলো। ওর কাছে নিজেকে একটা সস্তা দরের মাগীর মত মনে হচ্ছিলো, যে কি না রাস্তায় একটা গাড়ীর ভিতর অন্য পর পুরুষকে দিয়ে গুদ চোষাচ্ছে।

কিছু পরেই রডনী ওর বাড়া ফ্যাদা এলিনার গুদে ঢেলে দিলো, আর এলিনা ও রাগ মোচন করে ফেললো, আর এদিকে থমাসে চোষা খেয়ে রেহানা ও শরীর কাঁপিয়ে গুদে রস ছেড়ে দিলো।

এর কিছু পরেই ওদের গাড়ী এসে থামলো রেহানার বাড়ির সামনে। রেহানাকে বাহুতে জড়িয়ে ধরে এলিনাকে বিদায় জানিয়ে থমাস গাড়ী থেকে নেমে বাসার দিকে গেলো।

পরে রেহানা জানতে পেরেছে, ঠিক ৯ মাস পরে এলিনা একটা সন্তানের জন্ম দিয়েছিলো।

সপ্তম পরিচ্ছেদঃ

কবির বসে বসে নির্ঘুম রাত পার করছে আর এখন রাত প্রায় ২ টা। থমাস রেহানার সাথে কি কি করছে জানার জন্যে সে খুব ব্যকুল হয়ে আছে, কিন্তু যখন দরজার কাছে গাড়ীর থামার আওয়াজ পেল, তখন আর থকাতে না পেরে, সে বিছানা থেকে উঠে দোতলার সিঁড়ির কাছে এসে অন্ধকারে দাঁড়ালো দেখার জন্যে। সে দেখতে পেল যে রেহানার থমাসের গায়ের উপর ঝুঁকে আছে।

থমাস দরজা বন্ধ করেই রেহানাকে নিয়ে সোফার কাছে এসে জড়িয়ে ধরে প্রচণ্ড গতিতে চুমু খেতে লাগলো। এক জন যেন আরেকজনের শরীরের উপর হামলে পড়তে লাগলো থমাস আর রেহানা। যেন এতক্ষন ওরা কিছুই করতে পারে নাই, এখন

সুযোগ পেয়েই সব উসুল করার কাজে ব্যস্ত। চুমু দিতে দিতে থমাস আবার ও রেহানার গুদে আঙ্গুল ঢুকিয়ে দিলো, রেহানা গুঙ্গিয়ে উঠে থমাসের প্যান্টের চেইন খুলতে শুরু করলো। চেইন খুলে থমাসের বাড়াকে নিজের হাতে নিয়ে আদর করতে করতে ওটাকে চুমু দিতে দিতে ওর বাড়াকে খেঁচে দিতে শুরুর করলো রেহানা। এদিকে থমাস রেহানার প্যানটি পুরো খুলে ফেলেছে আর রেহানার জামা কোমরের উপর উঠিয়ে ওর খোলা পাছায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছে।

হঠাট করেই থমাস রেহানাকে নিজের দিকে টেনে তুলে ফেললো নিজের দু পায়ের উপরে। রেহানা এখন থমাসের দিকে ফিরে ওর দু পা থমসের কোমরের দু পাশে রেহানার ঠোঁটের সাথে ঠোঁট লাগিয়ে রেখেই এক হাতে রেহানার কোমর উঁচু করে ধরলো থমাস। এরপরেই নিজের বাড়াকে টেনে সোজা করে রেহানার গুদের ঠোঁটের সাথে বাড়ার মাথা লাগিয়ে দিলো থমাস। "ওহঃ থমাস...না...না, না..."-গুদের ঠোঁটের সাথে বাড়ার গরম মাথার স্পর্শ লাগতেই রেহানা মুখের ভিতর থমাসের জিভ নিয়েই গুঙ্গিয়ে উঠে মাথা দু পাশে সরিয়ে বাঁধা দেয়ার চেষ্টা করলো। রেহানার সারা শরীর যেন কাঁপছিলো আসন্ন সঙ্গম সম্ভাবনার উত্তেজনায়। ওর গুদে থমাসের বাড়ার খুব দরকার এই মুহূর্তে, কিন্তু কবিরের কথা মনে আসার কারনে সে সায় দিতে পারছে না শরীরের চাহিদায়। ওর মনে নানা দ্বিধা কাজ করছে এখন, থমাস সেটা বুঝতে পেরে রেহানার অন্যমনস্কতার সুযোগ নিয়ে কোমরকে উপরের দিকে ঠেলে দিলো আর সাথে সাথে রেহানার রসে ভেজা গুদের ঠোঁট দুটো থমাসের বাড়ার মাথার চাপ খেয়ে দুদিকে সড়ে গিয়ে থমাসের বাড়াকে ভিতরে ঢুকার কাজে সাহায্য করতে লাগলো, এমন মনে হচ্ছিলো যেন রেহানার গুদের ও নিজস্ব একটা মন আছে, সে যেন নিজে থেকেই থমাসকে সাহায্য করছিলো। রেহানার গুদ ফাঁক হয়ে থমাসের বাড়া ঢুকতে শুরু করার সাথে সাথে ওর মনের ভিতর কে যেন চিৎকার করে না না করতে লাগলো, কিন্তু ওর শরীরের কম্পনের কারনে সে একটু একটু করে নিজের শরীরের চাপ যেন ছাড়তে লাগলো থমাসের বাড়ার উপর, আর তাতেই থমাসের বাড়ার মুণ্ডিটা ভত করে ঢুকে গেলো রেহানার গুদের ভিতর। কবির এই দৃশ্য দেখে যেন কামে ফেটে পরছিলো, যে ওর চোখের সামনেই ওর স্ত্রীকে ওর বন্ধু আঁশ চুদতে শুরু করে দিয়েছে। এদিকে রেহানা হিসিয়ে উঠলো গুদে থমাসের মোটা বাড়ার মাথা ঢুকে পড়ার কারনে। একটু একটু করে ওর গুদ যেন নিজে থেকেই ওই মোটা বিশাল কালো বাড়াটাকে নিজের ভিতরে ঢুকিয়ে নিচ্ছে।

হঠাট করেই রেহেনা যেন বাস্তবে ফিরে এলো আর বুঝতে পারলো যে সে কি করছে। "না, থমাস ,না, প্লিজ, থমাস"-বলে নিজেকে থমাসের বাহুবন্ধন থেকে মুক্ত করে কোমর উঁচু করে গুদের রসে ভেজা বাড়াটার উপর থেকে ওর গুদের নরম ঠোঁট দুটিকে টেনে তুলতে শুরু করলো। পুরো সড়ে গিয়ে থমাসের পাশে সোফার উপর নিজের শরীর ফেলে দিলো, আর ওর গুদ যেন হা হয়ে শূন্যতায় হাহাকার করে উঠলো। কিন্তু উপরে ঘুমন্ত কবিরকে বিছানায় একলা রেখে নিচে ওর বন্ধুর বাড়া নিজের গুদে ভরে নেয়ার জন্যে যে সাহসিকতা প্রয়োজন ছিলো রেহানার, সেটা যেন সে হারিয়ে ফেললো। এদিকে থমাসের বাড়ার মুণ্ডি সহ যে আরও ২ ইঞ্চির মত বাড়া রেহানার গুদে ঢুকে গিয়েছিলো, সেটা গুদের রসে ভিজে চকচক করতে করতে উত্তেজনায় দুলতে লাগলো।

এদিকে কবির রেহানাকে থমাসের বাড়া থীক নিজেকে মুক্ত করে সড়ে যেতে দেখে ভাবলো যে আমার স্ত্রী ওর বিচার বুদ্ধি ফিরে এসেছে। এরপরে সে দেখলও যে ওর স্ত্রী আবার নিচে নেমে গুদের রসে ভেজা থমাসের বাড়াকে মুখে ঢুকিয়ে গোগ্রাসে চুষটে শুরু করলো আর অন্য এক হাত দিয়ে ওর বাড়াকে উপর নিচ করে খিঁচে দিতে লাগলো। থমাস বেশ হতাশ হয়ে গিয়েছিলো হঠাট করে রেহানা সড়ে যাওয়াতে। কিন্তু এখন আবার রেহানার মুখে, ঠোঁট আর জিভের জাদু নিজের বাড়াতে পেয়ে সে সুখ যেটুকু পায় সেটাকেই ভালো ভাবে নেয়ার চেষ্টা করোলো। সে বুঝতে পারছিলো যে রেহানা প্রচণ্ড রকম অপরাধবোধে ভুগছে, তাই সে থমাস্কে নিজের মুখ আর হাত দিয়ে খুশি করার চেষ্টা করছে। কিছুক্ষণ পরেই থমাসের বাড়ায় বিস্ফোরণ ঘটলো আর রেহানার মুখের ভিতর ভলকে ভলকে গরম তাজা বীর্য পড়তে শুরু করলো, রেহান কিছুটা গিলে ফেলে, বাড়া বের করে নিলো মুখের ভিতর থেকে, এরপরের বীর্যগুলি ওর গালে, নাকে, ঠোঁটের, থুথনির উপর পড়তে লাগলো। সমস্ত মাল ফেলা হয়ে যাবার পরে থমাস উঠে দাঁড়িয়ে রেহানার বীর্য মাখা মুখের দাকিয়ে তাকিয়ে একটা শয়তানী হাঁসি দিয়ে বললো, "দুঃখিত, রেহানা।"

রেহানা হাঁসি ফিরিয়ে দিয়ে ফিসফিস করে বললো, "কোন সমস্যা নেই, থমাস, আমি শুনেছি পুরুষের বীর্য নাকি মেয়েদের চামড়ার জন্যে বেশ ভালো"। দুজনেই হেঁসে উঠলো। "তোমার যাওয়া উচিত"-রেহানা বললো।

"অনেক ধন্যবাদ আমার সাথে পার্টিতে যাওয়ার জন্যে রেহানা"-থমাস বললো।

"আমার ও খুব ভালো লেগেছে তোমার সাথে যেতে"-রেহানা বলে নিজের ঠোঁটের উপর থেকে বীর্যগুলি টেনে গিলে ফেলে জিভ দিয়ে ঠোঁট পরিষ্কার করে থমাসের গালে একটা আলতো চুমু দিয়ে ওকে বিদায় জানালো।

থমাসের চেয়ে যেন কবিরের হতাসা আর বেশি ছিলো। রেহানা যখন বেডরুমের ডিম আলতে ওর বিছানার কাছে এসে দাঁড়ালো তখন ওর মুখ দেখে কবির বুঝতে পারছিলো ওর যে এখন ও ওর মুখের উপর থমাসের বীর্যের ফোঁটা লেগে আছে। সে খুব হতাশ বোধ করলো যখন দেখলো যে রেহানা বিছানায় না উঠে বাথরুমের দিকে চলে গেল। বাথরুমের আয়নায় নিজের বীর্যমাখা মুখ দেখে রেহানা যেন শিউরে উঠলো। আয়নার নিজের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে হাতের আঙ্গুলে করে একটু একটু করে সবটুকু ফ্যাদা টেনে তেন নিজের মুখে ভরে গিলতে শুরু করলো রেহানা। নিজেকে নিজে মনে মনে বলছিলো, "খা, খানকী, খা, স্বামীর বন্ধুরা বাড়ার ফ্যাদা খা"-বলে যেন নিজের উপর শোধ নেয়ার জন্যেই সব বীর্যগুলি কাচিয়ে কাচিয়ে খেয়ে নিলো। এরপরে বেসিনের পানিতে মুখ ধুয়ে ভেজা গুদ নিয়ে বেরিয়ে এলো। তারপর বিছানার কাছে এসে কবিরের ঘুম ভাঙ্গিয়ে ওর গায়ের উপর চড়ে বসলো। কবির একটা হালকা হাঁসি দিয়ে নিজের স্ত্রী শরীরের ক্ষুধা মিটানোর জন্যে চোদন কাজ শুরুর করে দিলো, কবির যখন রেহানাকে চুদছিলো, তখন ও চোখ বন্ধ করে রেহানা যেন থমাসের বাড়ার ধাক্কা নিজের গুদে নিচ্ছিলো। আর রেহানার গুদে নিজের জমানো বীর্য ঢেলে ঘুমের দেশে হারিয়ে গেলো দু নিঃশেষিত কপোত কপোতী।

অষ্টম পরিচ্ছেদঃ

পরদিন সকালে কবির ফোন করে থমাসের কাছ থেকে জেনে নিয়েছিলো ওদের পার্টিতে কি কি হয়েছিলো সব কিছু।

"তাহলে মনে হচ্ছে, তুমি রেহানার সাথে অনেকদুর পর্যন্তই এগিয়ে যেতে পেরেছ, তাই না বন্ধু?"-কবির বললো।

"তুমি দেখেছো সেটুকু ও?"-থমাস বুঝতে পারলো যে সে যে বাড়া কিছুটা ঢুকিয়ে দিয়েছিলো রেহানার গুদে সেটা বোধহয় ওর বন্ধু দেখেছে।

"এক ফোঁটা ও বাদ যায় নি আমার দেখা থেকে।"-কবির বললো, "সত্যি বলতে কি, তুমি তোমার উদ্দেশ্য সাধনে সফল হয়েছো যদি ও আমি তোমাকে বিজয়ী ঘোষণা করতে পারছি না এখনি"

"আমার মনে হয়, আমার কিছু একান্ত মুহূর্ত কাটানো দরকার রেহানার সাথে একা একা। তুমি তো জান, সে খুব শক্ত মহিলা, ওকে বাগে আনতে আমাকে অনেক কষ্ট করতে হচ্ছে"-থমাস ও নিজেকে এখনি বিজয়ী হিসাবে দেখতে চায় না।

"ওয়েল, এটা খুব অস্বাভাবিক হবে আমাদের "কে রেহানাকে পটাতে পারে" খেলার জন্যে কিন্ত আমি তোমাকে আরেকটা সুযোগ দিতে ইচ্ছুক। আসলে সামনের সপ্তাহে আমাকে একটু ঢাকার বাইরের যেতে হবে। সে সময় আমি রেহানাকে বলে যাবো যে তুমি ওর দেখভাল করবে। এটা করলে কেমন হবে?"-কবির প্রস্তাব করলো।

"খুব ভালো"-থমাস উত্তেজিত হয়ে উওফুল্ল গলায় বললো, "সে সময়ে যদি আমি রেহানার সাথে কাজ গুছাতে না পারি, তাহলে আর কখন ও পারবো বলে মনে হয় না।"

"আমার মনে হচ্ছে তোমার আত্মবিশ্বাসে বেশ ঘাটতি পড়ে গেছে, তাই না?"-কবির বন্ধুকে টিজ করার সুযোগ ছাড়তে চাইলো না।

"একটু ও না। আমার শুধু একান্ত কিছু সময় দরকার রেহানার সাথে"

"আমি বুধবার সকালে যাবো, পরদিন সন্ধ্যে বেলায় ফিরবো, বুধবার দিন, রাত আর পরদিন সকাল রইলো তোমার জন্যে। ঠিক আছে?"

"ওকে"-থমাস একটু চুপ করে আবার বললো, "তুমি কি এখনও সত্যিই চাও যে আমি রেহানার সাথে সেক্স করি? তুমি সিউর তো?"

"থমাস, ওকে আমি বিয়ের এতো বছরে ও এতো সুখি, এতো উৎফুল্ল কখনও দেখি নাই। আর বাচ্চাটা নষ্ট হবার পরে তো একদমই না। যদি সব কিছু ঠিক থাকে, তাহলে তোমার, আমার আর রেহানার বন্ধুত্ব অনেক দীর্ঘদিন বজায় থাকবে বলেই আমার মনে হয়, তাই জলদি রেহানাকে চুদে আমাদের মাঝের সেই সম্পর্ক তৈরি করে দাও বন্ধু। এটাই তোমার কাছে আমার চাওয়া।"

"ঠিক আছে, বন্ধু"-থমাস একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে বললো, "কিন্তু, বন্ধু, আমাকে স্বীকার করতেই হবে, যে তোমার স্ত্রী একজন অনন্য অসাধারণ মহিলা। আমি ঠিক জানি না কেন, কিন্তু সে তোমাকে খুব ভালবাসে, আর তোমার সাথে প্রতারনা করতে একদমই ইচ্ছুক নয়।"

"আমি জানি, থমাস। ধন্যবাদ"

"ধন্যবাদ তো তোমাকে দেয়া উচিত আমার"-থমাস হেঁসে বললো।

"ঠিক আছে, অনেক কথা হয়ে গেলো, বেশি চিন্তা করলে সব গুলিয়ে যাবে"-কবির ও হেঁসে উঠে বললো, "তাহলে সামনে বুধবার রাত তোমার জন্যে বিশাল বড় এক রাত হবে, সেদিন তোমাকে তোমার জাদু দেখাতে হবে রেহানার উপর। আচ্ছা, এক কাজ করো না, তুমি আজকে সন্ধ্যের পরে আমার বাসায় চলে এসো, আমার তিনজনে মিলে একটা ভালো মুভি দেখি। তাহলে রেহানাকে তোমার বাড়া গুদে নেয়ার জন্যে রাজী করানোর আরেকটা সুযোগ তুমি পেয়ে যাবে।"

"ওকে, আমি আসতে পারি, কখন আসবো?"

"৮ টার দিকে চলে আসো।"

রেহানা রান্নাঘরে দাঁড়িয়ে ওদের তিনজনের জন্যে নাস্তা তৈরি করতে করতে মনে মনে খুব দুষ্টমি বুদ্ধি আঁটছিলো। যে পাতলা ঢোলা ছোট্ট গরমের পোশাকটি সে পরে ছিলো, সেটা ওর শরীরকে যেন কোন দিক দিয়েই ঢাকতে পারছিলো না। সে অনেকদিন এই পোশাকটি পরে নাই, এটা ওর উরু হয়ে গুদের ঠিক পরেই গিয়ে থেমে গেছে। উপর দিয়ে বিশাল বড় একটা কাট দিয়ে একটু ঝুঁকলেই ওর পুরো দুধ দুটি সামনে থাকা যে কারো সামনে পুরো দেখা যাবে, এটা একরকম নিশ্চিত। কাধের যে চিকন সুতোর স্পেগেতি ফিতে দিয়ে এটা শরীরকে ধরে রেখেছে, সেটা যেন কাপড়টাকে শরীরে ধরে রাখতে রীতিমত যুদ্ধ করছে। সত্যি বলতে কি সে ইচ্ছে করেই ভিতরে প্যানটি ব্রা কিছুই পরে নি। হাঁটার তালে তালে ওর মাই দুটি যে ভীষণ ভাবে দুলে বার বার সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাইছে সেটা ওর মনকে যেন আর বেশি দুষ্টমি করার জন্যে উৎসাহ দিচ্ছে। ের সাথে হাই হিল জুতো আর লম্বা মসৃণ পা যেন ওর শরীরের কামুকতাকে আর বাড়িয়ে দিচ্ছিলো।

থমাস রান্নাঘরে ঢুকে মুখে একটা বাঁশি বাজিয়ে ওর আনন্দ প্রকাশ করলো, "হাই, সুন্দরী মহিলা"

রেহানা ওর দিকে তাকিয়ে লজ্জার হাঁসি দিয়ে জানতে চাইলো, "কবির কোথায়?" সে দেখতে পেল যে থমাস ও একটা ঢোলা হাঁটু পর্যন্ত শর্টস আর উপরে একটা ঢোলা হাঁফ হাতা পাতলা শার্ট পড়ে আছে। সে নিজের দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ে যে কাজ করছিলো সেটাতে মনোযোগ দিলো।

"সে নিচে ক্লাবরুমে টিভি সেট করে মুভি সিলেক্ট করছে।"-এটা বলেই থমাস এসে রেহানার পিছনে দাঁড়িয়ে পিছন থেকে দুই হাতে ওকে জড়িয়ে ধরলো। তারপর পিছন থেকে রেহানার কাপড় কোমরের উপর উঠিয়ে দিয়ে ওর নগ্ন পাছায় নিজের কিছুটা ফুলে উঠা বাড়াকে চেপে ধরলো। তারপর পিছন থেকে রেহানার পিঠের, ঘাড়ের খোলা অংশে চুমু দিতে শুরু করলো।

"ওহঃ থমাস, কি করছো তুমি?"-রেহানা ওর আদরে গলে গিয়ে ফিসফিস করে বললো।

"রেহানা, আমার সুন্দরী রমণী, তোমার স্বামী তোমাকে বলেছে যে সে বুধবারে ঢাকার বাইরে যাবে"-থমাস পিছন থেকে দুই হাতে রেহানার দুটি মাইকে মুঠো করে ধরে চিপে দিয়ে বললো।

"হ্যাঁ, বলেছে"-রেহানার নিঃশ্বাস যেন বন্ধ হয়ে গেলো উত্তর দিতে গিয়ে।

এরপরেই থমাস ওকে ঘুরে ফেললো নিজের দিকে, তারপর মাথায় চাপ দিয়ে নিচু করে ফ্লোরের উপর হাঁটু গেঁড়ে বসিয়ে দিলো আর নিজের শর্টস নিচে নামিয়ে দিয়ে কিছুটা ঠাঠানো বাড়াকে উন্মুক্ত করে দিলো। "ওহঃ থমাস...প্লিজ, এখন না...কবির চলে আসবে"-বলে রেহানা যেন বাঁধা দিতে চাইলো, যদি ও ওর মনে থমাসের বাড়াকে মুখের ভিতরে নেয়ার এক প্রবল আকাঙ্ক্ষা কাজ করছিলো।

"আসবে না। আর আসলে ও ও আমাকে দেখবে, তোমাকে দেখবে না, তুমি নিচু হয়ে আমার বাড়াকে চুষে দাও।"-থমাস যেন খুব আত্মবিশ্বাসী ভঙ্গীতে বললো। এবার রেহানা দুই হাত ওর বাড়াকে ধরে মুখে ভরে নিলো, এক হাতে থমাসের বিশাল বিচির থলিকে আদর করতে করতে বাড়া মুণ্ডি মুখে ভরে জিভ দিয়ে ওটাকে ভিজিয়ে চুষতে লাগলো।

কিছু পরেই রান্নাঘরের কাছে কবিরের পায়ের শব্দ শুনা গেলো, রেহানা তাড়াতাড়ি করে উঠটে গেলো। কিন্তু থমাস ওকে চেপে ধরে রাখলো যেন উঠতে না পারে। সে দরজার কাছে এসে জিজ্ঞেস করলো, "রেহানা কোথায়?"। কারন সিঙ্কের আড়ালের কারনে সে নিচু হয়ে থাকা রেহানাকে দেখতে পাচ্ছিলো না।

"সে একটু আগেই উপরে চলে গেছে, চলে আসবে একটু পরেই"-এই বল একটু ঝুঁকে আঙ্গুল দিয়ে নিচের দিকে ইশারা করে বুঝিয়ে দিলো যে সে এখানেই আছে। রেহানা কিন্তু চুপ করে কোন কথা না বলে থমাসের বাড়াকে আর বেশি করে মুখের ভিতরে ঢুকিয়ে নিতে লাগলো। কবির বেশ অবাক হলো যে সে ঘরে থাকা অবস্থাতেই রেহানা রান্নাঘরে থমাসকে বাড়া চুষে দিচ্ছে, এটা চিন্তা করেই ওর রক্ত গরম হয়ে উঠলো। সে থমাসের চোখের দৃষ্টি অনুসরন করে সিঙ্কের নিচে রেহানার মাথার নড়াচড়ার অস্তিত্ত বুঝতে পারলো।

"ওয়েল, ছবি রেডি হয়ে গেছে। আমি নিচে যাচ্ছি, তুমি রেহানাকে নিয়ে আসো"-বলে সে কিছুটা সড়ে গিয়ে ও আবার ও উকি দিয়ে দেখতে চেষ্টা করলো রেহানা কি করছে। রেহানা মনে করেছে যে কবির বোধহয় চলে গেছে, তাই সে মুখ দিয়ে একটা গোঙ্গানি সহ জোরে জোরে শব্দ করে থমাসের বাড়াকে চুষে দিতে দিতে খেঁচতে লাগলো।

বেশ কিছুক্ষণ এভাবে কবিরকে দেখিয়ে দেখিয়ে রেহানাকে দিয়ে বাড়া চুসিয়ে তারপর থমাস ওকে বললো, "চল, আমাদেরকে নিচে যেতে হবে, নাহলে কবির হয়ত সন্দেহ করে উপরে চলে আসতে পারে।" রেহানা যেন কিছুটা অনিচ্ছা সহকারে নিজের হাত থেকে থমাসের বাড়াকে ছেড়ে দিলো তারপর দুজনে মিলে নাস্তা আর বিয়ার নিয়ে ক্লাবরুমের দিকে গেলো।

কবির রুমের আলো কিছুটা নিভিয়ে, শুধু একটা ডিম লাইট দূরে জ্বালিয়ে রেখেই একটা আবছা আবহাওয়া তৈরি করে নিয়েছিলো ওই রুমে। এখন শুধু টিভি থেকে বের হওয়া আলো আছে রুমে। একটা বড় লম্বা সোফায় এক কোনে কবির বসলো, আরেক কোনে থমাস এসে বসলো, আর মাঝখানে রেহানা বসলো। রেহানা বসেই নিজের দুই পা ভাজ করে সোফায় উঠিয়ে নিয়ে থমাসের দিকে পা কে ছড়িয়ে দিয়ে কবিরের গায়ের উপর ঝুঁকে পরলো। ছবি শুরু হলো। ওরা খেতে খেতে ছবি দেখছে, কিন্তু থমাসের চোখ ছবির দিকে না যেয়ে রেহানার ছড়ানো পায়ের দিকে চলে গেলো। ধীর ধীরে ও একটা হাত রেহানার পায়ের গোড়ালির উপর রাখলো, এরপর ধীরে ধীরে ওর হাত রেহানার পা বেয়ে উপরের দিকে উঠতে শুরু করলো। ধীরে ধীরে উরু বেয়ে

হাত উঠতে শুরুর করায় রেহানা থমাসের দিকে ওর পা আর এগিয়ে দিলো। কবির কিন্তু টিভির দিকে চোখ রেখে শক্ত হয়ে বসে ছিলো যদি ও কিন্তু থমাসের হাতের নড়াচড়া আর রেহানার কোমর থমাসের দিকে এগিয়ে দেয়া, কোন কিছুই ওর দৃষ্টির বাইরে ছিলো না।

হঠাৎ করে রেহানা লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে গেলো, "আমার খুব ঠাণ্ডা লাগছে"-বলে সে একটা চাদর টেনে নিয়ে কবির আর থমাসের পা সহ নিজের কোমরের নিচের অংশ ঢেকে নিলো।

এরপরে রেহানা বসার সাথে রেহানার উরুর উপর থমাসের হাত এসে পরলো, রেহানা শরীরকে কবিরের দিকে ঝুঁকিয়ে দিয়ে একটা পা সোফার উপর উঠিয়ে গুদকে ঠেলে দিলো থমাসের দিকে। থমাস দ্রুতই ওর হাতের একটা আঙ্গুল ঢুকিয়ে দিলো রেহানার গুদের ভিতর। রেহানা মুখে হাত চাপা দিয়ে ওর মুখ দিয়ে বের হওয়া গোঙ্গানিকে থামালো। এরপরে থমাসের আঙ্গুল ক্রমাগত ঢুকতে আর বের হতে লাগলো রেহানার গুদে। একটু পরে সেই ভেজা আঙ্গুল বের করে থমাস সেই আঙ্গুলকে কিছুটা পিছিয়ে রেহানার পোঁদের ফুটার দিকে ঠেলতে লাগলো, এরপরে সেটা ঢুকে ও গেলো রেহানার পোঁদের ফুঁটায়। জীবনে রেহানার পোঁদের ফুঁটায় কখনও কিছু ঢুকে নাই, আজ নিজের স্বামীর সামনে স্বামীর বন্ধুর আঙ্গুল পোঁদের ফুটোতে ঢুকায় সে যেন কামে পাগল হয়ে গেলো, রেহানার মুখ দিয়ে বের হওয়া গোঙ্গানি আর শীৎকার চাপা চাপা হয়ে কবিরের কানে পৌছতে শুরু করছিলো। কবির সেদিকে না তাকিয়ে টিভির সাউন্ড আর বাড়িয়ে দিলো। কিন্তু রেহানার নড়াচড়া তো থামান যাচ্ছে না। এদিকে থমাস ওই আঙ্গুলটা পোঁদের ফুঁটাতে রেখেই আরেকটা আঙ্গুল ঢুকিয়ে দিলো রেহানার গুদের ভিতর। রেহানা অল্প অল্প কাঁপতে শুরুর করলো গুদে পোঁদে এক সাথে দুই আঙ্গুলের খোঁচা খেয়ে। এদিকে থমাস যে হাত আগুপিছু করে রেহানার গুদে আংলি করছে সেটা বুঝার জন্যে কবিরকে চোখ খোলা রাখতে হচ্ছে না। অল্পক্ষন পরেই কবিরের বুকে নিজের মাথা চেপে ধরে থমাসের আঙ্গুলের মাথায় নিজের গুদের রস ছেড়ে দিলো রেহানা কাঁপতে কাঁপতে। কবির যেন কিছুই বুঝে না এভাবে টিভির দিকে তাকিয়ে রইলো।

একটু পড়ে রেহানা উঠে থমাস আর কবিরকে একা রেখে ওয়াসরুমে চলে গেলো। কবির বন্ধুর দিকে তাকিয়ে একটা শয়তানী হাঁসি দিলো, বিনিময়ে থমাস ও ওকে একটা শয়তানী হাঁসি দিলো, আর নিজের হাত উঁচু করে ভেজা স্যাঁতস্যাঁতে দুটো আঙ্গুল দেখিয়ে বুঝিয়ে দিলো যে ও দুটো এতক্ষন রেহানার ভিতরে ছিলো। থমাসের ভেজা আঙ্গুল দেখে কবিরের জনে নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে গেলো। সে নিজের বাড়া প্যান্টের ভিতর থেকে বের করে এক হাত দিয়ে ধীরে ধীরে খেঁচতে লাগলো।

এদিকে বাথরুমের গিয়ে ও রেহানা যেন ওর শরীরের কাঁপুনি থামাতে পারছিলো না, ওর শরীর এখন ও রাগ মোচনের সুখে কাঁপছে, সে নিজেকে আয়নায় দেখে নিলো একবার যে ওর চেহারায় কোন পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে কি না। সে একটু অপেক্ষা করে একটা লম্বা শ্বাস নিয়ে বের হয়ে এলো আর দেখতে পেলো যে কবির আর থমাস যেন ফিস্ফিসিয়ে কি যেন বলছে। সে বের হতেই দুজনে চুপ করে গেলো আর সে আবার এসে ওদের মাঝে বসে চাদর দিয়ে বুকের নিচে থেকে সবটুকু শরীর ঢেকে ফেললো।

এবার রেহানা পা না উঠিয়ে নিচেই রাখলো আর আবার ও কবিরের গায়ে হেলান দিয়ে টিভির দিকে তাকিয়ে রইলো। একটু পরেই কবিরের হাত নিজের উরুতে অনুভব করে রেহানা সচকিত হয়ে উঠলো। সে দু পা একটু ফাঁক করে দিলো কবিরের সুবিধার জন্যে। রেহানার ঠোঁটের কিনারে একটা পাতলা হাঁসির রেখা দেখা দিলো, কিন্তু হঠাৎ করেই নিজের অন্য উরুর উপর থমাসের হাত অনুভব করে সে যেন ঝট করে সোজা হয়ে বসে গেলো, সে খুব দুশ্চিন্তায় পড়ে গেলো। সে বুঝতে পারলো যে থমাস ওর উরু শক্ত করে ধরে নিজের দিকে টেনে নিতে চাইছে। এদিকে কবির ও তাই করছে, রেহানা চোখ টিভির দিকে রেখে ভয় মাখা চোখে ভাবতে লাগলো সে কি করবে এখন, কিন্তু এদিকে কবির আর থমাস দুজনের একজন ও বসে নেই, ওরা দুজনেই হাত ধীরে ধীরে এগিয়ে রেহানার গুদের উপরের নরম বেদির কাছে নিয়ে এসেছে। রেহানা বুঝতে পারছিলো যে সে যদি এখনই কিছু না করে তাহলে সর্বনাশ হয়ে যেতে পারে।

রেহানা চট করে নিজের ডান হাত বাড়িয়ে থমাসের হাতের উপর রেখে ওটার অগ্রযাত্রা থামিয়ে দিলো। তারপর ধীরে ধীরে নিজের উরুর উপর থেকে থমাসের হাত সরিয়ে দিয়ে নিজের হাত থমাসের বাড়ার কাছে নিয়ে গেলো আর কাপড়ের উপর দিয়েই থমাস

ঠাঠানো বাড়াকে চেপে ধরলো। এবার থমাস নিজের হাত বাড়িয়ে শর্টসের ভিতর থেকে ওর বাড়াকে বের করে রেহানার হাতে ধরিয়ে দিলো। রেহানা অন্য হাত দিয়ে কবিরের হাতকে সরিয়ে দিয়ে ও কবিরের বাড়ার উপর হাত রাখতেই বুঝতে পারলো যে কবির এর মধ্যেই ওর বাড়া বের করে ফেলেছে। রেহানার দুই হাতে এখন দুই বাড়া। আর বাড়া দুটিকে অল্প অল্প করে ধীরে ধীরে উপর নিচ করে খেঁচে দিতে লাগলো রেহানা। ওর গুদে আবার ও আগুন জ্বলে উঠলো পরিস্থিতির কথা চিন্তা করে। জীবনে কখন ও একই সাথে দুই হাত দুটি গরম তাগড়া বাড়া সে কখন ও ধরে নি। ওয়েল, সব কিছুরই একটা প্রথমবার আছে, এই ভেবে সে নিজের মনকে সান্ত্বনা দিলো। ধীরে ধীরে রেহানার কপাল থেকে দুসচিন্তার ভাজ সড়ে গিয়ে ঠোঁটের কিনারে একটা মুচকি শয়তানী ধূর্ত হাঁসি দেখা দিলো, এই ভেবে যে ওর দুই হাতে এখন ওর স্বামী আর স্বামীর বন্ধুর বাড়া আর আর সে দুজনকেই এখন এক সাথে খেঁচে দিচ্ছে। তবে দুইটা পার্থক্য আছে দুই বাড়ার মধ্যে, একটা বাদামি আর একটা মিশমিশে কালো, আর একটা তুলনামুলক কিছুটা ছোট, আর আরেকটা বিশাল বড় আর মোটা। খেঁচতে খেঁচতে ধীরে ধীরে সে বাড়ার মুণ্ডির চারপাশে স্পর্শকাতর জায়গায় নিজের হাতের আঙ্গুল দিয়ে ঘষে ঘষে বাড়ার মাথার ছেঁদাকে ঘষে দুজনকেই উত্তপ্ত করতে লাগলো। দুজনের বাড়াই যে ভীষণভাবে কেঁপে কেঁপে উঠছে রেহানার প্রতি পদক্ষেপে সেটা সে ভালোই অনুভব করছে।

কিছুক্ষণ পরেই রেহানার হাতের মধ্যে থমাস প্রথম ফ্যাদা ঢেলে দিলো, যদি ও ওর নিঃশ্বাস বড় হয়ে বুক জোরে জোরে উঠানামা করছিলো, কিন্তু থমাস নিজেকে সামলে নিয়ে চুপচাপ রেহানার হাতের মুঠোর ভিতরে নিজের বাড়ার রস ফেলে দিলো। একটুক্ষণ চুপ করে থমাস বাড়া শর্টসের ভিতর ঢুকিয়ে উঠে চলে গেলো বাথরুমের দিকে। থমাসকে বাথরুমের ঢুকে যেতে দেখেই কবির নিজের বাড়ার উপর থেকে চাদরের আবরন সরিয়ে দিলো আর রেহানা উঠে কবিরের সামনে হাঁটু গেঁড়ে বসে কবিরে বাড়া মুখে ভরে নিলো, এরপর কবির যেন লক্ষ্য না করে এভাবে অন্য হাতের মুঠোতে থমাসের বীর্য মাখা হাত এনে কবিরের বাড়ার গায়ে থমাসের বীর্য লাগিয়ে দিয়ে চুষে চুষে খেতে শুরু করলো। এদিকে রেহানার ঠোঁটের স্পর্শ পেয়েই কবির মাথা পিছন দিকে হেলান দিয়ে চোখ বন্ধ করে উত্তেজনার চরম শিখরে পৌঁছে গেল খুব অল্প সময়ের মধ্যেই। এদিকে রেহানা থমাসের বাড়া বীর্য নিজের হাত আর কবিরের বাড়া গাঁ থেকে চুষে খেতে খেতে কবিরের সদ্য উদ্গিরন করা বীর্য ও খেয়ে নিতে লাগলো।

রেহানা দ্রুতই বাড়া চুষে পরিষ্কার করে আবার নিজের জায়গায় বসে গেলো আর সাথে সাথে যেন থমাস বাথরুম থেকে বের হয়ে এলো। থমাস বের হতেই কবির উঠে বাথরুমে চলে গেলো। থমাস এসে রেহানাকে দাঁড় করিয়ে ওকে বেশ কিছুক্ষণ চুমু দিলো।

এর মধ্যে ওদের ছবি ও শেষ হয়ে গেলো। কবির বের হতেই থমাস ওর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেলো। থমাস্কে বের হতে দেখেই কবির এসে রেহানার উপর যেন ঝাপিয়ে পরলো আর ওর গুদে মুখ লাগিয়ে চুষতে শুরুর করে দিলো। কিছু পরে রেহানার গুদের ভিতর আরেকবার বীর্যপাত করে কবির আর রেহানা ঘুমাতে চলে গেলো।

নবম পরিচ্ছেদঃ

বুধবার সকালে কবির বের হওয়ার আগেই থমাসের ফোন আসলো। ফোন রিসিভ করে কবির জোরে রেহানাকে ডাক দিলো আর বললো, "রেহানা! থমাস ফোনে আছে, কথা বলো ওর সাথে?"

রেহানা রান্নাঘর থেকে জোরে চিৎকার করে বললো, "আমি কাজ করছি এখন।"

কবির ওর কাছে এসে বললো, "থমাস জানতে চাইছে যে আজ সন্ধ্যায় ও তোমার সাথে বাইরের কোন রেস্টুরেন্টে সময় কাটাতে চায়, তুমি যাবে কি না?"

থমাসের কথা মনে হতেই রেহানা তোতলাতে লাগলো, "আমি...আহ...ওহ...কিভাবে?"

"কোন সমস্যা নেই রেহানা, আমিই ওকে বলেছে তোমাকে সঙ্গ দেয়ার জন্যে, যেহেতু আজ রাতে তুমি একা থাকবে। তুমি যাবে বাইরে ওর সাথে?"-কবির ওর স্ত্রীকে অভয় দেয়ার চেষ্টা করলো।

"ওয়েল...আমার বাইরে যেতে ইচ্ছে করছে না, ওকে বাসায় চলে আসতে বলো, আমরা এক সাথে ডিনার করবো।"-রেহানা থমাসের সাথে একা সময় কাটানোর কথা চিন্তা করেই উত্তেজিত হয়ে যাচ্ছিলো।

"শুন থমাস, তুমি বাসায় চলে এসো সন্ধ্যের পরে। রেহাআন বাইরের যেতে চাইছে না। ওর সাথে এক সাথে ডিনার করে তারপর চলে যেও, ঠিক আছে?"-কবির রেহানাকে শুনিয়ে শুনিয়ে বন্ধুকে বলে দিলো।

সেদিন রাতঃ

সন্ধ্যের কিছু আগেই সব কাজ শেষ করে সাজতে বসে গিয়েছিল রেহানা। এই মাঝের এই কটা দিন আজকে থমাসের আগমন আশঙ্কায় সে খুব অস্থির দিন রাত কাটিয়েছে। থমাসের কথা মনে হতেই ওর গুদ দিয়ে রস ঝড়তে শুরু করে, নিঃশ্বাস আটকে যায়, কান ঝাঁ ঝাঁ করে উঠে, গলা শুকিয়ে যায়, কি যে হচ্ছে ওর ভিতরে। আজ ওর স্বামী বাসায় নেই। ওরা দুজনে একা সম্পূর্ণ একা অবস্থাতে আজ সারা রাত কাটাবে। কি যে ঘটবে, থমাস যে আজ ওকে চোদার জন্যে চেষ্টা করবে, সেটা সে খুব ভালভাবেই বুঝতে পারছে। রেহানা ও নিজের শরীরে আর যেন এই প্রতিক্ষা সইতে পারছে না, কিন্তু থমাসের কাছে নিজেকে মেলে দেয়ার অর্থ হচ্ছে কবিরের সাথে প্রতারনা, তাই কিছুতেই সেই বাঁধা যেন অতিক্রম করতে পারছে না রেহানার শরীর ও মন। কি করবে, কি হবে-এই আশংকা নিয়েই দুরুদুরু বুকে আয়নার সামনে সাজতে বসলো রেহানা। একটা কালো সিফন ড্রেস, সাথে প্যানটি আর ব্রা পড়ে ড্রয়িং রুমের সোফায় বসে বিয়ারের বোতলে চুমুক দিতে দিতে রেহানা অস্থির হৃদয়ে অপেক্ষা করছিলো থমাসের জন্যে। সে জানে আজ ওকে একটা সিদ্ধান্ত নিয়েই ফেলতে হবে, থমাসের সাথে খেলা এতদুর গড়ানোর পিছনে ওর নিজের ও অবদান কম নয়। তাই থমাস আজ ওর শরীরের উপর নিজের দাবি করতেই পারে, কিন্তু সেই দাবির উত্তর রেহানা কিভাবে দিবে, সেটা সে আজ সারা দিনে ও চিন্তা করে বের করতে পারে নি।

দরজার বেল বাজার সাথে সাথে রেহানা যেন একটা ঘোর থেকে জেগে উঠে এলোমেলো পায়ে হেঁটে গিয়ে দরজা খুলে দিলো থমাসের জন্যে। "হাই, রেহানা"-থমাস হাত বাড়িয়ে ওকে এক গুচ্ছ গোলাপ দিলো। "হাই, থমাস, ধন্যবাদ"-বলে সলজ্জ নজরে ফুলগুলো গ্রহন করলো রেহানা। দুজনে মিলে হাত ধরাধরি করে সোফায় এসে বসলো, এটা সেটা নিয়ে কথা বলতে লাগলো। রেহানা কিছু হালকা নাস্তা ও এনে দিলো আর দুজনে মিলে টিভি দেখতে দেখতে কফি খেতে লাগলো। থমাস রেহানাকে অন্য সয়াফায় বসতে না দিয়ে পাশে বসিয়ে ওর কাঁধে নিজের একটা হাত রেখে খুব আন্তরিকভাবে কথা বলতে লাগলো। কথা বলার ক্ষেত্রে থমাস আগে থেকেই বেশ পটু, আর মেয়েদের সাথে কথা বলার জন্যে ওর কাছে বিষয়বস্তুর অভাব হয় না। কথায় কথায় রেহানাকে খুব সুন্দর লাগছে এই প্রশংসাপত্র দিয়ে ভুল করলো না থমাস।

কফি খাওয়া শেষ হওয়ার পরে থমাস রেহানাকে নিজের দিকে টেনে বুকের ভিতরে ঢুকিয়ে ফেললো, আর ওর উত্তেজনায় কাঁপতে থাকা মুখ নিজের দিকে তুলে ধরে ঠোঁট ডুবিয়ে দিলো রেহানার ঠোঁটে।

"রেহানা, আজ আমি খুব উত্তেজিত হয়ে আছি। তোমার আকর্ষণ আমাকে পাগল করে দিচ্ছে প্রতিদিনই।"-থমাস চুমুর ফাঁকে বললো।

"আচ্ছা, তাই নাকি? আমি তো এটা মোটেই বুঝতে পারি নি"-রেহানা দুষ্টমি ও কিছুটা টিজ করার সুযোগ হাতছাড়া করতে চাইলো না। থমাস ওর চোখের দিকে তাকিয়ে নিজের ঠোঁট এগিয়ে নিয়ে গেল ওর চোখের উপর, আর রেহানার বন্ধ দুই চোখের উপর নিজের ঠোঁটের আদর মাখিয়ে দিলো। থমাসের আদরে গলে যেতে যেতে রেহানা গুঙ্গিয়ে উঠলো। "তোমার গুদ ভিজে গেছে, রেহানা?"-থমাস জানতে চাইলো।

থমাসের প্রশ্ন শুনে রেহানার চোখ মুখ লজ্জায় রাঙা হয়ে গেলো। তারপর সে মাথা নিচের দিকে ঝাঁকিয়ে হ্যাঁ জানালো।

"আমাকে দেখাও"-থমাস যেন কী শুনে ফেলতে পারে, এভাবে ফিসফিস করে বললো। রেহানা চোখ বড় করে থমাসের দিকে তাকালো, থমাসের চোখে মুখে একরাশ কামনা যেন ভিড় করে উদ্দাম নৃত্ত করছে। "তোমার প্যানটি খুলে ফেলো। আর আমাকে

খুলে দেখাও, আমাকে কাছে পেয়ে তুমি উত্তেজিত কি না, আমাকে তোমার গুদ দেখাও, রেহানা"-থমাসের কাম ভরা কণ্ঠ যেন আগুন ঢেলে দিলো রেহানার কানের কাছে, এমন গরম হয়ে গেলো সে।

রেহানা যেন এরপরে ও দ্বিধা কাটাতে পারছে না, আজ পর্যন্ত সে নিজে কখন ও থমাসকে প্যানটি খুলে গুদ দেখায় নি, সব সময় থমাসই নিজে থেকে ওর গুদে হাত দিয়েছে। "আজ, আমরা পুরো একা, রেহানা, কেউ নেই আমাদের দেখে ফেলার, খুলে ফেলো"-থমাস আবার ও তাড়া দিলো রেহানাকে। এবার রেহানা উঠে দাঁড়িয়ে নিজের জামার ভিতরে হাত ঢুকিয়ে দুটো আঙ্গুল প্যানটির দুই কিনারে ঢুকিয়ে দিয়ে ধীরে ধীরে ওর প্যানটি নামিয়ে ফেলে, পা সরিয়ে ওটা থেকে নিজেকে মুক্ত করে নিলো। এরপর সোফায় বসে নিজের একটি পা সোফায় উঠিয়ে দিয়ে হাঁটু ভাজ করে রাখলো আর অন্য পা টি ফ্লোরে রেখেই ফাঁক করে খুলে দিলো ওর যৌনাঙ্গ থমাসের চোখে লোভাতুর দৃষ্টির জন্যে। রেহানার গুদের ঠোঁটের বাইরে ও কিছুটা রস বেরিয়ে পড়েছে এমন হয়েছে। থমাসের চোখের দিকে তাকিয়ে নিজের দুই হাত দিয়ে গুদের দুটি ঠোঁট ধরে ফাঁক করে ভিতরটা খুলে দিলো রেহানা। ভিজের স্যাঁতস্যাঁতে আঠালো রসে রেহানার গুদ ভরে আছে। থমাস যেন এই অভূতপূর্ব দৃশ্য দেখে গুঙ্গিয়ে উঠলো। রেহানার গুদ সুনর সে জানতো, কিন্তু সেটা যে এমন অসহ্য সুন্দর সেটা ওর ধারনার বাইরে ও ছিলো না। রেহানার গুদে কাম রসের আধিক্য দেখে থমাস ভাবলো যে রেহানা মনে হয় প্রস্তুত ওর সাথে যৌন মিলনের জন্যে। তাই সে উঠে এসে রেহানাকে সোফা থেকে টেনে তুললো আর এক হাতে রেহানাকে বুকের কাছে জড়িয়ে ধরে একটু ঝুঁকে ওকে এক হাতে রেহানার পায়ের পিছনে হাত নিয়ে ওকে পাজাকলে করে কোলে তুলে নিলো।

"কি করছো, থমাস?"-রেহানা আচমকা নিজেকে থমাসের কোলে দেখে যেন অবাক হয়ে গেলো।

"এখন আমি তোমাকে তোমার বেডরুমের বিছান্য নিয়ে যাবো, তারপর চিত করে ফেলে তোমার গুদ খাবো"-থমাস যেন জানে তাকে কি করতে হবে।

"থমাস...আমি...আমি জানি না...আহঃ...আমি কি করবো...আমি বুঝতে পারছি না কি বলবো...আমি খুব ভয় পাচ্ছি।"-রেহানা চোখ বন্ধ করে একহাতে থমাসের গলা জড়িয়ে ধরে বললো।

"রেহানা, আমি জানি...তুমি ভালো করেই জানো যে আমি তোমার কোন ক্ষতি করতে পারি না, জানো না?"-থমাস ওর চোখে দিকে তাকিয়ে বললো।

"আসলে থমাস, আমি তোমাকে না...আমি...আমি আমার নিজেকেই ভয় পাচ্ছি। তুমি কাছে আসলেই আমি কেন যেন নিজেকে ধরে রাখতে পারছি না, একদমই"-রেহানা জনে কাতর কণ্ঠে ওর মনের অনুভুতি জানিয়ে দিলো থমাসকে।

"আমি যা বলি, তুমি তা করো, রেহানা। আমি এখন তোমাকে তোমার বিছানায় নিয়ে যাবো আর এরপর তোমার গুদ চুষে খাবো"-থমাস বললো।

"অহঃ...থমাস..."-রেহানা যেন গুঙ্গিয়ে উঠলো।

"শুন রেহানা, আমি জানি, তুমি আমার সাথে সেক্স করতে ভয় পাচ্ছ। যদি তুমি মানসিকভাবে প্রস্তুত না হও, তাহলে ঠিক আছে, আমি শুধু তোমার গুদ চুষে তোমাকে ছেড়ে দিবো। তুমি প্রস্তুত নও, এমন কিছুই আমি করবো না, ঠিক আছে?"-থমাস আশ্বস্ত করতে চাইলো রেহানাকে।

থমাসের আশ্বাসবানী শুনে রেহানার গুদ যেন মোচড় মেড়ে মেড়ে নিজের প্রসুতির কথা ওকে জানাচ্ছিলো বার বার। "ঠিক আছে"-ছোট করে বললো রেহানা।

"কি ঠিক আছে?"-থমাস একটু জোরে যেন ধমক দিয়ে বললো।

"ঠিক আছে, থমাস, তুমি আমাকে বিছানায় নিয়ে আমার গুদ চুষে দিতে পারো"-রেহানা বুঝতে পারছিলো যে থমাস ওর মুখ থেকে একটু খারাপ কথা শুনতে চাইছে।

"ওয়েল, যেহেতু তুমি এমন সুন্দর করে আমাকে অনুরোধ করছো।"-বলে যেন রেহানার আদেশ মানার জন্যেই থমাস ওকে কোলে করেই বেডরুমে চলে এলো।

দশম পরিচ্ছেদঃ

থমাস রেহানাকে কোলে নিয়ে ধুপধাপ সিঁড়ি বেয়ে এমন গতিতে ওদের বেডরুমে ঢুকলো যে ওর গতি ওই মুহূর্তে উসাইন বোলটের চেয়ে কম ছিল না। বিছানার কাছে যেয়ে থমাস রেহানাকে চিত করে বিছারা উপর ফেলে দিলো। তারপর সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে রেহানার ভিরু চোখের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলো যে, "রেহানা, আমার মিষ্টি নারী, আমরা যা করতে যাচ্ছি সেটা নিয়ে তোমার মনে কোন দ্বিধা নেই তো?"

"হ্যাঁ...উহঃ...তুমি তো শুধু আমাকে...মানে, বুঝতে পারছো তো...শুধু আমার গুদ চুষে দিবে, তাই তো?"-রেহানা কিছুটা দ্বিধা নিয়ে নিশ্চিত হতে চাইছিলো।

"যদি সেটাই তুমি চাও, তাহলে সেটাই হবে, এর বেশি কিছু নয়।"-থমাস ওকে নিশ্চিত করে নিজের শার্ট খুলে ওর বুকের উপর ঝুঁকে রেহানার ঠোঁটে চুমু দিতে লাগলো। অনেক সময় নিয়ে আদর সোহাগ, চুমু, দুধ টিপে চুষে দেয়া, শেষ করে থমাস নিজের মাথা রেহানার দু পায়ের সন্ধিস্থলে নিয়ে এলো। রেহানা নিজে থকেই পা ফাঁক করে উঁচু করে ধরলো, যেন থমাসের চোখের সামনে ওর গুদ সম্পূর্ণরূপে খুলে যায় আর থমাস যেন সহজেই সেটাকে ইচ্ছেমত ব্যবহার করতে পারে।

রেহানার দুই উরুর নরম মসৃণ মাংসে প্রথম আক্রমণটা চালালো থমাস। উরুর উপর থমাসের ঠোঁট আর জিভের স্পর্শে রেহানা কাঁতরে উঠতে লাগলো। উরু দুটিকে আদর করে থমাস রেহানাকে উল্টে দিলো, ওর ওর উন্মুক্ত পোঁদের উপর নিজের জিভের খেলা চালাতে লাগলো। পোঁদের দাবনা ফাঁক করে পোঁদের ফাঁকে ও ফুটোর উপর থমাসের জিভের ছোঁয়া পেয়ে রেহানার শরীরে কামের আগুন যেন বহুগুন বেড়ে গেলো আর গুদ দিয়ে ক্রমাগত রস ঝড়ে পড়তে লাগলো। রেহানার মুখে দিয়ে বের হওয়া কাতরানি আর গোঙ্গানি আর সাথে শরীরের মোচড় যেন থমাসকে ও পাগল করে দিচ্ছিলো, ওর মনে মনে রেহানাকে চোদার ইচ্ছে যেন সে আর বেঁধে রাখতে পারছে না। রেহানা যদি ওকে আজ বাঁধা দেয়, তাহলে সে হয়ত জোর ও করতে পারে, রেহানার পোঁদে জিভ চালাতে চালাতে মনে মনে সেই প্ল্যান করতে লাগলো থমাস। থমাস আবার রেহানাকে উল্টে দিয়ে চিত করিয়ে ওর গুদের ফুলা উঠা কম্পিত ঠোঁট দুটির পাশে নিজের জিভ চালাতে লাগলো। এর মধ্যেই রেহানার গুদ যেন ভেসে যাচ্ছে, ক্রমাগত রস নিঃসরণের ফলে রস ওর গুদের বাইরে বেরিয়ে এসেছে, থমাসের জিভ সেই মিষ্টি নোনতা স্বাদের যৌনতা মাখানো রস চুষে চুষে খেতে লাগলো।

"আহহহহহহহহহহহ....."-বলে একটা আর্ত চিৎকার যেন বের হয়ে এলো রেহানার মুখ দিয়ে। নিজের গুদকে থমসের মুখের সাথে আর বেশি করে ঘষে দেবার জন্যে সে কোমর উপরের দিকে ঠেলে দিয়ে থমাসের মাথার পিছনে হাত দিয়ে থমাসের মুখের সাথে জোরে জোরে ঘষতে লাগলো নিজের গুদকে। থমাস গুদের ফোলা ঠোঁট দুটিকে ফাঁক করে রেহানার গুদে ভঙ্গাকুরে জিভ চালিয়ে ওটাকে চুষে দিতে লাগলো। রেহানার পক্ষে বোধহয় আর স্থির থাকা সম্ভব হচ্ছিলো না, মোটেই। সে থমাসের মাথাকে ঠেলে সরিয়ে দিলো আর গুদের উপর থেকে আর কামরাঙা চোখে ওর দিকে তাকিয়ে বললো, "অহঃ খোদা, থমাস, আমার এখনই তোমাকে লাগবে...প্লিজ আমাকে আর কষ্ট দিও না...আমাকে চুদে দাও...তোমার বাড়াকে ঢুকিয়ে দাও আমার গুদের ভিতর..."

থমাসের ঠোঁটের কিনারে হাঁসি ফুটে উঠলো, অবশেষে রেহানার বাধ ভেঙ্গে গেছে। "রেহানা, তুমি নিশ্চিত তো, যে তুমি এটাই চাও?"-থমাস মিষ্টি সূরে ওকে বললো।

"হ্যাঁ...থমাস...আমি আর পারছি না নিজেকে নিয়ন্ত্রন করতে, কিন্তু প্লিজ তুমি মাল ফেলার আগে বাইরে বের করে নিবে তো, প্লিজ...থমাস"-রেহানা কাতর কণ্ঠে বললো ওকে।

"হ্যাঁ, বের করে নিবো, যদি সেটাই তুমি চাও, তাহলে তাই হবে"

"ওহঃ খোদা, থমাস, প্লিজ, আমাকে চুদে দাও...তোমার বাড়াকে ভীষণ প্রয়োজন আমার...প্লিজ"-রেহানা যে এভাবে অনুনয় করবে চোদা খাবার জন্যে সেটা থমাস ভাবতেই পারে নি। থমাস দ্রুত হাতে ওর প্যান্ট খুলে নেংটো হয়ে ওর ঠাঠানো বাড়াকে নিয়ে রেহানার দু পায়ের মাঝে বসে গেলো। আর গরম বাড়ার মাথাটাকে রেহানার গুদের নরম বেদির উপর রাখলো।

রেহানার দিকে তাকিয়ে থমাস নিজের বাড়ার দিকে ইশারা করে ফিসফিস করে বললো, "আমার বাড়াটাকে লাগিয়ে দাও, তোমার গুদের মুখে, রেহানা"। রেহানা যেন এতটুকু ও দেরি করতে পারছে না আর থমাসের কথা শুনে। সে এক হাতে নিজের গুদের ঠোঁট ফাঁক করে অন্য হাতে থমাসের বিশাল মুগুরের মাথাটাকে ফুটোর একটু উপরে রাখলো। থমাস চাপ দিতেই ওটা আঠালো রসে ভেজা গুদের গরম সুড়ঙ্গপথে যাত্রা শুরু করলো।

"ওহঃ, খোদা...এতো সুখ আমি কিভাবে সইবো, থমাস, চুদে দাও...আমাকে...ফাঁক মি থমাস..."-রেহানার কাতর আবেদন যেন থমাসের শরীরের উত্তেজনাকে বার বার উস্কে দিচ্ছে। একটু একটু করে থমাসের বাড়া রেহানার গুদে ঢুকতে শুরু করলো। রেহানার যেন নিঃশ্বাস পুরো বন্ধ হয়ে গেলো, ওর গুদ ভরে গিয়ে, গুদের ভিতরের দু পাশের মাংস কেটে কেটে থমাসের বাড়া যেন ওর পথ তৈরি করে নিচ্ছে। ইঞ্চি ইঞ্চি করে বাড়া ঢুকছে আর রেহানার মুখ দিয়ে যেন পশুর মত ঘোঁতঘোঁত শব্দ বের হচ্ছে। প্রায় অর্ধেক বাড়া ঢুকার পরে থমাস থেমে গিয়ে রেহানাকে ওর বাড়ার সাইজের সাথে গুদকে সইয়ে নিতে একটু সময় দিলো। কারন সে জানে, কবিরের বাড়া ওর বাড়ার কাছে লম্বায় বা মোটায় কোনভাবেই সমকক্ষ নয়। তাই রেহানাকে ওর বাড়াকে সইয়ে নেয়ার জন্যে একটু সময় দিয়ে সে রেহানার বুকের দুধ দুটির উপর হামলে পড়লো। এরপর ধীরে ধীরে বাড়া টেনে বের করে আব্র ঠেলে ঢুকিয়ে দিয়ে ঠাপ শুরু করলো থমাস। ঠাপ শুরুর ২ মিনিটের মাথায় রেহানা থমাসকে জড়িয়ে ধরে কাঁপতে কাঁপতে গুদের রস ছেড়ে দিলো।

এবার থমাস ওর ঠাপের গতি ধীর ধীরে বাড়াতে লাগলো আর প্রতি ঠাপেই রেহানার গুদের যেন আরেকটু ভিতরে থমাসের বাড়া নিজের জায়গা দখল করে নিতে লাগলো। রেহানার গুদে এতো মোটা কিছু কখন ও ঢুকে নাই, তাই ওর কাছে মনে হচ্ছিলো যে ওর গুদ মনে হয় ফেটেই গেছে, ওর গুদের ভিতরে আর যেন এক সুতো পরিমান জায়গা ও আর অবশিষ্ট নেই, এমনভাবে থমাসের বাড়ার উপর ওর গুদের মাংস চেপে বসেছে। রেহানার কাছে জনে মনে হচ্ছিলো যে ওর গুদে কেও যেন একটা বাঁশ ঢুকিয়ে দিয়েছে। যদি ও এই বাঁশের কারনে ওর গুদে এমন সুখের স্রোত বইছে যে ওর ইচ্ছে করছে এই বাঁশ যেন এখান থেকে বের না হয়। থমাস যখনই ওর বাড়াকে টেনে বের করছে, তখনই ওর গুদ খালি হয়ে ওর গুদের মধ্যে যেন হাহাকার শুরু হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু এরপর যখন থমাস আবার বাড়াকে ভিতরের দিকে ঠেলে দিচ্ছে, তখন রেহানার মস্তিস্কে সুখে হাজার তারা যেন ঝিকমিক করে জ্বলে উঠছে।

"ওহঃ থমাস, দাও, আমাকে তোমার বাড়া দাও...আর জোরে দাও..."-রেহানার সুখের শীৎকার যেন থমাস্কে আর বেশি জোরে ঠাপ দেয়ার জন্যে উৎসাহ দিচ্ছে। আর রেহানা ও যেন দু পা কে আর ছড়িয়ে দিয়ে ওর গুদ সহ কোমরকে উঁচু করে থমাসের দিকে ঠেলে দিয়ে দিয়ে গুদের ভিতর থমাসের সুখের কাঁঠির খোঁচা নিতে লাগলো। থমাস দ্রুত বেগে ওর ঠাপ শুরু করলো, চোখের পলকের সাথে বাড়া টেনে বের করে আবার একটা গদাম ঠাপে বাড়া ঢুকে যাচ্ছিলো রেহানার রসালো কম্পিত গুদের একদম গভীরে। রেহানার দুই হাত যেন বিছারা চাদরকে চেপে চেপে ধরে নিজেকে সামলানোর চেষ্টা করে যাচ্ছিলো। ক্রমাগত গোঙ্গানি আর ঠাপের শব্দ আর দুজনে জোরে জোরে নিঃশ্বাসের শব্দ পুরো ঘরে যেন এক সুন্দর সঙ্গিতের আবহ তৈরি করেছে। রেহানার গুদের আবার ও জল খসার সময় হয়ে গেছে। বাড়ায় গুদের ক্রমাগত কামড়ের কারনে থমাস বুঝতে পারছিলো না যে কখন রেহানার রাগ মোচন হচ্ছে, কিন্তু সে এটাকে পাত্তা না দিয়েই নিজের স্বাভাবিক চোদন কাজ চালিয়ে যাচ্ছিলো। কিছু পরেই, "ওহঃ রেহানা, আমার সময় হয়ে গেছে...আমি এখনই বাড়া বের করে ফেলবো"-বলে থমাস রেহানাকে সতর্ক করে দিতে চাইলো। কিন্তু

রেহানার মাথার ভিতর তখন সুখের বিস্ফোরণ হচ্ছিলো, তাই সে কোনভাবেই থমাসের বাড়াকে এই মুহূর্তে বের করে দিতে রাজী না।

"না, না, না...থমাস, প্লিজ না...আমার গুদে ফেলো, প্লিজ, বের করো না"-রেহানার এই আকুতি শুনে থমাস নিজে ও যেন অবাক হয়ে গেলো। আর এই কথাটি বলতে গিয়েই রেহানার গুদে যেন আরেকবার রাগ মোচন হতে শুরু করলো। এরপরেই থমাস বাড়া রেহাআন্ন গুদের একদম গভীরে জরায়ুর ভিতরে যেন ঢুকে গিয়ে ভলকে ভলকে গরম তাজা বীর্য ঢালতে শুরু করলো রেহানার গুদের ভিতর। গুদের ভিতরে ফ্যাদার স্রোত বয়ে যাওয়ার সুখে রেহানা ও রাগ মোচনের সুখ যেন পেতে লাগলো। "ওহঃ থমাস...দাও, সবটুকু ঢেলে দাও আমার ভিতরে"- বলে শেষ একটি তাড়া যেন দিতে চাইলো রেহানা। রেহানার চোখ মুখ অন্ধকার হয়ে সে যেন নিজের সজ্ঞান আর ধরে রাখতে পারলো না, ওর মাথা পুরো ব্ল্যাকআউট হয়ে গেলো। কিছু পরে কানের কাছে থমাসের ফিসফিস আওয়াজে যেন রেহানার মস্তিস্ক আবার জেগে উঠতে শুরু করলো।

"রেহানা, তুমি ঠিক আছো তো, রেহানা?"-থমাস ফিসফিস করে রেহানার কানের কাছে বার বার করে বলছিলো।

থমাস ওভাবেই রেহানার ভিতরে বাড়া রেখেই ওর মুখের উপর ঝুঁকে ওকে পৃথিবীতে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করছিলো। গুদে বীর্য পড়ার সুখে যে রেহানার শরীর এভাবে হাজার তারা ফোঁটার সুখ অনুভব করতে পারবে সেটা ওর কল্পনাতেই ছিলো না।

"ওহঃ খোদা, থমাস, কি করছো তুমি আমাকে, এমন সুখ আমি কখনও পাই নি...উফ...আমার শরীর মাথা এখন ও অবশ হয়ে আছে...ওহঃ"-রেহানার কাতরানি বলে দিচ্ছে যে এখন ও ওর ঘোর কাটেনি পুরোপুরি। থমাস রেহানার গালে ঠোঁটে চুমু দিয়ে ওকে শান্ত করতে চেষ্টা করছিলো।

হঠাৎ, একদমই হঠাৎ ফোনের রিংটোনের কড়া শব্দে দুজনেই সচকিত হয়ে উঠলো। থমাস বুঝতে পারলো যে রেহানার মোবাইল বাজছে। থমাস বাড়া বের না করেই হাত বাড়িয়ে বিছানার পাশ থেকে মোবাইল হাতে নিয়ে দেখতে পেলো যে কবির ফোন করেছে। মোবাইলে হাতে নিয়ে সে চিন্তা করে দেখলো যে এই মুহূর্তে সে কবিরের স্ত্রীর গুদে বাড়া ঢুকিয়ে বসে আছে আর হাতের মোবাইলে কবিরের ফোন, ব্যাপারটা চিন্তা করেই ওর কিছুটা শিথিল হয়ে যাওয়া বাড়া যেন আবার ও প্রান ফিরে পেতে শুরু করলো। থমাস ফোন রেহানার হাতে দিতেই, রেহানা ওখানে কবিরের নাম দেখে ভয় পেয়ে গেলো।

এগারো পরিচ্ছেদঃ

"তোমার ফোনটা রিসিভ করা উচিত। নয়ত কবির সন্দেহ করতে পারে যে কেন রিসিভ করছো না।"-থমাস রেহানাকে ফোন রিসিভ করে কথা বলতে বললো।

রেহানা নিজের গলা খাঁকারি দিয়ে একটু পরিষ্কার করে নিয়ে কাঁপা হাতে ফোনের রিসিভ বাটনে চাপ দিয়ে কানে কাছে নিয়ে "হ্যালো"-বললো।

"হাই, জানু"-কবিরের গলা ও যেন কাঁপছে।

"হ্যাঁ, কবির, বলো"-রেহানা বললো।

"কি খবর তোমাদের, থমাস এসেছে? তোমরা খাবার খেয়ে ফেলেছো?"-কবির অস্থির গলায় জানতে চাইলো যদি ও ওর গলার উত্তেজনা কিসের জন্যে সেটা রেহানা ওই মুহূর্তে ধরতে পারলো না।

"হ্যাঁ...থমাস এসেছে...আমরা কথা বলছি...এখন ও খাই নি...এখনই যাবো খেতে"-রেহানা কি বলবে, কি মিথ্যা কথা দিয়ে কবিরকে আশ্বস্ত করবে যে সে ঠিক আছে, বুঝতে পারছিলো না, তাই আমতা আমতা করে কথা বলছিলো। এর মধ্যেই থমাসের

বাড়া যেন আবার ও ওর ফ্যাদা ভর্তি গুদের ভিতর একটু পর পর মোচড় দিয়ে উঠছিলো আর ধীরে ধীরে আবারও ঠাঠাতে শুরু করে দিয়েছে।

"থমাস তোমার সাথে ভালো আচরণ করেছে তো?"-কবির কি বলবে বুঝতে পারছিলো না।

"হ্যাঁ...অবশ্যই...তুমি তো জানো তোমার বন্ধু খুব ভদ্র ধরনের মানুষ"-রেহানা থমাসের দিকে তাকিয়ে মুখে একটা স্মিত হাঁসি ঝুলিয়ে বললো। থমাস খচরামি করে ওর বাড়াকে ভিতরের দিকে একটু ঠেলে দিলো।

"ওহঃ..."-রেহানার মুখ দিয়ে শব্দটি বের হয়ে গেলো।

"কি বললে?"-কবির কান চেপে ধরলো ফোনের স্পিকারের সাথে যেন এক ফোঁটা শব্দ ও সে হারিয়ে দিতে রাজী নয়।

"না, না...কিছু না। তুমি খেয়েছো?"-রেহানার নিঃশ্বাস বন্ধ করে জানতে চাইলো।

"আমি খেয়ে নিয়েছি। থমাস তোমার পাশে আছে এখন?"-কবির জানতে চাইলো।

"আহ...আছে...আমরা খাবার খেতে যাওয়ার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছিলাম।"-রেহানা কোন রকম কথাটি বললো।

"ওর সাথে আমার কথা আছে, সামনে শনিবারে আমাদের একটা মিটিং হওয়ার কথা, ওকে ফোনটা দাও তো"-কবির থমাসের সাথে কথা বলার অজুহাত খুঁজছিলো। রেহানা থমাসের দিকে ফোনটা বাড়িয়ে দিলো।

"হাই, কবির"-থমাস গলা যথা সম্ভব শান্ত করে বললো।

"তাহলে তুমি আমার স্ত্রীর দিকে ভালো করে খেয়াল রেখেছো তো, বন্ধু?"

"অবশ্যই"

"ওহঃ খোদা, থমাস, তুমি আমার বৌকে চুদে দিয়েছো?"-কবির বিস্ময় ভরা গলায় জানতে চাইলো।

"এটা ঠিক বলেছো তুমি"-থমাস রেহানার দিকে তাকিয়ে একটা হাঁসি দিয়ে বুঝিয়ে দিলো যে সে খুবই বিরক্ত ফোনে কথা বলে।

"ওহঃ খোদা...তুমি চুদে দিয়েছো, উফ...আমার স্ত্রী তোমার বাড়া গুদে ঢুকিয়ে ফেলেছে? সত্যি?"-কবির যেন নিজের অবিশ্বাসের রাজ্য থেকে বের হতে পারছে না।

"হ্যাঁ। ওটাই"-থমাস সংক্ষেপে জবাব দিলো।

"তুমি নিশ্চয় এই মুহূর্তে ওকে চুদছো না, তাই তো?"-কবির নিজের বাড়া বের করে এক হাত দিয়ে বাড়া খিঁচতে খিঁচতে জানতে চাইলো।

"হ্যাঁ...তেমনই হচ্ছে"

"ওহঃ খোদা...তুমি নিশ্চয় ওর গুদে মাল ফেলো নিয়া, তাই না?"

"দুঃখিত, ওটা হয়ে গেছে..."

"ওহঃ খোদা, আমার বিশ্বাসই হচ্ছে না, তুমি ওর গুদে মাল ফেলেছো, আর এখন এই মুহূর্তে ওর গুদে তোমার বাড়া ঢুকে আছে, তাই না?"-কবির যেন ওর চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছে, যে থমাস ওর স্ত্রীর সাথে কি কি করছে।

"হ্যাঁ, ঠিক তাই..."

"ওহঃ...এখন ও তুমি ঠাপ দিচ্ছ...তুমি আর কয়বার চুদবে এক রাতে ওকে?"-কবির যেন শিউরে উঠতে লাগলো।

"হ্যাঁ, সেটাই হবে...আর কয়েকটা মিটিং লাগতে পারে...শুন তুমি হেনরিকে ফোন করে ওর কাছ থেকে সব কিছু জেনে নাও না কেন? ওর নাম্বার আছে তো তোমার কাছে, তাই না?"-থমাস যেন ফোন ছাড়তে পারলেই বাঁচে এখন।

এখন রেহানা দুষ্ট দুষ্ট হাঁসি দিচ্ছে থমাসের অবস্থা দেখে, আর ধীরে ধীরে নিজের কোমর ঘুরিয়ে থমাসের বাড়াকে যেন ঠেলে ঠেলে নিজে থেকেই ভরে নিচ্ছে আর বাড়ার মাথায় কামড় দিচ্ছে। রেহানার কোমর নাচানো অনুভব করে থমাস যেন স্থির থাকতে পারছে না। সে রেহানাকে আরেকটি কড়া চোদন দেয়ার জন্যে পাগল হয়ে উঠেছে।

"শুন, বন্ধু, আমার খুব খিদে লেগেছে...আমরা খেতে যাচ্ছি এখন"-থমাস যেন ফোন রাখতে পারলেই বাঁচে।

"বুঝতে পেরেছি, বন্ধু, তুমি ফোনটা রেহানাকে দাও।"-কবির বললো।

"হ্যাঁ, ধর, দিচ্ছি..."-বলে থমাস ফোন কান থেকে সরিয়ে রেহানার হাতে দিলো।

এবার রেহানা ফোন কানে নিয়ে খুব মিসিত করে "হাই" বললো।

"শুন, এই সপ্তাহের ছুটির দিনে তোমাকে নিয়ে নতুন একটা রেস্টুরেন্টে খেতে যাবো ভাবছি, তুমি কি বলো?"-কবির অপ্রয়োজনীয় কথা বলে মজা নিতে চেষ্টা করছে।

"ওকে...ওহঃ...হে...হে...যেতে পারি..."-রেহানা নিঃশ্বাস বন্ধ করে রাখতে চাইলো, কারন ফোন রেহানার হাতে দেয়ার পরই থমাস ওর কোমর সামনে পিছনে করে ঠাপ দিতে শুরু করে দিয়েছে, যার ফলে রেহানার শরীরে কামভাব আবার ও ফেটে পড়ছে আর ওর গলা দিয়ে কথা বের হতে চাইছে না।

"ঠিক আছে, আমি তোমাদের দুজনকে আর আটকে রাখছি না...তোমরা খেয়ে ফেলো, অনেক রাত হয়ে গিয়েছে।"-কবির বললো।

"হ্যাঁ...তাই...এখনই যাবো..."-রেহানার জোরে জোরে নিঃশ্বাসের সাথে সাথে থমাসের তলপেট আছড়ে পড়ার শব্দ ফোনে স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছে কবির।

"কিসের শব্দ ওটা রেহানা?"-কবির উৎসুক গলায় জানতে চাইলো।

"না, না, কিছু না...আমি রেখে দিচ্ছি, বাই, জানু"-রেহানা যেন ফোন রাখতে পারলেই বাঁচে।

"ওকে জানু, বাই"-বলার সাথে সাথে রেহানা ফোনটা বিছানায় ফেলে দিলো, সে ভাবলো যে কবির বোধহয় ফোন কেটে দিয়েছে, কিন্তু নিজে যে ফোনের বাটনে চাপ দিয়ে কেটে দিবে সেটা আর ওর মনে ছিলো না। রেহানা থমাসের চোখে দিকে তাকিয়ে বললো, "ওহঃ খোদা...থমাস...চুদে দাও...আমাকে ভালো করে চুদে দাও...জোরে, আর জোরে ঠাপ দাও"-কবির তখন ও ফোন কানের সাথে লাগিয়ে রেখেছিলো, আর নিজের স্ত্রীর মুখ থেকে বেরিয়ে পড়া শব্দ শুনে সে যেন আর নিজেকে ধরে রাখতে পারছে না, জোরে জোরে বাড়া খিঁচতে খিঁচতে ওদের চোদন শব্দ শুনে নিজের বাড়ার মাল ফেলে দিলো সে।

এরপর পুরোটা সময় রেহানা আর থমাসের চোদন শব্দ আর ওদের কামনামাখা প্রতিটি কথা কবির শুনতে পেল, একদম শেষ পর্যন্ত যখন থমাস আবার ও রেহানার গুদে মাল ফেলে ভাসিয়ে দিলো।

বারোতম পরিচ্ছেদঃ

পরদিন সকালে ঘুম থেকে জেগে উঠে রেহানা ওর পাশে সয়ে থাকা কালো মানুষটির দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারছিলো না যে কি হয়েছে। হঠাৎ তার মনে পরে গেলো গত রাতে থমাসের সাথে উদ্দাম চোদন খেলার কথা, আর সাথে সাথে সে লাফ দিয়ে বিছানা থেকে উঠে গেলো। বিছানার বাইরে উঠে দাঁড়াতেই ওর গুদ থেকে বের হয়ে উরু বেয়ে পড়তে শুরু করলো গত রাতে ওর গুদে ফেলা থমাসে ৩ বারের মাল। রেহানা দৌড়ে বাথরুমে ঢুকে গোসল করতে শুরু করলো, আর ওর নিজের মন জুড়ে এক বিশাল অপরাধবোধ কাজ করতে লাগলো, "অহঃ খোদা!, এ কি করে ফেলেছি আমি!"-বার বার শুধু এই চিন্তাই ওর মনে হতে লাগলো। আমি আমার স্বামীর সাথে প্রতারনা করেছি, ওরই সবচেয়ে কাছের বন্ধুর সাথে। কয়েক সপ্তাহ আগে যেই কথা শুধু আমার কল্পনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিলো, সেই কাজ গত রাতে আমি বাস্তবেই করে ফেলেছি, অহঃ খোদা, আমি কিভাবে এই খারাপ কাজ করতে পারলাম। যেভাবেই বলো না কেন, সোজা আর সহজ ভাষায়, সে এখন একজন ব্যভিচারিণী। ওর চোখ ফেটে কান্না বের হতে লাগলো, ওর ইচ্ছে করছিলো যেন সে চিৎকার করে কান্না করে। কিন্তু ঝর্নার জ্বলে নিজেকে শুদ্ধ করতে করতে মুখ নিজের হাতের তালু চেপে ধরে জোরে জোরে গুঙ্গিয়ে কেঁদে ফেললো রেহানা।

অনেক পরে রেহানা বাথরুম থেকে বের হয়ে দেখলো যে থমাস উঠে পড়েছে। রেহানার চেহারা দেখেই থমাস বুঝতে পেরেছে যে, রেহাআন্র মনে এখন কি চলছে, গত রাতে জন্যে অনুশোচনা। কিন্তু এই ব্যাপারে ওর পক্ষ থেকে বেশি কিছু বলার ছিলো না রেহানাকে। সে চিন্তা করে দেখলো যে, যদি কবির ওকে উৎসাহ না দিতো, তাহলে ওর নিজের ভিতরে ও একই অনুভুতি হয়ত কাজ করতো। "রেহানা...আহ...আমি...আমরা..."-রেহানার কান্না ভরা মুখ দেখে থমাস কি বলবে বুঝতে পারছিলো না।

"থমাস, আমি খুব দুঃখিত, কিন্তু এখন তোমার চলে যাওয়া উচিত।"-রেহানার কাছে নিজেকে খুব জঘন্য লাগছিলো, সে সামনে এগিয়ে এসে থমাসকে জড়িয়ে ধরে ওর গালে একটা আলতো চুমু দিয়ে বললো।

"রেহানা...আমি...কিন্তু..."-থমাস প্রায় বলেই দিচ্ছিলো যে এর পিছনে কবির নিজে জড়িত, যদি ও ওর ভিতরের সততা আর বন্ধুর প্রতি বিশ্বস্ততা ওর মুখের কথাকে বের হতে দিলো না, হয়ত এর ফলে আর বেশি খারাপ কোন কিছু হয়ে যাবে।

"থমাস, আমার একটু চিন্তা করার সময় দরকার, এই মুহূর্তে আমি খুব বেশি বিভ্রান্ত হয়ে আছি।"

"আমি বুঝতে পারছি, রেহানা"-থমাস রেহানার ঠোঁটে আলতো করে একটা চুমু দিয়ে বললো, "তোমাকে আমি পরে ফোন করি?"-থমাস যেন অনুমতি চাইছিলো।

"হ্যাঁ, তাই করো। সেটাই ভালো হবে।"

এরপর থমাস বেরিয়ে গেলো। কাপড় পড়তে পড়তে রেহানার চোখ গেলো বিছানার উপর ফেলে রাখা ফোনের দিকে। হঠাৎ ওর মনে পড়ে গেলো, গত রাতে কবিরের ফোনের কথা, সে কি ফোন রাখার আগে ফোন বন্ধ করেছিলো কি, সে চিন্তা করতে লাগলো। যদি টা না হয়, তাহলে অন্য প্রান্তে কবির কি সবকিছু শুনে ফেলেছে। এখন তো ওর আরেকটা চিন্তা বেড়ে গেলো।

দু ঘণ্টা পরে রেহানা একটা রেস্টুরেন্টে বসে মলির জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলো। এই মুহূর্তে মলির সাথে কিছু বুদ্ধি পরামর্শ না করলেই নয়, আর এই মুহূর্তে মলি ছাড়া ওকে পরামর্শ দেয়ার জন্যে আর কারো নামই মনে আসছে না রেহানার।

"হাই, রেহানা"-মলি বেশ উৎফুল্ল হয়ে দরজার থেকেই ওকে সম্ভাষণ জানালো। এরপর ওরা বসে নাস্তার অর্ডার দিয়ে ওয়েটারকে বিদায় করেই মলি জানতে চাইলো, "তোর হয়ে গেছে, তাই না?"

"হ্যাঁ।"-রেহানা জবাব দিলো।

"কিন্তু তোকে খুশি দেখাচ্ছে না"-মলি ওর মনের অবস্থা বুঝার চেষ্টা করছিলো।

"আমি খুশি না। নিজেকে খুব পচা, দুর্গন্ধ যুক্ত মনে হচ্ছে আমার। আমি কবিরকে ধোঁকা দিয়েছি, আমি ব্যভিচারিণী হয়ে গেছি, হয়ত আর বেশি কিছু"-রেহানা নিজের মনের আবেগ যেন আটকিয়ে রাখতে পারছিলো না মলির সামনে।

মলি ওর হাত বাড়িয়ে রেহানার একটা হাত ধরে ফেললো, "শুন, বন্ধু, তুই কোন নোংরা নষ্টা মহিলা না। সত্যি বলতে, প্রথমবার করার পরে আমার নিজের মনে ও এইরকম ভাবনা এসেছিলো। ভাগ্য ভালো যে, রাকিবের প্রতিক্রিয়াটা আমার কাছে খুব অনভিপ্রেত ছিলো যে পরে আর ওটা নিয়ে আমি চিন্তা করার প্রয়োজনই বোধ করিনি। এর মানে হচ্ছে, রেজ্ঞি আমাকে চোদে, এই কথাটা রাকিবের নিজের মনে ও আমার জন্যে ওর ক্ষুধা বাড়িয়ে দেয়, সে আমাকে আর বেশি করে কামনা করে, সে উত্তেজিত হয়ে যায়"

"আমার ক্ষেত্রে এটা আর ও বেশি খারাপ অবস্থা রে"-রেহানার চোখের কোনে পানি ছলছল করতে লাগলো, "আমি... আমরা সেক্স করেছি কোন কনডম ছাড়াই, অহঃ খোদা, থমাস আমার ভিতরে মাল ফেলেছে তিন বার"-রেহানা যেন ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো।

মলি চট করে উঠে টেবিলের অন্য প্রান্তে থাকা রেহানা পাশে গিয়ে বসে ওর মাথা নিজের কাঁধে নিয়ে ওকে সান্ত্বনা দেয়ার চেষ্টা করলো। "শুধু, তাই না...গত রাতে কবির ফোন করেছিলো ওই সময়ে,.....যখন থমাস আমার ভিতরে ছিলো, হখন আমি ফোন রেখেছিলাম, আমার মনে পড়ছে না যে আমি ফোন কেটে দিয়েছিলাম কি না। আমি জানি না, কবির কিছু শুনে ফেলেছে কি না?"

"সে হয়ত তুই গুডনাইট জানিয়েছিস শুনেই নিজে থেকেই ফোন কেটে দিয়েছে, এটা নিয়ে বেশি চিন্তা করে মাথা খারাপ করে ফেলিস না। আমার মনে হয়, আমাদের একটা প্ল্যান করা উচিত, সব কিছু নিজের আয়ত্তে নিয়ে আসার জন্যে।"

রেহানা নিজের চোখের পানি রুমাল দিয়ে মুছে নাক টান দিয়ে বললো, "কি ধরনের প্ল্যান? এই অঘটন ঠিক করার কোন রাস্তা কি আমার আছে এই মুহূর্তে?"

মলির নিজের ও কোন ধারণা ছিলো না কি করবে, তারপর ও সে গোঁড়া থেকে ব্যাপারটা নিয়ে ভাবতে শুরু করলো, "ওয়েল, তুই সব সময় বলতিস যে, কবির প্রায়ই তোকে থমাসের সাথে একলা রেখে যেতো, বা তোকে থমাসের সাথে একলা সময় কাটাতে উৎসাহ দিতো, ঠিক কি না বল? এমন ও তো হতে পারে যে, কবির মনে মনে চাইতো যে এমন কিছুই হোক? হউত আমার স্বামী রাকিবের মতই ওর মনে ও একই বাঁধনহারা কল্পনা জায়গা করে নিয়েছে, হতে পারে তো, তাই না?"

"না, ওয়েল...আহ...আমার বিশ্বাস হয় না যে কবির এমন কিছু করতে পারে।"

"দেখ, বন্ধু, অদ্ভুত ঘটনা ঘটে, তাই না? এক মিনিট চুপ করে চিন্তা কর। ধর, কবির আর থমাস দুজনে মিলেই কোন একটা ষড়যন্ত্র করেছে তোকে নিয়ে।"

"বলতে থাক..."-এবার রেহানা যেন তাড়া দিলো মলিকে। হঠাৎ করেই যেন একটা আলোর মুখ দেখতে পাচ্ছে রেহানা।

"ওয়েল, কবির আর থমাস দুজনেই খুব কাছের বন্ধু, তাই না? ওর প্রতি সপ্তাহে এক সাথে গলফ খেলতে যায়, ফোনে কথা বলে কিন্তু এই রকম কোন ঘটনা ওরা দুজনে একে অন্যের কাছ থেকে লুকিয়ে রাখতে পারবে, এটা কি বিশ্বাসযোগ্য কথা?"

"তুই কি বলতে চাইছিস?"

"কেমন হয় যদি ওরা আসলে ব্যাপারটা পুরোই জানে, আর ও খারাপ ও হতে পারে যে, কবির নিজের থমাসকে এই সব করার জন্যে বলেছে, বা উৎসাহ দিয়েছে?"

"কাম অন, মলি, এটা বেশ অসম্ভব ব্যাপার হয়ে যাচ্ছে। ওরা এমন করতে পারে, এটা আমার বিশ্বাসই হয় না।"

"তোর কাছে কি এটা হতে ও তো পারে, এমন মনে হয় না?"

রেহানার মাথা ঘুরতে লাগলো, এটা কি সত্যি হতে পারে? ওরা দুজনে মিলে রেহানাকে প্রলোভিত করার চেষ্টা করেছে। রেহানার মন থেকে অপরাধবোধ যেন একটু একটু করে কমতে শুরু করেছে, কিন্তু এর বদলে ওর ভিতরে একটু একটু করে রাগ বাড়তে শুরু করেছে। বেশ কিছু অদ্ভুত ঘটনা আর অদ্ভুত আচরণ কবিরের কাছ থেকে ইদানিং সে পাচ্ছে, সে হঠাৎ যেন ওর উত্তর পেয়ে গেছে, "কেন ওই সব।।?"

"এক মিনিট, রেহানা। এখনই কোন উত্তর মাথায় ঢুকিয়ে ফেলিস না। আগে আমাদের জানতে হবে এটা সত্যি কি না? আর এরপরে তুই নিজেকে নির্দোষ মনে করে ফেলিস না। পুরো ঘটনায় তোর কোন দোষ নেই, এটা মনে করার কোনই কারন নেই। এসি সব শুরু হওয়ার পর থেকে তুই বেশ ভালো ভাবেই যৌন চাহিদা মিটাতে পারছিস কবিরকে দিয়েই, কিন্তু তারপর ও তুই থমাসের বিশাল বাড়ার লোভ সামলাতে পারিস নি। কাজেই লোভ তোর ভিতরে ও ছিলো।"-মলি একটা শয়তানী হাঁসি মুখে ঝুলিয়ে বলছিলো। মলি একটু থেমে রেহানার হাতের উপর একটু চাপ দিয়ে ওকে বললো, "দেখ রেহানা, জীবন একটা খেলা। যে খেলার নিয়ম জানে, সেই বিজয়ী এখানে..... কবির তোকে অনেক ভালবাসে, সেটা তুই ভালো করেই জানিস, তাই না?"

"এটা আমি নিশ্চিত"

"আমার ধারণা, থমাস ও ওকে মনে মনে ওইভাবে ভালবাসে। তাই এখন, তোর জন্যে দুজন মানুষ আছে, যারা তোকে ওদের জীবনের চেয়ে ও বেশি ভালবাসে, তাই না? আর তোর জন্যে দুটো বাড়া তৈরি আছে এখন, তাই না? যদি আমার ধারণা সঠিক হয়, তাহলে এই দুজনের মধ্যে একজনকে বেছে নেয়ার কোন দরকারই নেই তোর। তুই গাছের উপরের ফল ও খেতে পারিস, আবার নিজের যেটা পড়ে আছে, সেটা ও খেতে পারিস।"-মলি নিজের কৌতুকে নিজেই হেঁসে উঠলো, আর সাথে সাথে রেহানা ও আজ সকালের পরে এখন মলির কথায় নিজে ও হেঁসে উঠলো।

"কিন্তু, তোর ধারণা যদি মিথ্যে হয়, তাহলে কি হবে, তাহলে তো আমি আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ যে অর্জন সেটাকে হেলায় হারিয়ে ফেলবো, সেটাই তো হবে, তাই না?"

"এমনটা জরুরি নয়। এই বিপদ থেকে বের হওয়ার অনেক অপশন আছে তোর কাছে। তবে এই মুহূর্তে ধরে নিতে পারিস যে, থমাস আর কবির এটার ভিতরে আছে। আমরা একটা একটা করে ক্লু ধরে ধ্রএ এগিয়ে গিয়ে দেখবো যে আমাদের ধারণা কতটুকু সত্যি। যদি ও এই মুহূর্তে ওদের আচার আচরণ দেখে, আমি অএঙ্কতা নিশ্চিত যে, ওদের মধ্যে কিছু একটা আছে। ওরা দুজনে পুরোপুরি নিস্পাপ মোটেই নয়। আর কোন অবস্থাতেই খারাপ কোন চিন্তা মনের কাছেই আনিশ না এখন। আপাতত গঠনমুলক চিন্তাই কর, ঠিক আছে?"

"আমার মনে হয়, তুই ঠিকই বলছিস"-রেহানার চোখ মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো, "মলি তুই, এমন সুন্দর করে যুক্তি দিয়ে কথা বলিস, যে আমার মনে হয়ে তুই মনোবিজ্ঞানী না হয়ে ভুল করেছিস।"

"কেন, আমি কি বেশি পাকামি করে ফেলেছি?"

"না, আমার মনে হয়, তুই মনোবিজ্ঞানী হলে, তোর সব পুরুষ গ্রাহককে তুই বিছানায় নিয়ে যেতিস আর আচ্ছামত চোদন খেতিস"-রেহানা হেঁসে বলে উঠলো।

"হয়ত তুই ঠিকই বলেছিস, ধরা পড়ার আগে আমি অনেক মজা করেছিলাম"

"মলি, তুই খুব ভালো বন্ধু। ধন্যবাদ"-রেহানা কৃতজ্ঞ চিত্তে বললো।

"বন্ধুদের তো এটাই কাজ, তাই না? তবে এই মুহূর্তে আমাদের সব কিছু বাদ দিয়ে নিজেদের মনকে পুরুষদের মত করে চিন্তা করাতে হবে, তাহলেই আমরা স্পষ্ট বুঝতে পারবো যে কবির আর থমাস মনে মনে কি প্ল্যান করেছে?"

এরপরের দু ঘণ্টা ধরে নানান রকমের খাবার আর পানিয়ে খেতে খেতে রেহানা আর মলি বসে বসে প্ল্যান করতে লাগলো কিভাবে কবিরকে ধরা যায়, আর ওর ভিতরের কথা বের করে আনা যায়। এরপর দু বন্ধু খুশি খুশি মনে বের হয়ে নিজ নিজে ঘরের দিকে যাত্রা করলো।

তেরোতম পরিচ্ছেদঃ

রেহানা ঘরে পৌঁছেই থমাসকে ফোন করে বলে দিলো যে যা হয়েছে, সেটা নিয়ে সে কিছুদিন ভাবতে চায়, আর এই সময়ে সে থমাসের সাথে মোটেই কোন প্রকার যোগাযোগ করতে চায় না। থমাস ওকে বুঝানোর চেষ্টা করছিলো, কিন্তু নিজের মনে একটা হাঁসি চেপে ধরে সে গলায় বেশ রাগের সুর ফুটিয়ে তুলে সে যে কবিরকে ধোঁকা দিতে পারবে না, এই মুহূর্তে সেটা স্পস ভাষায় জানিয়ে দিলো। থয়ামস বেশ ভেঙ্গে পড়েছে রেহানার এই আচরনে। থমাসকে থামিয়ে দিয়ে ওর আবিষ্কারের প্রথম ধাপে পা রাখলো রেহানা। প্রতিটি ঘটনার টুকরাকে জোড়া দিয়ে চিন্তা করলে মলির কথা যে ঠিক সেটা ওর সামনে প্রমান হয়ে যাবে। তবে একটা মধুর প্রতিশোধ যে কবিরের উপর সে নিবে, সেটা ও সে চিন্তা করে ফেললো।

ওদের দুজনের মধ্যে যে একটা কোন ষড়যন্ত্র চলছে, সেটা কবির ফিরে আসার পরে যেন আর বেশি করে বুঝতে পারছিলো রেহানা। থমাস আর কবির যে রেহানার মানসিক অবস্থা নিয়ে নিজেদের মধ্যে বেশ আলাপ করছে, সেটা রেহানা বুঝতে পারছিলো কবিরের আচরণ দেখে। কবির বেশ সতর্ক হয়ে কথা বলছিলো রেহানার সাথে, ওকে খুব বেশি করে মনোযোগ দিচ্ছিলো, বেশি বেশি করে ওর সাথে সময় কাটাতে লাগলো, আর ভুলে ও থমাসের কথা কবির উচ্চারন করছিলো না রেহানার সামনে, যেন সে মানসিক আঘাত থেকে তাড়াতাড়ি বের হয়ে আসতে পারে। কবির প্রতিদিনই রেহানাকে নিয়ে বাইরে বিভিন্ন জায়গায় ঘুরতে যাচ্ছে, রাতে নতুন নতুন জায়গায় খেতে যাচ্ছে, আর এইসব আচরণ কবিরের ভিতরে এতদিন এভাবে ছিলো না। কোন কারন ছাড়াই কবির বাসায় ফুল নিয়ে এসে দিচ্ছে রেহানাকে, আর এটা সেটা, নতুন ড্রেস, নতুন ডায়মন্ডের গহনা, কোন রকম উপলক্ষ্য ছাড়া কবির এসব করা বেশ বেমানান রেহানার কাছে। রেহানা বুঝতে পারছিলো যে সামনে অনেক মজা অপেক্ষা করছে ওর জন্যে। ওরা দুজন আমাকে রানীর মত করে রাখবে, রানীর মত করে ভালবাসবে, এই মধুর চিন্তা রেহানার শরীরে বার বার রোমাঞ্চ ছড়িয়ে দিলে ও মুখে ওকে কঠিন একটা ভাব ধরে রাখতেই হচ্ছে।

পরের সপ্তাহের ছুটির দিন সকালে রেহানা হঠাৎ করে প্রস্তাব করলো যে কবির যেন থমাসকে আজ রাতে খাবারের দাওয়াত দেয়, সাথে ওরা বড় টিভিতে খেলা ও দেখতে পারবে, কথাটা শুনেই সাথে সাথে কবিরের মুখে যে খুশির ছোঁয়া দেখতে পেলো রেহানা আর যেভাবে সে লাফ দিয়ে উঠে এক ছুটে টেলিফোনের কাছে চলে গেলো, সেটা দেখে রেহানা মনে মনে একটা মুচকি হাঁসি দিয়ে নিলো। স্পষ্টই বুঝা যাচ্ছে যে কবির বেশ সস্তি বোধ করছিলো যে রেহানা নিজে থেকেই থমাসকে বাসায় আসতে বলেছে, আর ওর শরীরের উত্তেজনা ও রেহানার কড়া চোখে ভালো করেই ধরা পড়লো। থমাস আর রেহানার চোদন কর্মের পরে আজ ওদের দুজনকে আবার এক সাথে দেখতে পাবে ভেবে কবির মনে বেশ উত্তেজনা অনুভব করছিলো, যদি ও সেই উত্তেজনা রেহানার সামনে ঢেকে রাখার প্রানপন চেষ্টা সে করে যাচ্ছিলো।

এই পুরো সপ্তাহ রেহানা কড়া সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে কবিরের আচরণ পরীক্ষা করেছে, আর বুঝতে পেরেছে যে রেহানা আর থমাসের মাঝের সম্পর্ক সে পুরোটাই জানে। রেহানা বিভিন্ন সময়ে নানা প্রশ্ন করে কবির কি উত্তর দেয় সেটা ভালো করে পর্যবেক্ষণ করেছে। কবির যখন থমাসের সাথে ফোনে কথা বলে, তখন রেহানা আড়ালে দাঁড়িয়ে চুপিসারে শুনে বুঝতে পেরেছে যে কবির ওকে নিয়েই কথা বলছে থমাসের সাথে। এটা রেহানার কাছে এখন পুরো স্পষ্ট যে, কবির সব জানে। সে নিজেকে মনে মনে অভিসম্পাত করছিলো যে সে এটা আর আগে কেন বুঝতে পারলো না।

সেদিন সন্ধ্যার একটা ছোট হট প্যান্ট আর উপরে একটা ছোট পাতলা ট্যাঙ্ক টপ পরে রেহানা নিচে নামলো দেখে কবিরের চোখ ওকে দেখে বড় হয়ে গিয়েছিলো। হট প্যান্টটা এতো ছোট ছিলো যে রেহানার গুদের পরে ওটা মাত্র দু ইঞ্চি নিচে নেমেছে। আর ট্যাঙ্ক তপের ভিতরে রেহানা কোন ব্রা না পরায় ওটার উপর দিয়েই রেহানার শক্ত হয়ে ফুলে উঠা নিপল বেশ দূর থেকে ও স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে। আর পায়ের নিচের দিকে একটা ৪ ইঞ্চি উঁচু হাই হিলের জুতা পড়াতে ওকে দেখে পুরো যেন যৌনতার দেবী মনে হচ্ছিলো কবিরের কাছে।

একটু পরেই দরজায় কলিংবেল বাজলো। কবিরকে উঠতে না দিয়ে "আমি যাচ্ছি"-বলে রেহানা জুতায় খটখট আওয়াজ তুলে এগিয়ে গেলো। দরজা খুলার পরে রেহানার পোশাক দেখে থমাস যে লাফ দিয়ে উঠলো। যদি থমাস একাই বিস্মিত হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলো না, রেহানার পিছনে একটু দূরে দাঁড়িয়ে কবির ও রেহানাকে পিছন থেকে বিস্ময় নিয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিলো। রেহানা দরজা খুলে থমাসকে জড়িয়ে ধরে ওর ঠোঁটে একটা গাঁড় লম্বা চুমু দিয়ে দিলো, আর পিছন থেকে কবির বিস্ময় নিয়ে ওর স্ত্রীর ওর সামনেই ওর বন্ধুকে ঠোঁটে চুমু খাওয়া দেখতে লাগলো। কবির মনে মনে ভাবলো যে, একবার মাত্র থমাসের সাথে সেক্স করেই রেহানা এতটা নির্লজ্জ কিভাবে হচ্ছে ওর সামনে।

চুমু খেয়ে থমাসের কানের কাছে মুখ নিয়ে রেহানা "হাই" বললো।

"আহ...হ...হাই"-থমাস যেন তোতলাতে শুরু করলো, কারন সে দেখতে পাচ্ছিলো যে রেহানার পিছনের দাঁড়িয়ে কবির পুরো ব্যাপারটা গভীর মনোযোগ দিয়ে পর্যবেক্ষণ করছে।

এরপর রেহানা থমাসের একটা হাত নিজের হাতে জড়িয়ে স্বামীর সামনে দিয়েই অনেকটা যেন কবির উপেক্ষা করেই গটগট করে হেঁটে থমাসকে নিয়ে সোফায় বসলো, এরপর স্বামীর দিকে তাকিয়ে বললো, "জানু, তুমি ওই রুমের টিভি আর মুভি সেট করে ফেলো না। থমাস আর আমি নাস্তা নিয়ে আসছি, একটু পরে"-বলে থমাসের চোখের দিকে তাকিয়ে একটা চোখ টিপ দিলো।

"উহ...ওকে..."-বলে কবির মুভি রুমের দিকে চলে গেলো, যদি ও সে জানে যে ওখানে টিভি অন করা আর আলো কমিয়ে ফেলা ছাড়া আর কোন কাজই নেই।

থমাস আর রেহানা রান্নাঘরে ঢুকতেই রেহানা যেন অনেকটা ঝাপিয়ে পরলো থমাসের বুকে, আর দু হাতে থমাসের মুখ ধরে নিজের শরীর ওর শরীরের সাথে লাগিয়ে মুখ লাগিয়ে দিলো থমাসের মুখের সাথে। থমাস ও নিজের দুই হাতে রেহানার পাছাকে নিজের দিকে চেপে ধরে রেহাআন্র গরম মুখের ভিতর নিজের জিভ ঢুকিয়ে যৌনতার স্বাদ নিতে লাগলো। কাপড়ের নিচে রেহানার নগ্ন শরীরের স্পস্র নিজের দুই হাতে পেয়ে থমাস গুঙ্গিয়ে উঠলো।

"আমি তোমার অভাব বোধ করছিলাম, সুইটহার্ট"-রেহানা ফিসফিস করে বললো।

"আমি ও, রেহানা"- বলে থমাস আবার ও ওর মুখ ডুবিয়ে দিলো রেহানার ঠোঁটে, গলায়, কাঁধে, চিবুকে। থমাস বেশ হালকা বোধ করছে যে রেহানা ওর ভিতরের অপরাধবোধ কাটিয়ে উঠে আজ নিজে থেকেই থমাসকে দাওয়াত করেছে। সে জানে এই কদিন রেহানা ওর মনের সাথে অনেক যুদ্ধ করেছে, কিন্তু এখন ওর আচরনে মনে হচ্ছে যে, এখন যদি কবির ওদেরকে দেখে ও ফেলে, ওর যেন কিছুই যায় আসে না, ও এখন পুরো ড্যাম কেয়ার হয়ে গেছে।

একটু পরই রেহানা থমাসের কাছ থেকে সড়ে গিয়ে নিচে হাঁটু গেঁড়ে বসে গেলো আর দ্রুত হাতে ওর প্যান্টের বোতাম খুলে ওর আধা শক্ত হওয়া বাড়াকে যেন টেনে হিঁচড়ে বের করে ফেললো। "অহঃ...আমি এটাকে ও কতদিন দেখিনি। এটার ও খুব অভাব বোধ করছিলাম আমি"-রেহানা উপরের দিকে তাকিয়ে থমাসের মুখের দিকে তাকিয়ে বললো। থমস যেন অসহায়ের মত দেখতে লাগলো ওর বন্ধু পত্নীর চোখে মুখের লালসা আর কাম ক্ষুধা।

"কবির চলে আসতে পারে, রেহানা"-থমাস যে সাবধান করতে চাইলো রেহানাকে। "ও আসলে, তোমাকে আগে দেখবে, আমি তো নিচে থাকবো। তুমি ওকে এদিকে ঢুকতে বাধা দিও"-বলে রেহানা ঘপ করে থমাসের বাড়ার মুণ্ডি ঢুকিয়ে ফেললো ওর গরম ভেজা মুখের ভিতর। দুই হাতে থমাসের বাড়াকে ধরে খিঁচে দিতে দিতে নিজের জিভ আর ঠোঁটের জাদু চালাতে লাগলো রেহানা। কিছু পরেই থমাসের শরীরকে শক্ত হয়ে যেতে দেখে রেহানা বুঝতে পারলো যে থমাস বোধহয় মাল ফেলে দিবে। সে মুখ সরিয়ে উপরের দিকে তাকিয়ে দেখলো যে থমাসের চোখ ওর দিকে নয় থমাস তাকিয়ে আছে দরজার দিকে। রেহানা ঠোঁটের কিনারে একটা দুষ্ট হাঁসি খেলে গেলো।

এদিকে থমাস দরজায় দাঁড়িয়ে থাকা কবিরের দিকে তাকিয়ে নিজের কাঁধ ঝাঁকিয়ে ওকে বুঝানোর চেষ্টা করছে যে নিচে রেহানা আছে। আর ওকে সড়ে যেতে ইঙ্গিত করছে।

কবিরের সারা শরীরের উত্তেজনা ছড়িয়ে পরলো এই ভেবে যে, রেহানা থমাসের বাড়া চুষে দিচ্ছে রান্নাঘরের মেঝেতে বসে আর তাও কবির বাসায় আছে জেনেই। সে বুঝতে পারলো যে থমাসের পক্ষে নিজের উত্তেজনা চেপে রাখা বেশ কঠিন হয়ে যাচ্ছে। এদিকে কবিরের বাড়া ও যেন ওর প্যান্ট ফুঁড়ে বের হয়ে যেতে চাইছে। সে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে দেখে তারপর আবার সড়ে গেলো।

এরপর ও রেহানার মুখ থেকে ওর বাড়া সড়াতে না পেরে, যখন থমাস বুঝতে পারলো যে ওর মাল আর ধরে রাখা সম্ভব হবে না, তখন এক ঝটকায় নিজের শরীরকে সরিয়ে থমাস যেন অনেক্তাআ টেনে দাঁড় করিয়ে দিলো রেহানাকে, "ওহ, রেহানা, কি হয়েছে আজ তোমার?"

"তুমি"-বলে একটা দুই রকমের অর্থের ইঙ্গিত করে বললো রেহানা, "দেখন তোমাকে ভেবে আমার গুদ জলে ভেসে যাচ্ছে"- বলে নিজের হট প্যান্টের বোতাম খুলে কিছুটা নামিয়ে দিয়ে দু পা ফাঁক করে থমাসের সামনে বিশ্রীভাবে নিজের যৌনতার ফুটোকে দেখাতে লাগলো রেহানা। রেহানা কোন নকল কিছুই দেখায় নি থমাসকে, সত্যিই ওর ওর গুদ দিয়ে ক্রমাগত রস ঝরছে। থমাস ওর ফুলে উঠা ভেজা গুদের ঠোঁটের দিকে তাকিয়ে দেখলো।

"আমি এটাকে আমার ভিতরে চাই আবার"-রেহানা এই কথা বলে আবার ও হাত বাড়িয়ে দিলো থমাসের কাঁপতে থাকা শক্ত ঠাঠানো বাড়া দিকে।

"আহঃ...রেহানা...আমাদের নিচে যেতে হবে, কবির আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছে, ও সন্দেহ করতে পারে।"

রেহানা আবার ও ওকে বুকের সাথে জড়িয়ে ধরে এক হাতে থমাসের বাড়াকে মুচড়ে দিতে দিতে মুখ দিয়ে গুঙ্গিয়ে উঠলো আর নিজের গুদকে থমাসের বাড়ার দিকে ঠেলে ধরের বাড়ার মাথা দিয়ে নিজের গুদের ভেজা ঠোঁট দুটিকে ঘষে দিতে লাগলো। "অহঃ খোদা, রেহানা, কি করছো তুমি? আমাদের নিচে যেতে হবে"-বলে থমাস যেন গুঙ্গিয়ে উঠলো, আর নিজের বাড়া থেকে রেহানার হাত যেন জোর করেই ছাড়িয়ে দিলো। রেহানা যেন ভিতরে ভিতরে হাঁসিতে ফেটে পড়তে যাচ্ছিলো থমাসের অবস্থা দেখে, কিন্তু মুখের হাঁসি অতি কষ্টে সামলে সে মুখে একটা হতাশভাব ফুটিয়ে রাখলো। "ঠিক আছে, কিন্তু এটাকে আমার ভিতরে চাই কিন্তু আমি, খুব শীঘ্রই, মনে রেখো"-বলে থমাসের বাড়াকে নিজের হাতের আঙ্গুল দিয়ে একটা ঘষা দিয়ে নাস্তার ট্রে ঘুছিয়ে নিতে লাগলো রেহানা।

দুজনে মিলে সব কিছু নিয়ে মুভি রুমের ঢুকে দেখলো যে কবির চুপ করে বসে খেলা দেখছে। সামনে টেবিলে ট্রে রেখে রেহানা ঠিক থমাসের কাছে গিয়ে ওর শরীরের সাথে ঘেঁষে বসে পরলো। কবির এসে রেহানার পাশে সোফার অন্যপ্রান্তে বসলো কিন্তু কবির আর রেহানার মাঝে বেশ দুরত্ত ছিলো।

দুই পুরুষের মাঝে চোখের দৃষ্টি বিনিময়, রেহানার চোখ এড়িয়ে যেতে পারলো না। সে বুঝতে পারলো যে কবির থমাসকে বুঝাতে চাইছে যে রেহানার ওর শরীরের সাথে এভাবে ঘেঁষে বসেছে কেন, আর থমাস বুঝাতে চাইছে যে এতে ওর করার কিছুই নেই। যখন সবার দৃষ্টি টিভির খেলার দিকে চলে গেলো, তখনই রেহানা থমাসের উরুর উপর নিজের একটা হাত রেখে ধীরে ধীরে প্যান্টের উপর দিয়েই থমাসের বাড়াকে চেপে চেপে ধরতে লাগলো। রেহানা বুঝতে পারলো থমাস শক্ত হয়ে গেছে যে কবির এই দিকে তাকালেই বুঝতে পারবে যে রেহানার হাত থমাসের বাড়াকে চেপে ধরে রেখেছে। এদিকে রেহানা জানে যে কবির চোখ কাঁত করে দেখছে যে ওর হাত থমাসের শরীরের কোন জায়গায় আছে এই মুহূর্তে।

কিছু পরে কবির উঠে কিছু বিয়ার নিয়ে আসার জন্যে বের হয়ে গেলো রুম থেকে আর সাথে সাথে রেহানা যেন থমাসের শরীরের উপর ঝাপিয়ে পরলো। ওর কোলে বসে ওকে চুমু খেতে খেতে ওর বুকের সবল পেশীগুলিতে হাত বুলিয়ে নিজের জিভ ঢুকিয়ে দিলো থমাসের মুখের ভিতর, যদি ও রেহানার হাতের আঙ্গুল ওর প্যান্টের চেইন খোলার কাজে ব্যস্ত ছিলো।

"রেহানা, কবির যে কোন মুহূর্তে চলে আসবে"-থমাস নিঃশ্বাস বন্ধ করে রেহানার হাতের আঙ্গুলকে থামাতে না পেরে বলে উঠলো।

"এখনই তোমার জাদু লাঠিকে দেখতে হবে আমার"-বলে রেহানা যেন হিসিয়ে উঠলো, ওর চোখে প্রচণ্ড কামক্ষুধা দেখতে পেল থমাস। চেইন খুলে ওই ফাঁকে হাত ঢুকিয়ে থমাসের কালো বিশাল বাড়াটাকে ঠিক কায়দা করে বের করে নিয়ে আসলো রেহানা। হঠাৎ, কবিরের পায়ের শব্দ শুনতে পেলো রেহানা আর থমাস দুজনেই।

থমাস নিঃশ্বাস বন্ধ করে বাড়াকে প্যান্টের ভিতরে ঢুকাতে গেল কিন্তু "না, অপেক্ষা কর"-বলে রেহানা বাধা দিলো আর নিজে চট করে থমাসের পাশ থেকে উঠে এসে ওর কোলের উপর বসে গেলো আর নিজের ট্যাঙ্ক টপের নিচের অংশ দিয়ে থমাসের উম্মুক্ত বাড়াকে কবিরের চোখের দৃষ্টি থেকে আড়াল করে ফেললো।

যদি ও থমাসের বাড়ার বিশালত্তের কারনে রেহানার ট্যাঙ্ক টপে সামনের দিকে ভীষণ ভাবে ফুলে উঠেছে। রেহানা অনুভব করছিলো যে থমাসের বাড়া ওর দুই খোলা নরম উরুর ছোঁয়া পেয়ে কেঁপে কেপ উঠছে আর থমাস নিজে ও যেন উত্তেজনার কাঁপছে। কবির ঢুকতেই থমাস যেন অবশ হয়ে গেছে এমনভাব করে কবিরের দিকে না তাকিয়ে টিভির দিকে নিজের সব মনোযোগ ঢেলে দিলো।

থমাসের কোলে রেহানাকে বসে থাকতে দেখে সাধারণত কবির তেমন বিস্মিত হতো না। কারন কবির অনেক সময়েই রেহানাকে থমাসের কোলে বসে থাকতে দেখেছে বছরের পর বছর ধরে। যদি ও আজ রেহানার ব্যবহার আর আচরণে অদ্ভুত কিছু দেখছে কবির, সে বুঝতে পারলো যে দুজনের মাঝে কিছু একটা চলছে অবশ্যই।

কবির ওর আগের জায়গাতে বসেই টিভির দিকে চোখ রেখে ফাঁকে ফাঁকে আড়চোখে ওদের দুজনের নড়াচড়া লক্ষ্য করতে লাগলো। সে স্পষ্টই বুঝতে পারলো যে থমাসের কোলে বসে রেহানা বেশ অস্বস্তিতে আছে।

রেহানা নিজে কখনও এতো বেশি উত্তেজিত হয় নি। ওর গুদ মোচড় মেড়ে মেড়ে কামরস ছেড়ে নিজের উত্তেজনার জানান দিচ্ছে, আর পাতলা হট প্যান্টের উপর দিয়ে রেহানার গুদ যেন থমাসের কাঁপতে থাকা বাড়াকে অনুভব করে নিজে ও কাঁপতে লাগলো। কিন্তু রেহানা একটু পরই নিজের দুই উরু এক সাথে করে উরুর ফাঁকে থমাসের বাড়াকে অনুভব করিয়ে দিয়ে নিজের ও থমাসের জন্যে সময়টাকে সহজে পার হতে দিচ্ছে না মোটেই। সে জানে যে ওর পিছনে থমাস নিজের দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে ধরে নিজেকে মুখ দিয়ে গোঙ্গানিকে বের হতে দিচ্ছে না।

প্রায় মিনিট দশেক পরে কবির আবার উঠে বাথরুমে ঢুকে গেলো, সাথে সাথে রেহানা উঠে দাঁড়িয়ে নিজের হট প্যান্ট খুলে ফেললো আর শরীর ঘুরিয়ে থমাসের দিকে ফিরে ওর কোলে বসে খুব আবেগ নিয়ে মনেপ্রানে থমাসকে চুমু খেতে লাগলো। এরপর হঠাৎই থমাস ওকে থামিয়ে দেয়ার আগেই, রেহানা কোমর উঁচু করে নিজের এক হাত দিয়ে থমাসের বাড়াকে ধরে নিজের গুদের দুই ঠোঁটের মাঝে সেট করে ফেললো। এক সেকেন্ড পরেই রেহানা নিজের শরীরের ওজন ছেড়ে দিলো থমাসের মোটা কম্পিত বাড়ার উপরে। একটু একটু করে রেহানার শরীর নিচে নামতে লাগলো আর সুখের চোটে থমাস আর রেহানা দুজনেই গুঙ্গিয়ে উঠলো।

থমাসের বিশ্বাসই হচ্ছিলো না যে কত দ্রুত এসব কিছু ঘটে গেলো। সে যে এখন ওর সবচেয়ে কাছের বন্ধুর ঘরের মুভি রুমের সোফার উপরে বসে সেই বন্ধুর স্ত্রীর গুদে বাড়া ঢুকিয়ে দিয়ে বসে আছে, এটা ওর উপলব্ধির বাইরে। সে উত্তেজনার বার বার কেঁপে কেঁপে উঠছে নিজের বাড়া চারপাশে রেহানার নরম গরম গুদের মাংসের কামড় খেয়ে। রেহানার গুদের রস যে থমাসের বাড়া বেয়ে নীচে ওর প্যান্ট আর বিচির সংযোগস্থল সব ভাসিয়ে দিচ্ছে সেটা থমাস ভালো করেই টের পাচ্ছে।

এই মুহূর্তে রেহানা কাম আকাঙ্খায় পাগল হয়ে গিয়েছে, খেলা শেষ। এখন সে চায় থমাস যেন ওর গুদে সমস্ত শক্তি দিয়ে ঠাপ মেরে ওর গুদের ভিতরের কুটকুটানি মিটিয়ে দেয়। কবির সামনে আছে কি না, দেখে ফেললো কি না, এসব নিয়ে ওর মনে কোন চিন্তাই নেই। নিজের গুদ যে থমাসের বাড়াকে ঢুকিয়ে একমন ভাবে টেনে ফাঁক হয়ে গেছে দেখে সে যেন আর বেশি উত্তেজিত হয়ে গেছে। পাগলের মত এখন সে থমাসের বাড়ার উপর নিজের শরীরকে উপর নিচ করিয়ে সুখ নিতে চাইছে। যদি ও কোমরের দু পাশে থমাসের হাত ওকে নড়তে দিচ্ছে না, শক্ত করে চেপে ধরে রেখেছে।

কবির বাথরুম থেকে বের হয়ে দেখলো যে রেহানা থমাসের কোলে ঘুরে বসে ওর মাথা থমাসের কাঁধে ফেলে রেখেছে। থমাসের মাথা সোফার পিছন দিকে হেলিয়ে দেয়া আর চোখ বন্ধ। দুজনের জোরে জোরে নিঃশ্বাস দূর থীকি শুনতে পাচ্ছে কবির। কবির ওদের যে অবস্থায় রেখে বাথরুমে গিয়েছিল, এখন এগুলি ছাড়া অন্য কোন ব্যতিক্রম নেই ওদের দুজনের, যদি ও রেহানা থমাসের দিকে ফিরে টিভিতে খেলা কিভাবে দেখবে, সেটা কবিরের বোধগম্য হলো না। কবির এসে ওর সোফায় বসলো, কিন্তু ওরা দুজন প্রুও স্থির, এতটুকু নড়াচড়া বা শব্দ নেই ওদের, যেন নিঃশ্বাস আটকে রেখেছে দুজনেই। হঠাৎ রেহানা গুঙ্গিয়ে উঠলো "ওহঃ" বলে। কবির পাশ ফিরে তাকালো রেহানার দিকে আর দেখতে পেল যে রেহানা ও ওর দিকে চোখ বড় করে নাকের পাটা ফুলিয়ে বড় বড় নিঃশ্বাস নিতে নিতে একদম ওর চোখের দিকেই তাকিয়ে আছে। এরপর সে নড়ে উঠলো, কবিরে চোখ বড় হয়ে গেলো ভেবে যে কি হচ্ছে কি? এক সেকেন্ড পরেই রেহানা নিজের শরীরকে মোচড় মেরে থমাসের দিক থেকে টিভির দিকে ঘুরে গেলো আর নিজের পীঠকে থমাসের বুকের দিকে হেলিয়ে দিলো। রেহানার দু পা এখন থমাসের দু পায়ের দিকে ছড়িয়ে আছে আর ওর ট্যাঙ্ক টপ বেশ খানিকটা উপরের দিকে উঠে ওর কোমরের কাছে চলে এসেছে, ওর উরু দুটি এখন পুরো উম্মুক্ত।

হঠাৎই রেহানা ওর শরীরকে উপর নিচ করতে শুরু করায় যেন পুরো ঘরে যৌনতার কারেন্টের চমক তৈরি হয়ে গেলো। ছোট ছোট কাতর কণ্ঠের গোঙ্গানি যেন বের হচ্ছিলো ওর ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে।

"কি হচ্ছে টা কি এসব?"-কবিরের মস্তিস্ক চিৎকার করে বলতে লাগলো কিন্তু ওর মুখ দিয়ে একটি শব্দ ও বের হলো না, ওর গলা শুকিয়ে যাচ্ছিলো আর সে বুঝতে পারলো যে রেহানা এই মুহূর্তে থমাসকে চুদছে, ওর বাড়ার নিজের গুদে ঢুকিয়ে উপর নিচ করে ঠাপ মারছে। ওয়াও, ওয়াও, ওয়াও। কবিরে বাড়া লাফ মেরে উঠে যেন ঝট করে প্যান্ট ফেটে বের হয়ে যেতে চাইছে। কবির চোখ খোলা রেখে ওদের দিকে তাকিয়ে দেখতে লাগলো আর নিজের বুকের ধুকপুকানি এতো বেড়ে গেলো যে ওর মনে হচ্ছিলো স্বাভাবিক সময়ের চেয়ে অন্তত একশো গুন দ্রুত গতিতে ওর হার্ট পাম্প করছে। একটা হৃদয় কাঁপানো কান্না যেন ওর ভিতরে জমে গিয়ে ওকে স্তব্ধ করে ফেললো। এটাই তো আমি চেয়েছিলাম, তাই না? সে চিন্তা করলো। এর পরেই একটা তীব্র অনুশোচনা আর ঈর্ষা ওর মনকে আচ্ছন্ন করে ফেললো। যদি ও সে জানে যে কয়েকদিন আগে ওর এই কাছের বন্ধুই ওর বিছানার উপর ওর স্ত্রীকে এক রাতে তিনবার চুদেছে, কিন্তু এখন তো অন্যরকম মনে হচ্ছে। ওর নিজের স্ত্রীই এখন ওর কাছ থেকে তিন ফিট দুরত্তে বসে ওর বন্ধুর প্যান্টের চেইনের ফাঁক দিয়ে বাড়া বের করে গুদে ঢুকিয়ে ওকে দেখিয়ে দেখিয়ে উপর নিচ করে ঠাপ মারছে। কবির কি ধরনের মানুষ? কিভাবে সে এটা চুপ করে চোখ বড় করে বসে বসে দেখছে?-নিজেকে নিজে প্রশ্ন করলো কবির।

"ওহঃ খোদা!"-রেহানা গুঙ্গিয়ে উঠলো। সে নিঃশ্বাস বন্ধ করে যেন ওর মুখের শব্দকে আর আটকিয়ে রাখতে পারছে না, বলে উঠলো, "আমাকে চোদ! তোমার কালো মোটা বাড়াকে ঠেলে ঢুকিয়ে দাও, থমাস, আমার গুদকে ফাটিয়ে দাও চুদে।"

রেহানার শীৎকার যেন দেয়ালে বাড়ি খেয়ে খেয়ে কবির আর থমাসের কানের উপর বার বার করে প্রতিধ্বনিত হতে লাগলো আর কবিরের পিঠের শিরদাঁড়া বেয়ে একটা চোরা ঠাণ্ডা স্রোত ওকে কাঁপিয়ে দিয়ে নেমে গেলো। ওর শরীরের রক্ত এতো দ্রুত গতিতে প্রবাহিত হচ্ছিলো ওর মস্তিস্কে যে ওর মনে হচ্ছিলো যেন ও অচেতন হয়ে যাবে এখনই। কবির লাফ দিয়ে সোফা থেকে উঠে দাঁড়িয়ে গেলো যদিও ওর চোখ রেহানার দিকে ছেড়ে অন্য কোন দিকে যায় নি। ওর মন কেঁদে উঠে ওকে বললো, তোমার এখনই এসব বন্ধ করে দেয়া উচিত। যদি ও ওর প্রকম্পিত শরীরে ওটা করার কোন ইচ্ছাই এই মুহূর্তে আর অবশিষ্ট ছিলো না।

রেহানা চোখ খুলে কবিরের বিস্মিত দৃষ্টি আর কাঁপতে থাকা শরীরকে নিজের সামনে দেখতে পেল। ওর মনে একটা মধুর প্রতিশোধের আগুন ওকে যেন চরম তৃপ্তি দিলো এই ভেবে যে, আমার মনে হয় সে সুখি। সে চেয়েছিলো থমাস যেন আমাকে চোদে, অবশেষে সে যা চেয়েছিলো তাই তো পেয়েছে। একটা বিদ্যুৎ গতির প্রতিশোধের সুখ যেন ওর নিজের শরীর বেয়ে ও নিচের দিকে নেমে গেলো। কাঁপা কাঁপা হাতে সে নিজের হাত কোমরের কাছে নিয়ে নিজের ট্যাঙ্ক টপকে ধীরে ধীরে উপরের দিকে উঠিয়ে নিজের বুকের কাছে ধরে রাখলো, ওর স্বামীর চোখের সামনে নিজের গুদে থমাসের বাড়ার আসা যাওয়া যেন স্পষ্টভাবে সে দেখে, তারপর নিজের শরীরকে উপরের দিকে উঠিয়ে ধীরে ধীরে ওর গুদের রসে ভেজা থমাসের বাড়াকে স্বামীর চোখের সামনে উন্মুক্ত করে দিয়ে নিজের গুদকে বাড়ার মুণ্ডির ও উপরে যেন উঠিয়ে ফেললো রেহানা। ওর মন যে ঞ্চিতকার করে ওর স্বামীকে দেখাতে চাইলো যে ওর বন্ধুর বাড়া কিভাবে ওর রসালো গুদে ঢুকে।

কবিরের চোখ এতো বড় হয়ে গেলো যে মনে হচ্ছিলো ওর চোখ যেন খাপ থেকে বের হয়ে চলে আসবে। ধীরে ধীরে রেহানা কোমর নামাতে শুরু করায় কালো মোটা বিশাল বাড়াটা ধীরে ধীরে ওর স্ত্রীর গুদকে প্রসারিত করে যেন ঢুকছে। থমাসের এতো মোটা বড় বাড়া ওর স্ত্রী টাইট গুদে কিভাবে পুরোটা ঢুকে যাচ্ছে দেখে ওর মোটেই বিশ্বাস হচ্ছে না। ওর কাছে মনে হচ্ছে যেন পুরো রুমটা ঘুরছে, আর সে নিজে যেন দুলছে। যদি ও প্যান্টের ভিতরে ওর বাড়া যেন কোন মুহূর্তে মাল ফেলে দিবে বলে ওকে যেন হুমকি দিচ্ছে।

"এটাই তো তুমি চেয়েছিলে, তাই না?"-রেহানা কবিরের চোখের দিকে তাকিয়ে যেন অভিযোগের আঙ্গুল তুলে ওকে ওর নিজের দিকে তাকাতে বললো।

কবির কিছু বলতে গেল, কিন্তু ওর গলা দিয়ে যেন শব্দই বের হচ্ছে না। মনে হচ্ছে কেও যেন ওর গলা চেপে ধরে রেখে ওখান দিয়ে শব্দ বের হতে দিচ্ছে না। এবার থমাস চোখ খুলে কবির দিকে তাকালো। যদি ও দুজনেই এই মুহূর্তে কামক্ষুধার কাছে আত্মসমর্পণ করে বসে আছে তারপর ও কি হচ্ছে সেটা ওর বোধে আসলো না।

কবিরের শরীর যেন পিছিয়ে যেতে যেতে পিছনে একটা চেয়ার পেয়ে, ওটার মধ্যেই ধপ করে বসে গেলো। এখন ওর চোখের ঠিক বরাবর রয়েছে ওর স্ত্রীর কোমর, এখন আর ভালভাবে দেখা যাচ্ছে ওদের গুদ আর বাড়ার সংযোগস্থল। থমাসের বাড়ার চামড়ার বাইরে বেরিয়ে আসা মোটা ফোলা রগগুলি কিভাবে রেহানার ছোট্ট গুদের ভিতরের রসে ভিজে বের হয়ে এসে আবার ও ওর গুদের ভিতরে জায়গা করে ঢুকে যাচ্ছে, সেটা চোখ বড় করে দেখতে দেখতে নিজের প্যান্টের চেইন খুলে বাড়া বের করে ফেললো।

রেহানা ওর স্বামীর চোখের দিকে তাকিয়ে কোন পরিতাপ, কোন কষ্ট ওখানে লুকিয়ে আছে কি না খুজতে লাগলো, যেটা ওকে ওর এই ব্যাভিচারি কাজকে থামতে বলে। যদি ও সেখানে এই মুহূর্তে বিস্ময়, কামুকতা আর কামক্ষুধা ছাড়া কিছুই ছিলো না ওর জন্যে। "আহঃ...ওহঃ..."বলে নিজের শরীরকে থমাসের উপর আর জোরে ঠেলে দিতে দিতে গুঙ্গিয়ে উঠতে লাগলো রেহানা। থমাসের বাড়া এখন ওর জরায়ুর ভিতরে ওর বাচ্চাদানির মুখে গিয়ে থেকে যাচ্ছে। সুখে চোটে রেহানা আর চোখ খোলা রেখে ওর স্বামীর প্রতিক্রিয়া দেখতে পারছিলো না, সে চোখ বন্ধ করে নিজের গুদে থমাসের শক্ত টাইট বাড়ার আসা যাওয়ার সুখ অনুভব করতে লাগলো। জোরে জোরে চুদতে লাগলো রেহানা থমাসকে।

কবির যেন অনন্তকাল ধরে বসে বসে ওর সামনে সংঘটিত ওর স্ত্রীর বিকৃত কামের প্রদর্শনী দেখছিলো, কিন্তু বাস্তবে মাত্র ৫/৬ মিনিট ধরে এটা চলছে। কবির নিজের বাড়া হাতে নিয়ে গুঙ্গিয়ে উঠলো, শুনে রেহানা চোখ খুলে তাকালো ওর দিকে। রেহাআন্ত ঠোঁটের কিনারে হাঁসির একটা রেখা দেখে ধীরে ধীরে সে নিজের বাড়ার গায়ে হাত বুলাতে লাগলো। ওর মনে আর কোন হিংসা বা বিদ্বেষ ছিলো না থমাসের প্রতি। "হ্যাঁ, এটাই সে চেয়েছিলো"-কথাটি মনে মনে বলে, মুখে এই প্রথম শব্দ বের হলো কবিরের মুখ দিয়ে, "চুদে দাও, ওকে ভালো করে চুদে দাও, বন্ধু।"

সোফায় থাকা দুজনের কানে ওর কথা গেলো কি না, সেটা কবির বুঝতে পারলো না। হঠাৎ করে রেহানা লাফ দিয়ে থমাসের বাড়া থেকে নিজেকে সরিয়ে উঠে দাঁড়ালো আর থমাসের দিকে তাকিয়ে আদেশ দিলো "নেংটো হও"। আর নিজে ও নিজের পড়নের সব কাপড় খুলে ফেললো। এদিকে থমাস ও দ্রুত হাত নিজের কাপড় খুলে ফেলে দিলো ফ্লোরের উপর। থমাস নেংটো হওয়ার পরে রেহানা ওকে আবার ও সোফায় ঠেলে বসিয়ে দিয়ে নিজের ওর গায়ের উপর চেপে বসলো আগের মত করে, তবে এবার কবিরের দিকে পিছন ফিরে আর থমাসের বুকের দিকে মুখ করে।

কবির তাকিয়ে দেখলো ওর ভদ্র পরিপাটি সুন্দরী স্ত্রী কিভাবে ওর বন্ধুর কালো বাড়াকে আবার ও নিজের গুদে ভরে নিয়ে শীৎকার আর গোঙ্গানি দিয়ে নিজের সুখ আদায় করে নিচ্ছে। শান্ত রুমটির ভিতর এই মুহূর্তে জোরে জোরে নিঃশ্বাস, থাপ থাপ রেহানার পাছা আছড়ে পড়ছে থমাসের উরুর উপর সেই শব্দ, আর থমাস আর রেহানার মুখদ দিয়ে বের হওয়া গোঙানির শব্দে ভরে আছে। থয়ামসের বাড়া বিচি, ওর তলপেট সব ভরে আছে রেহানার গুদের রসে, মনে হচ্ছে যেন রেহানা মুতে দিয়েছে।

রেহানা ওর উম্মুক্ত দুধ দুটিকে থমাসের খোলা বুকে ঘষে ঘষে দিচ্ছে আর এক অজানা শিহরনে রেহানার শরীরে আর বেশি চোদন সুখ তৈরি হচ্ছে। হঠাৎই কোন প্রকার সতর্কতা ছাড়াই রেহানার শরীর শক্ত হয়ে গেলো আর একটা লম্বা আর্ত চিৎকার বের হয়ে এলো রেহানার মুখে দিয়ে আর শরীর কাঁপিয়ে রেহানা রাগ মোচন করে ফেললো, থমাসের বুকের উপর নিজের মাথা রেখে ওকে শক্ত করে চেপে ধরে। চরম সুখটা তৈরি হয়েছিলো রেহানার একদম জরায়ুর ভিতরে থমাসের বাড়ার মাথা ঢুকে যেন আটকে গেছে, সেখান থেকে, দ্রুত সেই সুখ ওর মস্তিস্কে পৌঁছে ওর মুখ দিয়ে যেন গলা কাঁটা জন্তুর মত ধড়ফড়ানি তৈরি করলো আর নিজের মুখ হা করে যেন নিঃশ্বাস টেনে নিতে পারছে না রেহানা, এমন ভাবে মুখ হা করিয়েই সে গুদের রস খসালো।

রেহানার গুদের সঙ্কোচন প্রসারন বাড়ার মাথায় অনুভব করে থমস ও যেন নিজের বাড়া ফ্যাদা ফেলার জন্যে অস্থির হয়ে গেলো, সে রেহানার কোমর নিজে উঠিয়ে নামিয়ে আর বেশ কয়েকটা ধাক্কা দিয়েই গলা দিয়ে গড়গড় শব্দ করে রেহাঙ্কে যেন চেপে ওর পুরো বাড়া আবার ও ঢুকিয়ে দিলো রেহানার জরায়ুর ভিতরে আর ভলকে ভলকে গরম তাজা বীর্য ঢালতে শুরুর করলো রেহানা অরক্ষিত জরায়ুর একদম ভিতরে। "হ্যাঁ, সোনা, এটাই করো, ঢুকিয়ে দাও, তোমার সব ফ্যাদা ঢুকিয়ে দাও আমার গুদের একদম ভিতরে, জরায়ুর ভিতরে, সব টুকু দাও, সব নিংড়ে বের করে দাও, আমার গুদকে ভরিয়ে দাও, সোনা, আমার গুদে মাল ফেলে দাও"-রেহানার আকুল আর্তি শুনে যেন কবির ও আর নিজেকে ধরে রাখতে পারলো না, একই সাথে ওর নিজের বাড়া ও ফুলে উঠে এমনভাবে বীর্য ছুটাতে লাগলো যে ওর কাছে মনে হলো, এমনভাবে ওর বাড়া থেকে বীর্য আর কখন ও বের হয় নি। রেহানার আকুল আর্তি যেন কবিরের কানে বার বার প্রতিধ্বনিত হয়ে বাজতে লাগলো।

এক সেকেন্ড পরে, পুরো রুমে শুধু জোরে জোরে নিঃশ্বাসের শব্দ ছাড়া আর কোন শব্দ নাই। কবির সবার আগে চোখ খুলে তাকালো। ওর চোখ চলে গেল সরাসরি দুই প্রেমিক প্রেমিকার মিলনস্থলে, যেখানে ওদের গুদ আর বাড়া এক সাথে মিলিত হয়ে আছে। থমাসের বাড়া কিছুটা নরম হয়ে যাওয়ায়, আর রেহানা ওর উপরে থাকায়, থমাসের বীর্য রেহানার গুদের ভিতর থেকে চুইয়ে চুইয়ে বের হয়ে থমাসের বিচি আর উরু ভিজে আঠালো হয়ে গেছে। রেহানার গুদে দিয়ে থমাসের বীর্য বের হতে দেখে ওর সদ্য মাল ফেলে নরম হয়ে যাওয়া বাড়া যেন আবার ও মোচড় দিয়ে শক্ত হয়ে যেতে শুরু করলো।

রেহানা ঘাড় ঘুরিয়ে চেয়ারে আধা শোয়া কবিরের দিকে তাকালো। ওর প্যান্ট এখন ও হাঁটুর নিচে নামানো আর ওর এক হাতে ধরা ফ্যাদা মাখা বাড়া ও বিচি এখন ও শক্ত হয়ে নড়ছে দেখে রেহানার ঠোঁটের কোনা দিয়ে একটা সুখের হাঁসি বেরিয়ে এলো। রেহানা উঠে দাড়াতে চেষ্টা করলো, আর থমাসের বাড়ার উপর থেকে নিজেকে টেনে তুলতে লাগলো, যখন থমাসের কিছুটা নেতানো বাড়ার বড় মুণ্ডিটা রেহানার গুদের ফুটো থেকে একটা থপ শব্দ করে বের হলো, সেটা শুনে রেহানার মুখে দিয়ে একটা চাপা গোঙ্গানি আবার ও বের হয়ে গেলো। রেহানা ওর দু পা একত্র করে থমাসের ফ্যাদার স্রোতকে ওর গুদের বড় প্রসারিত গর্ত থেকে বের হতে বাঁধা দিয়ে ধীরে ধীরে কবিরের কাছে গেলো। কবিরের একদম কাছে গিয়ে রেহানা থামলো, কবিরের চেয়ারে উপর নিজের একটা পা উঠিয়ে দিয়ে ওর দুই পা প্রসারিত করে কবিরের চোখের দিকে তাকিয়ে নিজের দুই হাত গুদের দু পাশের মোটা ঠোঁটের কাছে নিয়ে ঠোঁট দুইত টেনে ধরে গুদ ফাঁক করে ধরলো কবিরের একদম চোখের সামনে। রেহানার গুদের লাল হয়ে যাওয়া ঠোঁট দুটি যেন এখন ও উত্তেজনায় কাঁপছে, কবির ওর চোখ বড় বড় করে রেহানার বড় ও প্রসারিত হয়ে যাওয়া গুদের দিকে তাকালো, যেখান দিয়ে এখন ভদ ভদ করে থমাসের ফ্যাদার স্রোত বেরিয়ে যাওয়ার পথে রওনা হয়ে গেছে। রেহানা ওর এক হাত দিয়ে কবিরের একটা হাত টেনে নিয়ে ওর গুদ দিয়ে বের হয়ে যাওয়া থমাসের ফ্যাদার স্রোতের উৎসমুখ ওর গুদের ফুটোর কাছে লাগিয়ে দিলো আর জানতে চাইলো, "এটাই কি তুমি চেয়েছিলে কবির? থমাসের মোটা বাড়াটা আমার গুদকে চিরে প্রসারিত করে দিয়ে ওর ফ্যাদা আমার গুদের ফুটোতে ভরে দিবে, এটাই তো তুমি চেয়েছিলে কবির?"-রেহানা ওর কথার মালাকে একটু আড়ম্বর করে জানতে চাইলো কবিরের কাছে।

কবির মুখ হাঁ হয়ে গেলো কিছু বলার জন্যে, কিন্তু একটি শব্দ ও বের হতে পারলো না ওর ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে।

রেহানা কবিরে হাতের দুটো আঙ্গুল ঠেলে ঢুকিয়ে দিলো ওর রস আর ফ্যাদা মিশ্রণে ভরা গুদের অভ্যন্তরে। আঙ্গুলের ঠেলা খেয়েই আর বেশি করে ফ্যাদার স্রোত যেন বের হতে লাগলো রেহানার গুদের পাশের উরু বেয়ে। রেহানা ফ্যাদায় ভেজা কবিরের আঙ্গুল বের করে টেনে নিজের গুদের বাইরের ঠোঁট আর উপরের অংশে ওর আঙ্গুলের ফ্যাদা ঘষে ওর পুরো গুদের উপরিভাগ আর দু পাশের ঠোঁটের বাইরের অংশে ফ্যাদা মাখিয়ে নিলো কবিরের আঙ্গুলকে দিয়ে। আবার ও কবিরের আঙ্গুল গুদের ভিতরে ঢুকিয়ে আর কিছুটা ফ্যাদা টেনে বের করে রেহানা কবিরের হাতকে উঁচু করে টেনে এনে গুদের ভিতর ঢুকা ওর ফ্যাদা মিশ্রিত আঙ্গুল দুটিকে নিজের মুখ হাঁ করিয়ে ঢুকিয়ে নিয়ে আঙ্গুল থেকে চুষে থমাসের ফ্যাদা গিলে নিলো কবিরের আঙ্গুল থেকে। কবির ওর স্ত্রী এহেন নোংরা কাজে যেন বিস্ময়ের চেয়ে ও অনেক অনেক বেশি উত্তেজিত হয়ে গেলো আবার ও, ওর বাড়া ফুলে উঠে বার বার করে নড়তে নড়তে নিজের ভালো লাগার কথা যেন জানান দিতে লাগলো কবিরকে।

এরপর রেহানা চেয়ারের উপর থেকে ওর পা নামিয়ে ওর কবিরের সামনে হাঁটু গেঁড়ে বসে কবিরের ফ্যাদা মিশ্রিত বাড়াকে নিজের মুখে ভরে নিলো, আর যেন ওর শরীরের সমস্ত শক্তি আর উৎসাহ একত্র করে চুষতে লাগলো। "ওহঃ খোদা, রেহানা!"-বলে কবির গুঙ্গিয়ে উঠলো আর চোখ বন্ধ করে মাথা চেয়ারে পিছনে হেলান দিয়ে রেহানার জাদুকরি মুখের কারুকাজ নিজের বাড়ার আর বিচির উপর অনুভব করতে লাগলো। কিছুক্ষণ চুষে রেহানা উঠে দাঁড়ালো, এরপর ঠিক একটু আগে যেভাবে থমাসের দু পায়ের দু পাশে পা রেখে থমাসের বাড়াকে নিজের ভিতরে ঢুকিয়ে নিয়েছে, ঠিক সেই ভাবে কবিরের দু পায়ের দু পাশে নিজের দু পা রেখে বাড়াকে নিজের রস আর ফ্যাদা ভরা থকথকে পিছল গুদের ভিতরে ভরে নিলো। এক চাপে কবিরের বাড়া একদম শেষ পর্যন্ত ভরে নিলো রেহানা, কবির আর থমাস দুজনেই চোখ বড় করে দেখতে লাগলো এই রূপসী সুন্দরী ঘরের বৌয়ের নির্লজ্জ সব কর্মকাণ্ড। রেহানার গুদের ভিতরটা প্রচণ্ড গরম আর একদম পিচ্ছিল ছিলো, বাড়ার চারপাশে রেহানার গুদের উষ্ণতা অনুভব করে কবিরের মন যেন সুখে ফেটে পড়তে চাইলো, হ্যাঁ, এটা তো সে চেয়েছিলো, নিজের স্ত্রীর এই রকম জলে ভেজা কর্দমাক্ত গুদের ভিতর বাড়া ঢুকিয়ে সুখ নিতেই সে চেয়েছিলো। এটা যেন ওর কল্পনার চেয়ে ও বেশি মধুর আর বেশি উত্তেজনাকর। রেহানা কবিরের চোখের দিকে তাকিয়ে ওর কোমর কবিরের বাড়ার উপর এনে ধপ ধপ করে ফেলতে লাগলো আর প্রতি ঠাপে যেন রেহানার গুদের মাংসপেশিগুলি কবিরের বাড়াকে আর জোরে জোরে চিপে ধরতে লাগলো।

না, এই খেলা বেশিক্ষণ চলতে পারলো না। বা বলতে হয় কবির ও যেমন এই খেলা বেশিক্ষণ সহ্য করতে পারলো না, তেমনি রেহানা ও। দুজনেই যেন ঘা খাওয়া জন্তুর মত কাতরাতে কাতরাতে দুজনের চরম রস বের করে দিলো। রেহানা স্বামীর গায়ের উপর ঝুঁকে ওর শ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক করে নিতে লাগলো।

রেহানা যখন কবিরের শরীরের উপর থেকে নিজের কোমর উঁচু করে ফ্যাদা ভরা গুদকে সরিয়ে আনলো, তখনই ওর নজরে পরলো যে থমাস সোফার একদম কিনারে এসে নিজের ঠাঠানো বাড়াকে নিজের হাতের মুঠোতে নিয়ে রেহানার দিকে তাকিয়ে ধীরে ধীরে খেঁচছে। রেহানার মেরুদণ্ড বেয়ে যেন একটা শীতল ভয়ের স্রোত সিরসির করে উপর থেকে নিচের দিকে নেমে গেলো। রেহানার নিজের কাছে নিজেকে এতো নোংরা মেয়েছেলেদের মত মনে হলো যে, সে শরীর দুলিয়ে গুদ নাচিয়ে থমাসের চোখের একদম সামনে এসে থামলো আর করা গলায় থমাসের চোখের দিকে তাকিয়ে আদেশ দিলো, "চুদে দাও আমাকে, Give me a Hard Fuck, Thomas"।

থমাস ওর সাদা দাতের পাটি বের করে একটা দেঁতো শয়তানী হাঁসি উপহার দিলো রেহানাকে। সে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে রেহানাকে নিজের বাহুর ভিতর আঁকড়ে ধরে ঠোঁটে ঠোঁট ডুবিয়ে একটা লম্বা আবেগময় চুমু দিলো। তারপরই যেন একটা সজোরে ধাক্কা দিয়ে রেহানাকে ফেলে দিলো পাশে রাখা নরম সোফার উপর। হঠাৎ থমাসের শক্তিশালী বাহুর ধাক্কা খেয়ে রেহানা যেন কিছুটা টালমাটাল হয়ে পরে গেলো সোফার উপর। থমাস যেন রেহানাকে থিথু হয়ে শোয়ার সময় দিলো না। রেহানার শরীরের উপর ঝুঁকে ওর দুই চিকন কোমর নিজের বড় প্রসারিত দুই হাতে দুপাশ থেকে ধরে নিজের ঠাঠানো বাড়া সমেত কোমর নামিয়ে আনল রেহানার দুই পায়ের ফাঁকে, আর যেনএকটু দূর থেকেই একটা বড় ধাক্কা দিয়ে বাড়াকে ঠেসে ধরল রেহানার গুদের ফুটোর ভিতরে।

থমাসের এই আচমকা আগ্রাসী আক্রমনে আর জোরে ধাক্কা দিয়ে গুদের ভিতর ঠেসে ঠেসে ওর মোটা বাড়াটাকে সেঁধিয়ে দেয়ার রেহানা যেন কিছুটা ব্যাথায় আর কিছুটা ঘটনার আকস্মিকতায় একটা আর্ত চিৎকার দিয়ে উঠলো, কিন্তু থমাসের এখন মনে নেই রেহানার কোন কথা বা চিতকারে মনজর দেয়ার জন্যে। সে জানে, এই মহিলার শরীরের এখন কি দরকার। একটা পাশবিক চোদন, যার ভিতরে কোন ভালবাসা থাকবে না, কোন মমতা থাকবে না, থাকবে শুধু শুদ্ধ শারীরিক ক্ষুধা। থমাস জোরে জোরে ওর কোমর আছড়ে ফেলতে শুরু করলো রেহানার নরম ফুলকচি গুদের ভিতরে, আর থমাসের বড় বড় বিচির থলিটা আছড়ে পড়তে লাগলো রেহানার গুদের ঠিক নিচে ওর নরম পায়ুছিদ্রের উপরে। থমাস যেন অসুরের শক্তি নিয়ে, ঠিক যেভাবে মানুষ একটা রাস্তার সস্তা দরের মাগীকে চুদে, ঠিক সেই ভাবে ক্রুদ্ধতা আর পাশবিক আক্রমন নিয়ে ঝাপিয়ে পড়লো রেহানার শরীরের উপর।

কবির ওর চেয়ার সামনে দিকে টেনে এনে অনেকটা যেন রেহানার কাছে এসে দেখতে লাগলো, ওর সবচেয়ে মাছের বন্ধু কিভাবে ওর স্ত্রীকে একটা রাস্তার বেশ্যা মেয়ের মত করে কষ্ট দিয়ে দিয়ে চুদছে, সেই চদার মধ্যে কবির রেহানার চোখে কোন কষ্ট খুঁজে পেলো না, রেহানা মুখ দিয়ে কষ্টকর আর্ত চিৎকার করলে ও ওর চোখে মুখে যেন সুখের ছোঁয়াই দকেহতে পেল কবির। "হ্যাঁ, বন্ধু, দাও, আর জোরে দাও, আমার স্ত্রীর এটাই দরকার...রেহানাকে ভালো করে চুদে দাও, বন্ধু...আমার স্ত্রীকে ভালো করে চুদে দাও...ওর এটাই দরকার..."-কিছুটা মিনমিনিয়ে বলা কবির নিচু স্বরের কথাগুলি যেন রেহানা আর থমাসের কানে বিষের মত কাজ করলো, রেহানার ছটফটানি আর কাতরানি যেমন আর বহুগুন বেড়ে গেলো, তেমনি থমাসের পাশবিক আক্রমন ও যেন আর এক নতুন মাত্রা পেল বন্ধুর কাছে থেকে উৎসাহ পেয়ে।

"দাও, থমাস, দাও, আর জোরে দাও..."-এবার এই উৎসাহের কথা উচ্চারিত হলো রেহানার মুখ দিয়ে। এরপর থমাস যেন আর থাকতে পারলো না, শরীর কাঁপিয়ে নিজে গলা কাঁটা পশুর মত ঘড়ঘড় করতে করতে আর কয়েকটা ঠাপ দিয়েই নিজেকে চেপে ধরলো রেহানার গুদের জরায়ুর একদম ভিতরে, আর থমাসের বিচি থেকে বীর্যের আরেকটা লম্বা স্রোত বয়ে যেতে লাগলো রেহানার গুদের অভ্যন্তরে। রেহানার ও কেঁপে কেঁপে উঠে ওর বুকের ফুসফুস একদম খালি করে দিয়ে নিঃশ্বাস বন্ধ করে কোমর উপরের দিকে ঠেলে ধরে নিজের একটা বিশাল রাগমোচনের সাথে সাথে গুদের ভিতর থমাসের বাড়া থীক ঝাঁকি দিয়ে দিয়ে বের হওয়া ফ্যাদাকে নিজের গুদ দিয়ে ধরতে লাগলো। থমাস কিছুক্ষণ ঝাঁকি দিয়ে দিয়ে মাল ফেলে, এরপর যেন নিজেই নিঃশেষিত হয়ে রেহানার কোমল বুকের উপর পরে গেলো আর নিজের দুই ঠোঁট ডুবিয়ে দিলো রেহানার দুই ঠোঁটের ভিতরে। পরম আশ্লেষে আর আদরে রেহানার সারা মাথায় আর মুখে হাত বুইয়ে বুলিয়ে চুমু খেতে লাগলো থমাস, সেটা যে একটু আগের সেই পাশবিক আক্রমনের জন্যে রেহানার কাছে ক্ষমা চাওয়া, সেটা রেহানা আর কবির দুজনেই বেশ ভালো করে বুঝতে পারলো।

থমাস এভাবে কিছুক্ষণ থেকে ধীরে ধীরে নিজেকে রেহানার শরীর থেকে বের করে আনলো, এরপর ফ্লোরে পরে থাকা রেহানার একটা কাপড় তুলে নিয়ে নিজের বাড়া মুছে নিয়ে, নিজের জামা কাপড় সব পড়ে নিলো। রেহানা আর কবিরের দিকে শয়তানী একটা হাঁসি দিয়ে "আমার এখন যাওয়া উচিত, বিদায় বন্ধু"-বলে থমাস রেহ্নার কপালে আরেকটি চুমু দিয়ে বের হয়ে গেলো। রেহানা ওর শ্বাস ফিরিয়ে এনে স্বাভাবিক করার চেষ্টা করছিলো, কিন্তু ওর দুই পা ওভাবেই ফাঁক হয়ে আছে, আর কবিরের চোখের সামনে রেহানার লাল ফুলো ধর্ষিত গুদের ফাঁক দিয়ে থমাসের আর কবিরের সম্মিলিত ফেলে যাওয়া ফ্যাদা চুইয়ে চুইয়ে বের হচ্ছে। রেহানা নিজের দুই হাত গুদের কাছে নিয়ে ঠোঁট ফাঁক করে ধরে কবিরের জন্যে দেখার সুবিধা করে দিলো। কবির ওভাবেই অনেকক্ষণ ধরে রেহানার গুদের এই নোংরা প্রদর্শনী দেখলো, তারপর কাছে এসে রেহানাকে পাঁজা কোলে করে নিজের কোলে উঠিয়ে নিলো, আর নিজেরদের বেডরুমের দিকে নিয়ে গেলো। পরম মমতা আর উষ্ণ ভালবাসায় রেহানাকে ধীরে ধীরে বিছানায় কাঁত করে সুইয়ে দিয়ে ওর গায়ের উপর একটা চাদর টেনে দিলো। রেহানার ছেহারায় এক পরম উজ্জ্বল সৌন্দর্য আর পরিতৃপ্তিকে খেলা করতে দেখলো কবির। কবির ও ওর পাশে শুয়ে ওকে পিছন থেকে জড়িয়ে ধরে নিজের সুখের জায়গায় শুয়ে নিজের পরম তৃপ্তিতে গভীর ঘুমের দেশে পৌঁছে গেল।

সমাপ্ত